বাংলাবুক পরিবেশিত

দি ন্যুড

হারল্ড রবিন্স

দি ন্যুড

হ্যারল্ড রবিন্স

ভাষান্তর—পৃথ্বিরাজ সেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রগতি প্রকাশনী
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

THE NOOD
By
Harald Rabince
Bengali Version
By
Pritholraj Sen

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর—১৯৮৮

প্রকাশিকা :
শ্রীমতি আলোরানী পাত্র
প্রগতি প্রকাশনী
অফিস ২৮/এ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

মূল্য : ২৫,০০ টাকা

প্রচ্ছদ :
প্রদোষ কান্তি বর্মন

মুদ্রক
শ্রীজয়দেব আঢ্য
নিউ জয়তারা প্রেস
২৭-বি সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

সে খুব উদ্বিগ্ন চিত্তে শুয়েছিল। গ্রেগ তখন কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে উঠল, তার দিকে তাকিয়ে রইল। গ্রেগের গায়ের রঙ ফর্সা স্বাস্থ্যবান। ওর মধ্যে একটা নিরাপত্তার ভাব ছিল যা জেরিকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু যখন গ্রেগ তার দিকে তাকাল তখন তার চাউনিতে কিছু কুৎসিৎভাব ফুটে উঠল।

"গ্রেগ……" জেরি বিছানাতে শুয়ে ফিসফিস করে বলে। প্রায় একবছর হল ওদের বিয়ে হয়েছে, তবু গ্রেগ যখন রেগে ওঠে তখন সে কিছু হতাশ হয়ে পড়ে।

"দুঃখিত, আমি তোমাকে জাগিয়ে দিলাম"—গ্রেগের গলাটা কর্কশ, তার স্বরে রাগ প্রকাশ পাচ্ছিল।

"দাঁড়াও গ্রেগ, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। আমার মনটা আজ বিষণ্ণ, আমি তোমাকে……

"আচ্ছা, বলে যাও, তবে সংক্ষেপে বলবে, কারণ এটা তোমার সাঁইত্রিশ নম্বর বক্তৃতা, তাই না?"

"প্লীজ, দয়া করে অত—"

"আমি আর এক ঘণ্টার মধ্যেই চিকাগো যাত্রা করছি। আসি ওখানে দশদিন থাকবো। তোমার বক্তৃতা শোনার সময় আমার নেই।"

"ঠিক আছে, তুমি যদি আমার কথা শুনতে না চাও, শুনো না।"

গ্রেগ হার্লিস্টার তার পা দুটো বিছানার পাশে নামাল এবং উঠে দাঁড়াল। সে বলল, "আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে স্ত্রীর কর্তব্য সত্যিই বোঝা।" জেরি লক্ষ্য করল যে সে বিছানা থেকে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ না বাথরুমের দরজা বন্ধ হচ্ছে ততক্ষণ সে দম বন্ধ করে রইল। এবং শাওয়ারের জলের শব্দ না শোনা পর্যন্ত ঐ ভাবেই বসে রইল।

এখন তার মনে পড়ল গত কয়েক বছর ধরে সে কি চিন্তা করে এসেছে। ব্যাপারটা অন্য রকম হতে পারতো। প্রথম মিলনের দিনই গ্রেগ তাকে চুম্বন করেছিল, সেটা প্রায় দু'বছর আগের কথা। সেই সময়ে তার সারা শরীরে গ্রেগ রোমাঞ্চ জাগিয়েছিল। যখন তার বয়স ছিল মাত্র একুশ, তখন সে ছিল মার্টিন টাউনের সেরা সুন্দরী। সেই সময়ে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তার চুল ছিল ঘন কালো উজ্জ্বল, দেহ ছিপছিপে, যা যে কোনো ছেলের মনেই

শিহরণ জাগাতো। জেরি ক্রায়েন কখনো কোনো পুরুষকে সঙ্গ দান করেনি। তবু মার্টিন টাউনের সব অবিবাহিত যুবক (এমন কি বিবাহিত লোকেরাও) জানতো যে মিস্টার হালিস্টার রোমাঞ্চ দপ্তরে জেরি অনেক কিছু গচ্ছিত করেছিল।

মিস্টার হালিস্টার এই ভাবেই এসেছিল। আজ বিয়ের এগারো মাস পরে সে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে চাইলো, কারণ জেরির আকর্ষণীয় চোখ আর লোভনীয় দেহ এখন আর তেমন আকর্ষণীয় নয়।

জেরী ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠল। পোষাক পরে নিল। এখন ঘড়িতে আটটা কুড়ি বাজে। গ্রেগের সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে যাওয়ার কথা। গ্রেগ আবার রেগে উঠতে পারে, তাহলে জেরি চরম হতাশা এবং দুঃখের অতলে তলিয়ে যাবে।

তাদের বিয়ে কিন্তু যথাযথ ভাবেই হয়েছিল। গ্রেগ তার মাকে খুব ভালবাসতো। তার মা লেচ ওয়ার্থ ড্রাইভের ব্রিনটে বাড়ির পাশেই থাকতেন। এবং লরা (গ্রেগের মা সব সময়ে তাকে লরা বলে ডাকতে বলতেন, মা বলে নয়) অন্ততঃ এই বিয়ের ব্যাপারে ভদ্রতার পরিচয় দিতে পারতেন। যাই হোক তাদের এই বিয়েটা কিন্তু কোন ভাবেই নিষ্প্রভ মনে হয়নি। কেবলমাত্র জেরির মধ্যে কোনো প্রাণের উচ্ছ্বাস ছিল না। গ্রেগ ভদ্র সন্তান এবং কঠোর পরিশ্রম করতে পারতো সে জেরির কোনো আশাই অপূর্ণ রাখেনি। সে ছোট বড় সব কাজই যথেষ্ট চিন্তা সহকারে করত। জেরি একটা নতুন রান্না করেছিল এবং সেটা গ্রেগ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। গণ্ডগোলটা ঠিক তখনই বাধলো যখন সে জেরিকে কাছে পেতে চাইলো, জেরি শক্ত হয়ে তার বন্ধনে দাঁড়িয়ে রইল।

সে দৌড়ে নীচের রান্নাঘরে চলে গেল। পথে সে তার দেহকে হল ঘরের আয়নাটাতে প্রতিবিম্বিত হতে দেখল। তাকে দেখে আদৌ রাত জাগা বলে মনে হচ্ছিল না। তার লম্বা আলুথালু চুলের গোছাগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যে সে যেন এইমাত্র খোলা নৌকোতে প্রমোদ ভ্রমণ করে নামলে। মনে হচ্ছিল যেন এই খোলা নৌকোতে ভ্রমণের ফলে জোরালো বাতাস তার চুলকে বিস্রস্ত করে দিয়েছে। তার কখনো সাজগোজ করার প্রয়োজন হত না কারণ ঈশ্বর তার দেহ অকুণ্ঠভাবে রূপ দিয়ে সাজিয়ে ছিলেন।

রান্না ঘরে পৌঁছনোর ঠিক আগেই টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। সে ব্যস্ত হয়ে বসার ঘরে রাখা টেলিফোনটার দিকে দৌড়ে গেল। তার মনে হল এত সকালে লরা ছাড়া আর কেউ ফোন করবেন না। জেরি দাঁত দিয়ে তার ঠোঁট কামড়ে ধরল। তার মধ্যে এক বিজাতীয় ঘৃণা ধীরে ধীরে দানা বাধছিল। যতদিন না লরা একটা ফোনের মালিক হচ্ছেন এবং তাঁর একমাত্র পুত্রের বাড়ীর ঠিকানা না জানতে পারছেন ততদিন গ্রেগ এবং জেরি কখনো

BanglaBook.org

একাকী বাস করে নি।

"জেরি নাকি—আমি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম না তো ?"

—লরার তরল এবং ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

"না লরা, আমরা জেগেই ছিলাম"—জেরি শুনল বাথরুমের দরজা খুলে গেল এবং গ্রেগ তাকে ডাকল।

"কার ফোন ওটা ?"

"তোমার মায়ের ফোন ?—জেরি বলল।

"মা কেমন আছে ?"

"তিনি ভালই আছেন।"

"মাকে বল যে আমি এখুনি তাকে ফোন করছি।"

"জেরি ?"—লরা চেঁচিয়ে উঠল।

"বলুন—গ্রেগ বাথরুমে গেছে।"

"গ্রেগ চলে যাওয়ার আগে তুমি অবশ্যই তাকে আমায় ফোন করতে বলবে। আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে আছি, শুনলাম সে প্লেনে করে কোথাও যাচ্ছে ?

"ঠিক আছে, ওর স্নান করা হয়ে গেলেই আমি ওকে আপনাকে ফোন করতে বলব।"

"তোমার শরীর ভাল তো জেরি ? আমি তোমায় ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলাম না তো ?"

"আমার কফিটা গরম হয়ে গেছে লরা।"

"আচ্ছা ঠিক আছে ? তোমাকে আমি আর আটকে রাখতে চাই না। তুমি মনে করে ওকে ফোন করতে বোলো।"

"আচ্ছা।"

জেরি কাউকে ঠকাতে চায়নি। কিন্তু সে বুঝতে পারছে যে সে ধীরে ধীরে লরাকে ঠকাচ্ছে। বিবাদটা এখনোও গভীরে পৌঁছোয় নি। জেরির কাছে লরাকে অবশ্যই সুশোভন লাগতো। যদিও গ্রেগের দাবী তার কাছে আগে ছিল—যখন তারা তিনজনে একত্রে থাকতো এটা তখনকার চিন্তা। লরাও অবশ্য কোন দোষারোপ করেন নি। এসব চিন্তা জেরির মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিল যখন সে কফি তৈরী করছিল আর ডিমের বড়া বানাচ্ছিল। জেরি ভালবাসার স্বপ্ন দেখেছিল, সে তার স্বামীর স্পর্শে কুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এর জন্য লরাকে দোষী করা যায় না মোটেই।

"তোমাকে ডিমের ঝামেলা পোয়াতে হবে না। গ্রেগ ব্যস্ত হয়ে বলতে বলতে ঢুকল এবং একটা সিগারেট ধরাল। সে বেরোনোর জন্যে সাজপোষাক করে নিয়েছিল, তার দেহ থেকে সেন্টের মিষ্টি গন্ধ আসছিল।

"আমি প্লেনের মধ্যেই যা হোক কিছু খেয়ে নেবো।"

"তুমি একটু বোসো আমি একমিনিটের মধ্যেই তৈরী করে দিচ্ছি।"

BanglaBook.org

"আমি বলছি তোমাকে কোনো ঝামেলা করতে হবে না।" খুব শান্ত স্বরে গ্রেগ বলল "প্লেনে ওড়ার আগে আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। তুমি নিশ্চয়ই তা জানো।" গ্রেগ তার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করে বলল।

"তুমি বোসোতো, আমি কফি ঢেলে দিচ্ছি।"

"আমি মাকে ফোন করতে যাচ্ছি—তিনি কি বলছিলেন?" বসার ঘরের দিকে যেতে যেতে গ্রেগ বলল।

"আমি জানি না, তিনি কি চান"—জেরি উত্তর দিল।

আবহাওয়া ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। গ্রেগ দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার ফলে তা আর বিস্ফোরিত হতে পারল না। জেরির মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল, মনে হল আজ দিনটা তার কাছে শূন্যতায় পর্যবসিত হবে।

গ্রেগের জন্য রাখা ডিমটা সে পাশে সরিয়ে দিল, শুনতে পেল গ্রেগ লরার নাম্বারে ডায়াল করছে। মুহূর্তের মধ্যেই ফিরে এলো এবং জেরির দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই বলতে লাগল, "মা বাড়ি নেই।"

কোন কিছু আশা না করেই জেরি গ্রেগের বাহু জড়িয়ে ধরল আর গ্রেগের ঠোঁটে চুম্বন এঁকে দিতে গিয়ে বলল, "গ্রেগ, আমি—আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।"

"কফি তৈরী হয়ে গেছে?"

"দোহাই, দয়া করে আজ বেলা লাগেসির মতো রাগ করে চলে যেয়ো না।"

"কে রাগ করেছে? আমার মন অনেক দূরে।"

"আমার মনে হচ্ছে তুমি রেগে গেছো, তাই না?"

গ্রেগ তাকে এড়িয়ে গিয়ে চেয়ারের ওপরে বসল। খুব শান্ত ভাবে সে বলল, "তোমার কথা একটু বেসুরে শোনাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে কোন দুশ্চেতা লোক এগারো মাস তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে, তার বেশী নয়।"

যেখানে কফি রাখা ছিল জেরি সেদিকে ফিরল খুব উৎসাহ নিয়েই। জেরি বোঝাতে চাইল যে সংসারে তার প্রয়োজনীয়তা কিছু আছে এবং সেও মিষ্টি স্বরে কথা বলতে লাগল।

"তোমার কথাটা আজ একটু অন্যরকম শোনাচ্ছে না?"

"কফি তৈরী হতে এত দেরী লাগছে কেন? তোমাকে তো আমি কয়েকশো বার বলেছি যে সকাল বেলাতে ঘুম থেকে উঠেই আমার কফি চাই।"

এবার জেরির রাগবার পালা। সে গ্রেগের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো এবং চেঁচিয়ে বলল, "ব্যাস ব্যাস—যথেষ্ট হয়েছে। তোমার যদি একটা চাকরাণীর দরকার হয় তাহলে তুমি মার্কেট স্ট্রীট থেকে কিনে আনতে পারো।—এগারো মাস—এই কথাটার অর্থ কি? আমি বেশ ভালোভাবেই জানি যে তুমি চিকাগোতে দশ দিনে সম্মেলনে অনেক তন্বী যুবতী দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকবে। সুতরাং আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই।"

BanglaBook.org

"আমি তোমার প্রতি যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছি, তাই না ?" গ্রেগ তার রাগ চাপতে চাপতে অত্যন্ত নির্দয় ভাবে বলল।

না মোটেই তা নয়, তোমার কথাগুলো একটু শ্লেষাত্মক শোনাচ্ছে।" জেরি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিলো। "তুমি যদি মনে কর চিকাগোতে গিয়ে তুমি কাউকে ভালবাসবে না, তাহলে তা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হবে না।"

গ্রেগ মাথা তুলল, জেরির দিকে তাকাল।

"শোনো জেরি, আমাদের যতদিন বিয়ে হয়েছে ততদিন পর্যন্ত আমি যথেষ্ট সৎ ছিলাম। অনেক কুমারীই কোমর দুলিয়ে আমার অফিসে দিনে একশো বার আসতো, ওদের দেহ যে কোন পুরুষের হৃদয়ে রক্তোচ্ছ্বাস আনতে বাধ্য। অবশ্য আমি বলছি না যে আমি ওদের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। তবু যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আমি পেয়েছিলাম। এসব শুনে হয়ত তুমি ঈর্ষা করছ, তবু জেনে রাখো যে এখনও কিছু কিছু মেয়ে আমাকে কাছে পেতে চায়।

জেরি তাকে বাধা দিলো না, সে অন্য দিকে মুখ করে কফি ঢালতে লাগল।

"তুমি জেনে রাখো, আমি সব সময়েই আদর্শবান ছিলাম। এই বাড়ীতে আসা পর্যন্ত তারা সবাই আমাকে যাওয়া করেছে কিন্তু তোমাকে দেখে তারা সবাই পেছিয়ে গেছে। তা তুমি মন্দ কথা বলনি। হ্যাঁ আমি সম্মেলনে শত শত তন্বী যুবতীর সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি বটে, কিন্তু আমি তোমাকে কিছু অন্য কথা বলতে চাই। তুমি জেনে রাখো যে যদি কোনো মেয়ে আমার পেছনে ঘুর ঘুর করে তাহলে আমি তাকে অবশ্য নিরস্ত করব।"

"গ্রেগ তুমি কি সত্যিই তাই করবে ?—তুমি—

সামনের দরজাটা খুলে গেল, লরার জোরালো গলা শোনা গেল।

"'আরে—সুপ্রভাত।"

"গ্রেগ, তুমি চলে যাওয়ার আগে তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই।" জেরি খুব মৃদু স্বরে বলল।

গ্রেগ এক মুহূর্ত থেমে উঠে দাঁড়ালো এবং রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"মা, তুমি এতো তাড়াতাড়ি এলে। এখনো ভালো করে সকালই হয়নি ?"

লরা রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন, তাঁর পিছনে ছেলে হাসতে হাসতে প্রবেশ করল।

"আমি অত বোকা নই। আমার ছেলে শহরের বাইরে যাবে আর আমি তাকে কোন চুম্বন না করেই বিদায় জানাবো তা হতেই পারে না।"—তার মা হাসতে হাসতে বললেন।

BanglaBook.org

দুই

লরা হালিস্টারের বয়স বাহান্ন। মার্টিন টাউনের যে কোন স্ত্রীলোকের চেয়ে লরা তার যৌবনকে দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি চুল এবং নখের খুব যত্ন নিতেন এবং বুড়িদের মতো সাজপোশাক পরতে মোটেই ভালবাসতেন না। কিন্তু গত উনিশ বছরের স্বামীহীন জীবন তাঁর ওপরে একটা ছাপ ফেলে দিয়েছিল। গ্রেগের যখন দশ বছর বয়স তখন হার্বার্ট হালিস্টার মারা যান। তার মতে এক বছর আগেই তাঁদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল। তিনি আর বিয়ে করেন নি। তিনি প্রায়ই তাঁর বন্ধুদের বলতেন "না, আমার কোনো স্বামীর দরকার নেই। হার্বার্ট প্রতি মাসেই আমাকে ঠিক সময়ে চেক পাঠিয়ে দেয় এছাড়া আমার বাবাও আমার জন্য অনেক টাকা রেখে গেছেন। এছাড়া আমার গ্রেগ রয়েছে—তার আবার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি তার মা এবং সে আমার সন্তান—এ ছাড়া আর কোন বন্ধন আমাদের নেই। সে একজন চমৎকার ছেলে যা যে কোনো মাই কামনা করে। এর পরেও কি আমার কোনো স্বামীর দরকার আছে?"

জেরি একবার লরার এই গর্বোক্তি শুনেছিল। এই সই কথাগুলো তার মনে পড়ল যখন সে দেখল ঐ আকর্ষনীয় ভদ্রমহিলাটি গ্রেগের হাত জড়িয়ে ধরেছেন! জেরির নিজের মা বাবা প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছিল—মাত্র একবছরের তফাতে—এবং ওরা লেকওয়ার্থ ড্রাইভের কয়েকটা বাড়ীর পাশেই এক প্লাষ্টার করা বাড়ীতে থাকতো।

"আমি নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাতরাশ খাওয়ার ব্যাপারে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিনি?" লরা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন। তিনি একটি সাদা জামা এবং নীল ছোট স্কার্ট পরেছিলেন। এতে তাঁকে তাঁর আসল বয়স থেকে প্রায় চোদ্দ পনের বছর কম দেখাচ্ছিল। "হ্যাঁ, আমার জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি আমার প্রাতরাশ বাড়ী থেকেই খেয়ে এসেছি।"

"অন্ততঃ কিছু কফি খাও, এখনোও প্রচুর কফি রয়েছে"—গ্রেগ ফুটন্ত কফি পাত্রটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল।

"বেশ তাহলে মাত্র এক কাপই দাও। আমি কেবলমাত্র তোমাকে প্লেনে যাওয়া সম্পর্কে বলতে এসেছিলাম। গত রাতের বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কি তুমি পড়েছো?"

লরা গ্রেগের দিকে ফিরে কথা বলতে শুরু করলেন এবং তার সঙ্গে কোন কথা বললেন না বলে জেরি বেশ রেগে গেল। সে দ্রুতপায়ে রান্নাঘর থেকে

BanglaBook.org

বেরিয়ে, যেখানে ব্রিফকেস রাখা আছে তার পাশ কাটিয়ে হলঘরের মধ্য দিয়ে দ্রুত ওপরে উঠে গেল।

জেরি ভীষণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং চাদরে মুখ ঢাকলো। আজ ছিল তার দ্বিতীয় সুখের দিন, কিন্তু তাও দীর্ঘস্থায়ী হল না। কেন কেউ তাকে কাঁধ ধরে নিয়ে যায় নি? কেন কেউ তাকে চেয়ারে বসতে বাধ্য করে নি? কেন কেউ তাকে যৌনতার গোপন মন্ত্র ব্যাখ্যা করে নি? হয়তো তাকে কিছুই বলার ছিল না। হয়ত কেউ তাকে বলেনি একজন যেমন সূর্যোদয় দেখতে ভালবাসে তেমনি সে তার প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হতেও ভালোবাসে। হয়তো সে সক্ষম ছিল। হয়তো সে অক্ষম ছিল।

কিছু একটা করতে হবে এই ভেবে জেরি উঠে বসল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে লাগলো। সে পরাজিত হয়েছে এই ভেবে সে রেগে উঠলো। জাহান্নামে যাক্,—সে কখনও নিজেকে এক টুকরো কেক বা এক টুকরো বরফ ভাবেনি। বিয়ের আগে সে নিজেকে কখনও এত অসহায় ভাবেনি। চলন্ত গাড়ীতে তাকে আদর করা, ঘাসের ওপর শুয়ে ঘনিষ্ঠ চুম্বন —এ সবেরই অর্থই সে বুঝতো। যদিও সে পুরুষের এই ব্যবহারে অবাক হওয়ার ভান করতো। তবুও সে তাদের বিমুখ করতো না। অবশ্য সব সময়ের তা ঘটেনি। যেমনটা মার্টিন টাউনের ঐ ছেলেটার ক্ষেত্রে। যাই হোক সে কখনো কারও উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয় নি।

সে বিয়ের রাতে নিজেকে ভীষণ সাজিয়েছিল। সে জানতে চেয়েছিল যে সে ভালবাসা চায়—ভীতি নয়, নিষেধ নয়। যদি তার বড় বোন ম্যারিয়ন তার স্বামীর সঙ্গে যথেচ্ছভাবে প্রেম করতে পারে তাহলে সে তার স্বামীর সঙ্গেই বা পারবে না কেন? যদিও তারা দুজনেই অত্যন্ত কঠোরভাবে বাড়ীতে মানুষ হয়েছে।

কিন্তু তার কৌতূহল এবং আগ্রহ সব নিভে গিয়েছিল যখন সে দেখলো যে গ্রেগ অল্পেতেই হাঁপিয়ে ওঠে এবং যখন সে চিন্তা করল যে এই তার সারা জীবনের সঙ্গী হবে। তবুও সে দমে যায়নি, কারণ সে জানতো এটা সাময়িক। তার এই মনোভাব যেন গ্রেগ-এর কাছে প্রকাশ না পায় তার জন্য বিচক্ষণ স্ত্রী হিসেবে সে সব চেষ্টাই করেছিল। তবু তার মনের ভেতর থেকে এই চিন্তা চলে যায়নি।

এখন সে চিকাগো যাওয়ার আগে কটু মন্তব্য করে যাচ্ছে এবং সে একথাও বলে যাচ্ছে সে তার যদি গ্রেগকে পছন্দ না হয় তাহলে সে চিকাগো থেকে মেয়ে নিয়ে আসবে। ঠিক এই মুহূর্তে লরার এই চোখ ধাঁধানো আগমন ব্যাপারটার মধ্যে আরও তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে। তার মনের মধ্যে বিরক্তি আরও বেড়ে গেল। সে ভাবল, সে গ্রেগের কাছে দৌড়ে যাবে না, গ্রেগ যদি তাকে বিদায় জানাতে চায় তাহলে সে তার কাছে আসবে।

BanglaBook.org

জেরি, জেরি, তুমি কি ঘরের মধ্যে আছো ?

লরার গলা, লরার প্রাণ-জল করা গলার স্বর—ছেলেমানুষী পূর্ণ গলা।

দরজা সশব্দে খুলে গেল, লরা ঝড়ের বেগে ঘরে এসে ঢুকলেন।

"আরে। তুমি এখানে। সত্যিই আমি আমার ছেলের জন্য খুবই লজ্জিত। ও তোমাকে যাওয়ার আগে বিদায় জানালো না।"

"তাহলে সে চলে গেছে ?" জেরি তার দিকে ফিরে বলল।

বৃদ্ধা বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

"আমার মাথা খাও—তোমরা এভাবে ঝগড়া-ঝাঁটি কোরো না।"

জেরি দ্রুত উঠে দাঁড়ালো, ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেল, সে বুঝতে পারলো লরার উদ্দেশ্য কি।

"দোহাই লরা, আপনি জানেন··· ।"

"কিন্তু আমি কেমন করে জানবো ? গ্রেগ তোমার এবং তার সম্বন্ধে কোনো কথাই আমাকে বলে না।"

"তাই নাকি ?"

লরা মৃদু শব্দ করলেন, পাশের টেবিল থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলেন, ও আমাকে কিছুই বলে নি। তুমি আজ সকালেই এত ভেঙে পড়ছ কেন ?"

জেরি তার পোষাকটা খুলে ফেলল এবং লক্ষ্য করল লরা তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। লরা হঠাৎ জেরির নগ্ন দেহের দিকে তাকালো, তার চোখে আটকে গেল। জেরি চিন্তা করল তার শাশুড়ী নিশ্চয়ই তার সঙ্গে কিছুর তুলনা করছে—কিন্তু কার সঙ্গে ?

"তোমার চেহারাটাতো দারুণ। সত্যিই, গ্রেগ একজন সৌভাগ্যবান পুরুষ বলতে হবে।"

"হ্যাঁ সংক্ষেপে জেরি বলল।

"তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না যে আমার দেহ এখন ভেঙে গেলেও একসময়ে তোমার মতই ছিল।"

জেরি ড্রয়ারটা খুলল এবং ভাবতে চেষ্টা করল তার অন্তর্বাসটা কোথায় রেখেছে। সে চিন্তা করল লরা তাকে কোন বিষয়ে ব্যঙ্গ করছে কিনা। অথবা এমনিই এই সমস্ত কথা বলছেন। সে ভাবল। হয়তো ঐ ভদ্রমহিলাটি তাকে বলতে চাইছে না যে সে ঐ দেহ দ্বারা গ্রেগকে আকর্ষণ করতে পারে কিন্তু লরার মধ্যে যেটুকু স্ত্রী-সুলভ ভাব আছে তা জেরির মধ্যে বিন্দুমাত্রও নেই। জেরি অবশেষে ধীরে ধীরে তার পোষাকটা বার করল। তার গায়ের উজ্জ্বল গোলাপী রঙ্ ঝকমক করে উঠল। বর্তুলাকার স্তন দুটো লরাকে বিমোহিত করল। জেরি বুঝতে পারলো যে এটা নিছক ছেলেমানুষী হচ্ছে—তবু সে ধীরে ধীরে তার ব্রা এবং ছোট প্যান্টটা পরল।

সে তাকিয়ে দেখল লরা দরজার কাছে যাচ্ছেন—লরা বললেন, "গ্রেগ তো

BanglaBook.org

চলে গেছে, তোমার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে তুমি আমার কাছে থাকতে পারো। আমার মনে হয় এই প্রথমবার তোমরা একটা গোটা দিন আলাদা হয়ে থাকলে।"

"কিন্তু আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি। আপনার এই শিষ্টাচারের জন্য ধন্যবাদ।"

"আসলে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। আজ এতোদিন হয়ে গেল আমি এখনোও ভালো করে রাঁধতে পারি না। অথচ তুমি কি সুন্দর রান্না করো। তুমি কিছুদিন থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছ থেকে রান্না শিখে যাবো।"

জেরি সোয়েটার এবং স্কার্ট পরে দ্রুত পায়ে লরাকে অতিক্রম করে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে এলো, চিৎকার করে বলল যে তাদের সাক্ষাতের এখানেই ইতি।

"ঠিক আছে, আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, তা হল "এ্যালভার্স সার্ভের" ব্যাপারে তোমার কি মত?"

"কি বললেন,"—জেরি কথাটা আবার শোনার চেষ্টা করল। অবশেষে তার মনে পড়ল—গত সপ্তাহে একদিন ক্লাবে ফ্রান্সেস ঘরে। তাকে বলেছিলেন যে নিউইয়র্কের মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানী ডক্টর এ্যালভার্স কিছু প্রশ্ন কারিকে মার্টিন-টাউনে পাঠাচ্ছেন—উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তথ্যাবলী জোগাড় করে সামনের বছর তা প্রকাশ করা। যতজন মেয়েকে পারা যায় তত জনের নাম ফ্রান্সেস নথীভুক্ত করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটাই জেরির কাছে অত্যন্ত বাজে বলে মনে হয়েছিল এবং সে তার নাম লেখায় নি।

"তুমি কি এ ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাও না।" লরা প্রশ্ন করে।

"নিশ্চয়ই না"—

"তোমার কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হল! আমার সন্দেহ হচ্ছে কতজন মেয়ে এই সমস্ত প্রশ্নকারিদের সামনে তাদের মনের কথা খুলে বলবে। অবশ্য মরো ভদ্রমহিলাটির কথা আলাদা। তার সম্বন্ধে গ্রেগের কি ধারণা?"

জেরি একটুক্ষণ থামলো। "আমরা এ ব্যাপারে কোনো কথা বলিনি।" আরও অজস্র ব্যাপার আছে যার সম্বন্ধে সে এবং গ্রেগ কোনো কথা বলেনি। সে আরও একবার এই আধা-অদ্ভুত স্বামীটি সম্বন্ধে চিন্তা করল।

"বেশ, এমন কিছু কথা আছে বা এমন কিছু ঘটনা আছে—যা বলা যায় না বা করা যায় না, আচ্ছা, তাহলে আমি যাচ্ছি—"

"আপনি 'বলা যায় না' একথাটা বলতে কি বোঝাতে চাইছেন?" লরা ভ্রূ বাঁকিয়ে এবং মিষ্টি হেসে জেরির দিকে তাকালেন এবং বললেন, "দুষ্টু মেয়ে, সব কথাতেই অমন ফোঁস করে ওঠা উচিত নয়—যে যাই বলুক না কেন ঠিক আছে, পরে তোমাকে আমি ফোন করব।"

লরা দ্রুত পায়ে নেমে গেলেন এবং কথাগুলো জেরিকে যেন অপরাধী তৈরী করে দিলো, যদিও জেরির কোনো অপরাধ ছিল না।

BanglaBook.org

ম্যারিয়ন এক ঘণ্টা পর তাকে ডাকলো, বিকেল বেলা কাউন্টি ক্লাবে কাটানোর জন্য বলল, জেরি লাফিয়ে উঠল, এবং সে সুযোগ হাত ছাড়া করতে ভুললো না। "ম্যারিয়ন, গ্রেগ একটা ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে গেছে, যাই হোক, আমার গাড়ী আছে। তুমি কি ক্লাবে লাঞ্চ খেতে চাও?"

ম্যারিয়ন তন্দ্রালু অবস্থাতে বলল, নিশ্চয়ই, বাড়ীতে বসে লাঞ্চ খাওয়ার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই। যাওয়ার পথে তুমি আমাকে সাড়ে এগারোটা নাগাদ তুলে নিয়ে যেও, একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া যাবে।"

ছোট মেয়েরা যেমন সার্কাস দেখতে যাওয়ার নাম শুনলে উত্তেজনা অনুভব করে, তেমনি জেরির মন থেকে গ্রেগ এবং লরার বোঝা বেশ কিছুটা হাল্কা হলো, সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকল। সে ব্রাশ দিয়ে মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো করতে লাগলো, তার মধ্যে যে নতুন শিহরণ এসেছে তার জন্য সে অবাক হলো। প্রথমদিকে সে রেগে গিয়েছিল কিন্তু এখন তার মন আনন্দ-পূর্ণ। যাক, সে তাহলে মরে যায় নি। সে তো ভেবেছিল তার দেহটা গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরী এবং সে সংবেদনশীলতা শূন্য। এই রকম চিন্তা আগে তার মাথায় এসেছিল কিন্তু এখন নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে সে তা ভুলে যেতে চাইছে। শুকনো তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে মুছতে সে গ্রেগ এবং লরার কথা ভাবছিল। গ্রেগ চায় আমি প্রতিদিন টাটকা গোলাপের মতো তার প্রতীক্ষায় থাকবো—লরা তাঁর চোখ দিয়ে সর্বদা আমাকে নিরীক্ষণ করতে চান —জাহান্নামে যাক। ভালোবাসাকে যদি শ্বাসরোধ করা হয় তাহলে আমাকেই দায়ী হতে হবে কেন?

সত্যিই কি আমার কোন দোষ আছে? হয়তো আমি যা ভাবছি, তার চেয়ে বেশী উন্মাদনা আমার আছে। হতে পারে—আমার মধ্যে কামনা থাকা সত্ত্বেও আমি গ্রেগকে দেখলে সিঁটিয়ে যাই।

এই সকালে জেরি দ্বিতীয়বার সাজ-পোশাক পরল এবং এই রকম অদ্ভুত চিন্তা করার জন্য নিজে লজ্জিত বোধ করল। কেউ যখন একটা লোককে বিয়ে করে তখন তার মধ্যে থাকে বিশ্বস্ততার আভাস। বিয়েটা একটা ছেলেখেলা নয়, আগের মুহূর্তগুলোতে তার মধ্যে যে সব চিন্তা ঢুকেছিল তার জন্য সে ভ্রূ কুঁচকে ফেলল। তার মধ্যে চিন্তা হল এমন এক জনের কথা যার সঙ্গে আজ সে ক্লাবে যাবে এবং তাকে তার সঙ্গে প্রেম করতে দেবে।

আজকে যে পোশাকগুলো পরবে তার দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ চমকে গেল। কারণ, সে যে ব্লাউজটা পরেছিল তার গলাটা এত নীচু যে ব্রাটা দেখা যাচ্ছিল আর সেইজন্য গ্রেগ ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলেছিল।

তবুও সে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে নি। আজকেই সে ওটাকে পরবে এবং যখন ইচ্ছে হবে তখন পরবে। সে প্রমাণ করে দেবে যে এটা পরলে তাকে মোটেই নীরস মেয়ে বলে মনে হবে না।

BanglaBook.org

তিন

ম্যারিয়ন তার বারান্দার সামনে জেরির জন্য অপেক্ষা করছিল ঠিক এই সময়ে জেরি গাড়ী চালিয়ে এলো, হাত নাড়লো। ম্যারিয়ন প্রত্যুত্তরে হাত নাড়লো, সিগারেটটা অবহেলা ভরে ফেলে দিলো এবং দ্রুত পায়ে মোটরটার দিকে এগিয়ে গেল। এই দুই বোনের মধ্যে অদ্ভুত বন্ধুত্ব ছিল, যদিও তাদের ব্যক্তিত্ব পরস্পর বিরোধী। দুজনের মধ্যে জেরিকে দেখতে সুন্দরী এবং সে ভালোভাবেই জানতো যে সে এই শহরে তার উষ্ণতা এবং চাউনির জন্যে বিখ্যাত ছিল। সে খুব ভাল রান্না করত। বাড়ী ঘরও ভালোভাবে গুছিয়ে রাখতো, তবু সে নিজের সম্বন্ধে খুবই উদাসীন ছিল। অপরপক্ষে, ম্যারিয়ন এই শহরে সবচেয়ে বেশী দৃঢ়চেতা মেয়ে ছিল, জেরির চেয়ে পাঁচ বছরের বড়, যদিও তাকে বিশেষ ভালো দেখতে ছিল না। তবু সে একজন ভালো রাঁধুনি হিসেবে শহরে নাম করেছিল আর সে জেরির কাছে এজন্য অনেকবার গর্ব করেছে।

"কি খবর!"—বলতে বলতে সে জেরির পাশে এসে বসল, তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। গ্রামের মেয়ের মতো জামা না পরার জন্য জেরিকে বিশেষ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

"মেরিলিন মনরো নিশ্চয়ই তোমার চোখ দুটো উপড়ে তুলে নেবে। সত্যিই তোমাকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে—কি ব্যাপার বলো তো?"

"তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন আমি সব সময় চটের বস্তা পরে থাকি।"

ম্যারিয়ন তার পা-দুটো আড়াআড়ি করে সিটের উপরে রাখলো। 'না, না, তোমার এমন সুন্দর চেহারাকে তুমি বস্তা পরতে যাবে কেন? এই পোশাকটা সত্যিই তোমাকে দারুণ মানিয়েছে। এই ব্যাপারে গ্রেগ তোমাকে কি বলেছে?

জেরি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ সে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলতে লাগলো। জেরির মনে হলো সকাল বেলার সেই ঘটনাগুলো ম্যারিয়নকে খুলে বলে। ম্যারিয়ন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, অন্ততঃ চুপচাপ তার কথাগুলো শুনে যাবে। জেরি বলল যে সে গ্রেগের ভালোবাসা ফিরিয়ে দিতে অসন্তুষ্ট, তখন ম্যারিয়ন হেসে উঠল এবং বলল, "তোমার কথাগুলো নতুন বৌ-এর মতো শোনাচ্ছে। ভালোবাসাকে ঠিক গুছিয়ে নিতে হয় ঠিক যেমন একজোড়া নতুন জুতোকে ঠিকঠাক করতে হয়।" এ ব্যাপারে হয়তো আর কিছু বলার ছিল না তবু সে আরও কিছু বলতে চাইল।

BanglaBook.org

"ম্যারিয়ন—" ছাতার ওপর চোখ রেখে সে ধীরে ধীরে বলল।

"হুঁ"—

"আমার প্রশ্ন শুনে হেসো না যেন।"

"আমি গত ১৭৭৬ সাল থেকে হাসছি"—

"আচ্ছা ম্যারিয়ন—বিবাহিত জীবনে যৌনতার প্রয়োজন কতখানি? তার বড় বোন চুপচাপ কথাগুলো শুনে গেল।

"না, না, আমি বুঝতে পারছি আমার কথাগুলো তিন বছরের মেয়ের মতো শুনতে লাগছে।" জেরি খুব দ্রুত বলে গেল, "কিন্তু তিন বছরের মেয়ের মতো চিন্তাই আজ আমার মাথায় লাগছে, ঠিক যেন এই মাত্র আমার ঘুম ভাঙলো এবং আমি চারিদিকে তাকালাম।" খুব ধীরে ধীরে সে বলল, "আমি নিশ্চয়ই নিরুত্তাপ মেয়ে, তাই না ম্যারিয়ন?"

"কি সব যাচ্ছে বকছো"—

"কিন্তু এটাই আসল ঘটনা। তুমি এবং আমি উভয়েই যখন বড় হয়েছিলাম তখন আমাদের এই ধারণাই ছিল যে একটা ছেলেকে চুম্বন করা থেকেই আমাদের মানসিক প্রস্তুতি শুরু হবে। কিন্তু তুমি তা প্রথমে বিশ্বাস করনি। আজ তুমি হার্ভেকে ভোগ করছ—তার সম্বন্ধে কোনো ভীতিই তোমার নেই।"

"ঐ বিশাল চেহারার অধিকারী হাল্‌বেরী যেন এর মতো গ্রেগকে তুমি ভয় পাও।",

"আমি ভয় পাই না কিন্তু আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। অবশ্য সব সময়ে নয়। যখন সে আমাকে স্পর্শ করে, আমাকে চুম্বন করে তখন আমি তার সঙ্গে বন্য মেয়ের মতোই বাধাহীন ব্যবহার করি—কিন্তু যখন আমরা বিছানাতে একত্র থাকি, তখন আমি কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারি না। সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপারটা হল এটাই। আমি জানি এটার কোনো অর্থ নেই, এটা পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়। আমি তাকে সত্যিই ভালোবাসি, সে অত্যন্ত দয়ালু এবং ভদ্র। সে তখনই রেগে যায় যখন আমার দিকে চায় এবং দেখে সে আমাকে একটা মৃত দেহের মতো দেখাচ্ছে। ও তখন উন্মত্ত হয়ে যায়, আমিও উন্মত্ত হয়ে উঠি আমরা দুজনেই উন্মত্ত হয়ে উঠি।"

ম্যারিয়ন তবুও বাধা দিল না। জেরি থামলো এবং আবার বলতে শুরু করল "আমাদের বিয়েটা খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যাবে। হয়তো আজ না, হয়তো একমাস পর নয়- তবু এভাবে দীর্ঘ দিন চলতে পারে না।"

"একটা ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো ও আজ সকাল বেলা চলে গেছে।"

"তাই নাকি।"

ম্যারিয়ন একটা সিগারেট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "তাহলে তুমি আমার কাছ থেকে কি চাও?"

BanglaBook.org

"সেই গোপন চাবিকাঠিটা চাই, যার সাহায্যে আমি এই সব কিছু পরিষ্কার করে ফেলতে পারি। তুমি কি ভাবো যে আমি খুব খেয়ালী? আমিই কি এই পৃথিবীতে একমাত্র মেয়ে যার এই সমস্যা আছে? তুমি কি কখনো সিঁটিয়ে গিয়েছিলে, উদ্বিগ্ন হয়েছিলে অথবা ভয় পেয়েছিলে যখন হার্ভে তোমাকে ভালোবাসতে এসেছিল?"

"শান্ত হও জেরি। আর এতো জোরে গাড়ী চালিও না। সামান্য গ্রেগের জন্য একটা টেলিফোনের খুঁটিকে ধাক্কা মারা আমার মোটেই পছন্দ নয়।"

জেরির মুখের চেহারা নিমেষের মধ্যে বদলে গেল, সে তার বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল সে কি বলতে চাইছে।

"তুমি আসলে কি বলতে চাইছো?" জেরি বলল।

"না, না, আমি তেমন কিছু বলতে চাইনি। আমি জানি এটা তোমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে তুমি গাড়ীটাকে এমনভাবে চালাও যাতে ওটা রাস্তার উপরেই থাকে।"

'না' তুমি একটু আগে গ্রেগের ব্যাপারে কি বলছিলে যেন?"

"দ্যাখো তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি এমন কোনো কথা বলি যা তোমাকে দুঃখ দিতে পারে। তুমি তো জানো যে আমি তোমাকে কত ভালোবাসি।"

'তাহলে তুমি মনে কর যে আমার মধ্যে কামনা বলে কিছু নেই?"

"তুমি বারংবার ঐ কথাটা ব্যবহার কোরো না" ম্যারিয়ন বাধা দিয়ে বলল, "মানুষ কখনও কামনাহীন হতে পারে না।

"তুমি তাহলে বলতে চাইছো যে আমি গ্রেগের জন্য এরকম হয়ে গেছি।"

আমি যা বলতে চাইছি তা হল তুমি নিজের সম্বন্ধে কখনও এরকম চিন্তা করবে না। এ রকম করার অর্থ হল মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা," জেরির উরুদেশে হাত রেখে সে শান্ত স্বরে বলল, "যৌনতার আবর্তনে নিজেকে কখনও হারিয়ে ফেলো না। তোমার আগে অনেক মেয়ের কপালেই এরকম ঘটেছে। তুমি কি ভাবছো যে হার্ভের প্রতিবার নাক সিঁটকানিতে আমি রেগে যাই? না, মোটেই আমি তা করি না, কারণ আমি জানি যে বিবাহের আনন্দটা জীইয়ে রাখতে গেলে এসব সহ্য করতেই হবে। ঠিক তুমি যেমন চাও যে তোমার স্বামী যত টাকা আয় করছে তা সবটাই খরচ হয়ে যাক।"

"তুমি এমন ভাবে কথাগুলো বলছ যে ব্যাপারটাকে খুব সোজা মনে হচ্ছে।"

"তুমি যদি এটাকে তেমন গুরুত্ব না দাও তাহলে এটা খুবই সোজা। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, অনেক বছর আগে কুনফুসিয়াস বলেছিলেন, "বিশ্রাম কর এবং উপভোগ কর।" দেখ, আমরা ক্লাবের সামনে এসে গেছি। মনকে এত ভারাক্রান্ত করে রেখো না, মনে রেখো আজ দারুন দিন।"

মার্টিন টাউন কাউন্ট ক্লাবের সদস্য হওয়া একটা বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ

BanglaBook.org

ব্যাপার। এটা খুবই পরিষ্কার ব্যাপার যে ম্যারিয়ন এবং হার্ভে শেলডনের সিনিয়র মেম্বার শিপ ছিল। হার্ভে ছিলেন মার্টিন টাউন হাউওয়ার মার্চের জেনারেল ম্যানেজার এবং মাসিক বেতন ছিল অনেক টাকা। গ্রেগ হালিস্টার পাশের শহরের একটা প্রসাধন সামগ্রীর কারখানার জনসংযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিল এবং তার আয় হার্ভে'র তুলনায় যথেষ্ট বেশি ছিল। সে জেরির পূর্ণ সম্মতি নিয়েই ঐ ক্লাবে জুনিয়র মেম্বার শিপ নেয় কারণ জেরি চাইতো। তার টাকা জমুক।

এর ফলে ক্লাবের মধ্যে জেরির জনপ্রিয়তা কমে যায়নি। যখন সে গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে একবার-দু'বার ক্লাবে আসতো তখন প্রায় সব তরুণী বিবাহিত মেয়েরা তার কাছে এসে ভীড় জমাতো। জেরিকে সবাই ভালবাসতো। সে সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছিল, সে আদৌ কুৎসা রটনা পছন্দ করতো না। তার সঙ্গে এক স্বাস্থ্যবান যুবকের ঠিক উপযুক্ত সময়েই বিয়ে হয়েছিল।

ফ্রান্সেস মরো, জোড পীক, ইরিস গ্রাহাম, এই সব তরুণী বধূদের জেরি খুব ভালোবাসতো, তারা কখনও বড় বড় শহর সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলত না। তারা সব সময়েই স্নান করার পোশাক পরে থাকতো এবং জেরি আর ম্যারিয়নকে আসতে বলত।

জেরি ম্যারিয়নকে অনুসরন করে ডাইনিং রুমের মধ্যে প্রবেশ করল। যদিও তাকে গ্রেগ ভালো নজরে দেখতো না তবুও সে এখানে এসে বেশ স্বস্তি পেল, কারণ তাকে এখানে আদৌ অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে না।

"এখন দেখো না" লম্বা মেনুটার দিকে তাকাতে তাকাতে ম্যারিয়ন অস্ফুট স্বরে বলল, "তোমার জামার পেছনটা যে কিছুটা ছিঁড়ে গেছে তা কি ও দেখতে পায় না?

কথাটা শুনে জেরি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল। ধীরে ধীরে সে চোখ দুটোকে ঘুরিয়ে ডাইনিং রুমের অপর দিকে দিয়ে এলো। সে তাকে দেখতে পেলো। সে যে জেরির দিকে তাকিয়ে ছিল তা সে মোটেই গোপন করে নি। এবং সে তাকিয়ে আনন্দ পাচ্ছিল বলেই মনে হল।

"লোকটা নতুন মনে হচ্ছে, তাই না?

"হ্যাঁ, তিন চার দিন আগে এসেছে মনে হচ্ছে। ও সাতাশ বছরের কম বছরে কম বয়সী যে কোনো মেয়ের দিকেই তাকিয়ে থাকে। আমি নিজে তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি কিন্তু আমার মনে হয় ও আমাকে লক্ষ্য করেনি।"

"ম্যারিয়ন, তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন তুমি চাও-ও আমার দিকে তাকাক।"

"এটাই বোধ হয় তোমার এবং আমার মধ্যে তফাত, তাই না। এমন সময় ছিল যখন আমি অনেকের সঙ্গেই প্রেমের অভিনয় করেছি। যাক, চিকেন স্যালাডটা কেমন লাগবে?

BanglaBook.org

লোকটা ফাঁকা বারের মধ্যে কাজ করছিল এবং তখনও তাকাচ্ছিল। জেরির প্রথমে দেখেই মনে হল যে লোকটা শয়তান। লোকটা বেশ লম্বা,। বয়স গ্রেগের মতই হবে। লোকটার চেহারার মধ্যে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। ওর চোখগুলো কালো এবং মর্মভেদী আর চুলগুলো অদ্ভুত কালো। কিন্তু লোকটার মধ্যে ভীতিজনক এমন কিছু আছে যা জেরিকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল।

"জেরি, ওয়েটারস এসেছে, তুমি কি খেতে চাও না।"

"অ্যাঁ। হ্যাঁ, তুমি কি খাবে? আমার কিন্তু বেশী খিদে নেই।"

ওয়েটারস চলে যাওয়ার পর জেরি ইচ্ছে করে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল এবং মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, "লোকটা কি এখনও তাকিয়ে আছে।"

"না আর দেখছে না, তবে সে এদিকেই আসছে।"

সে মনে মনে তার পাশে লোকটার উপস্থিতি অনুভব করল। সে শুনতে পেলো লোকটা বলছে, "আপনাদের সঙ্গে আগে আলোপ হয়নি বলে আমি দুঃখিত। লাঞ্চ খাওয়ার আগে কি আপনারা ককটেল নেবেন?"

জেরি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে লোকটার দিকে তাকাতে চেষ্টা করল।

"না, মানে—" সে বলতে শুরু করে থেমে গেল।

ম্যারিয়ন যে ঘরের মধ্যে আছে সে ব্যাপারে লোকটা আদৌ ওয়াকিবহাল ছিল না, তার ভাবটা এমন যেন সে আর জেরি ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই, লোকটা এমনভাবে কথাগুলো বলল মনে হল যেন সে জেরির ব্রা কে কথাগুলো বলল,।

"আমাদের কারোরই দরকারই নেই"—ম্যারিয়ন ব্যাপারটা লক্ষ্য করল, এটাও দেখল যে জেরি লজ্জা পেয়ে গেছে।

লোকটা খুব ধূর্তভাবে মাথা নাড়ল।

"আপনাদের যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে ডাকবেন—আমি কাছেই আছি।"

সেই লোকটা বারের কাছে ফিরে গেল। ম্যারিয়ন এই ব্যাপারটাতে বেশ মজা পেল আর জেরি রেগে গেল।

রাগের মাথায় জেরি বলে উঠল, "লোকটা নিজেকে কি ভাবে? মনে হয় যেন একটা বাজে সিনেমার নায়ক।"

"শান্ত হও জেরি, অত তাড়াতাড়ি রেগে যেও না" ম্যারিয়ন বলল।

"তার মানে, তুমি কি বলতে চাও?"

"আমি বলতে চাই যে তুমি একটু আগেই বলছিলে যে তুমি এক টুকরো বরফের মতো। দোহাই তোমার, তুমি অত তাড়াতাড়ি গলে যেও না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে ব্যাপারটা তোমার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে।"

BanglaBook.org

ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর। আমি আদৌ চাইনা যে কেউ আমার দিকে এমনভাবে দেখুক যেন আমি কেনেল ক্লাবের প্রথম পুরস্কারটা জিতেছি।"

কথাটা জেরি বেশ জোর দিয়েই শুরু করেছিল কিন্তু শেষ করতে গিয়ে সে যেন খানিকটা হাঁফিয়ে উঠল। লোকটার দিকে আর না তাকিয়ে জেরি একমনে স্যালাড খেয়ে চলল। জেরি বুঝতে পারলো যে সে এখনও তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ম্যারিয়ন খাওয়া শেষে উঠে দাঁড়লো এবং স্নান করার পোশাক যেখানে রাখা আছে সেদিকে যেতে যেতে জেরিকে জিজ্ঞেস করল সে যাবে কি না।

জেরি সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়লো।

ওরা যখন দরজার দিকে যাচ্ছিল লোকটা তখনও ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল জেরি এক মুহূর্তে লোকটার দিকে তাকালো, চোখ কটমট করে বলতে চাইলো যে লোকটা যেন তার দিকে না তাকায়।

কিন্তু লোকটা এমনভাবে তাকালো, মনে হল যেন বলল সে আবার তাদের মধ্যে দেখা হবে। এবং লোকটা কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাট না করেই জেরিকে চায়। জেরি তাকে মোটেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

চার

পোশাক ঘরে ঢুকে জেরি দেখলো তার বোন ব্রা এবং কোমরের দড়ি আলগা করে খুলে ফেলছে, এসব দেখে জেরি একদম হাঁ হয়ে গেল। জেরি কখনও তার বোনের এই বিদেশী মার্কা চেহারা দেখেনি। এই চেহারাটা কেমন যেন থলথলে। এক সময়ে ম্যারিয়নের বুক খুব লোভনীয় ছিল,। কিন্তু এখন যেন কেমন শিথিল। (আগে ম্যারিয়ন প্রায়ই বলতো যেই, "আমি জানি আমাকে দারুন দেখতে নয় কিন্তু আমার স্তন দুটো অস্বাভাবিক। আমার জীবনটা সম্পূর্ণ অন্য রকম হত যদি আমার এই স্তনদুটো সোয়েটারের মধ্যে থেকে দেখা না যেত।) ওর নিতম্ব আর থাই দুটোও আকর্ষনীয় ছিল। জেরি ভাবলো সত্যিই ম্যারিয়ন তার স্বামীকে পেয়ে আজ সুখী। তবুও চেহারার দিকে প্রতি মুহূর্তে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার মতো কিছু নেই।

"গ্রেস পোর্টারের দিকে একবার তাকিয়ে দেখা।" ম্যারিয়ন তার স্নান করার পোশাক পরতে পরতে মৃদু ভাবে বলল,। সে এই একইভাবে ঐ বারের লোকটার সঙ্গে কথা বলছিল। বিকিনি স্যুট যদিও আজকাল পুরোনো হয়ে গেছে তবু একথা গ্রেসের বেলাতে খাটে না। আইনে দেহের যতটা দেখানোর কথা আছে গ্রেস তার প্রতিটি ইঞ্চি দেখাতে মোটেই ভুল করে না।

BanglaBook.org

আসল ব্যাপারটা হল স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বন্ধু প্রেন তার দিকে আয়নার মধ্যে দিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। বিকিনি পরার তুলনায় তার পোশাক পর্যাপ্ত ছিল, তবু সে সুইমিং পুলে সবার নজর কাড়তে পেরেছিল ক্লিপ্ট হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেও ও অন্যান্য দিনের মতো অনায়াসে জলের মধ্যে ঝাঁপ দেয়।"

"ক্লিপ্ট কে ?"

"ঐ বারের লোকটা। ও মনে করে যে ঐ লোকটা তার দিকে এগিয়ে আসবে এবং ও ধরা দেবে। আসলে আমার মনে হয় আমরা সব মেয়েরাই শয়তান, তাই না ? যেমন, তোমার দিকেই তাকিয়ে দেখো না—

ম্যারিয়ন তার বোনের বিবস্ত্রা দেহটার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল। জেরি আবার লজ্জা পেল এবং তার স্নান করার পোশাকটা তাড়াতাড়ি পরার চেষ্টা করল। এতদিন পরও যে জেরির চেহারার মধ্যে যে এমন বাঁধন রয়েছে তার জন্য জেরিকে সে প্রশংসা করল। জেরি এই মুহূর্তে তার দেহ সম্বন্ধে এত প্রশংসা শুনে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। এই দেহটার দিকেই কয়েক মিনিট আগে বারের ঐ লোকটা হাঁ করে তাকিয়েছিল।

তারা দরজা পেরিয়ে সুইমিং পুলের ধারে রাখা চেয়ার গুলোর দিকে এগিয়ে গেল। ম্যারিয়ন তার স্নানের পোশাক সম্বন্ধে যথেষ্ট হুঁশিয়ার, তার পা ও থাই দুটো সত্যিই আকর্ষনী লাগছিল, পোশাকটা তার কোমরের ওপর ওপর চেপে বসে দেহের প্রতিটি রেখাকে পরিস্ফুট করে তুলেছিল।

তারা যখন খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল ম্যারিয়ন তাকে আজ রাতের একটা পার্টি সম্বন্ধে বলল। হার্ভের অফিসের কিছু লোকের আজ আসার কথা আছে। ম্যারিয়ন তাকে তার বাড়িতে পানাহার করার কথা বলল। জেরি তার বোনের প্রস্তাব সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল, হঠাৎ তার চোখ গেল ত্রিশ ফুটের মতো দূরে কাঁচের দরজার ওপাশে ঐ বারের লোকটার দিকে। লোকটা তখনও ওর দিকে দেখছিল। সে সাদা পোশাক পরে বারের কাছে দাঁড়িয়েছিল। এবং ভাবছিল কখন ওরা ফিরে আসবে।

"দাঁড়াও ম্যারিয়ন, আমি এখুনি আসছি।" জেরি দ্রুত এবং খসখসে গলায় বলল।

'আরে, জেরি যে" ঠিক তখন ফ্রান মরো জেরিকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো। ফ্রান তাদের দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। ফ্রানের বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। তার স্বামী মার্টিন টাউনেয় একটা সিনেমা হলের মালিক। ফ্রান্সের পোষাক খোলায় বিশেষ আসক্তি আছে, এছাড়া সে একটু আধটু সমাজ সেবাও করে থাকে। সে বলল, "এ্যালভার্সের ইন্টারভিউ এর ব্যাপারটা কি হল ?

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, ও ব্যাপারে আমি আদৌ চিন্তা করি না। আমার এই নিষ্প্রাণ জীবন সম্বন্ধে কারও কৌতূহল থাকবে না বলেই মনে হয়।"

ফ্রান বাধা দিয়ে বলল, "তুমি এমনভাবে কথাগুলো বললে, মনে হল যেন ঐ সব লোকগুলো কি জিজ্ঞাসা করবে সে সম্বন্ধে আমি তোমাকে একটা লম্বা বক্তৃতা দিলাম। এই ব্যাপারটা কেবল মাত্র তথ্য সংগ্রহ করা। ওরা মনস্তত্ত্ব-বিদ এবং লোক ওরা ভালোই। ওরা কেবল কতকগুলো মামুলী প্রশ্ন করবে—কে কি করে, না করে এবং এসব শেষ হতে, আমার মনে হয়, এক আধ ঘণ্টাও সময় লাগবে না। আর তাছাড়া বইতে তোমার নাম মিসেস এক্স বলেই ছাপা হবে। তোমার সব উদ্দীপনা এত তাড়াতাড়ি নিভে গেল কেন? হয়তো তুমি এমন কোনো তথ্য দিতে পারো যা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে।"

"তাই নাকি, আমার রক্তে কিন্তু এখনো যথেষ্ট উচ্ছ্বাস আছে। আগামীকাল সর্বপ্রথম আমিই ইন্টারভিউ দেব।" ম্যারিয়ন বলে উঠল।

"আচ্ছা, তুমি তো একথা আগে বলনি?" জেরি জিজ্ঞাসা করল।

ফ্রান জেরিকে চেয়ারের উপর বসিয়ে দিয়ে তার হাতলে বসল এবং হাসতে হাসতে বলল, "আমি ওকে কিছু জিনিস বিক্রী করেছিলাম। ও ডোরেন ব্রিডিং-এর সামনে আগামীকাল ঠিক দশটায় অপেক্ষা করবে—তাই না জেরি? আমি কিন্তু এগারোটার সময়ে যাবো। আমি যদি তাড়াতাড়ি যাই তাহলে মার্টিন টাউনের সকলে সন্দেহের চোখে দেখবে। অবশ্য জেরির কথা আলাদা। তাই না?"

ত্রিশ ফুট দূর থেকে বারের ঐ লোকটা তখনও লক্ষ্য করছিল। জেরি ঠিক করল আগামী কাল ফ্রানের সঙ্গে বিকেলটা কাটাবে, কারণ তার হাতে করার মত কোন কাজই ছিল না। জেরি তখন ঐ লোকটা সম্বন্ধে ভাবতে লাগল।

জেরি অন্যমনস্ক হয়ে ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছে এবং প্রায়ই গ্রেগের কথা তার মনে হচ্ছিল। সামনের বড় ঘড়িটাতে এখন দুটো বেজে পনেরো মিনিট। গ্রেগ নিশ্চয়ই এতক্ষণে চিকাগো এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছে। হোটেলে ঢোকার পর তার প্রথম কাজটা কি হবে? তার আবার মনে হল যে গ্রেগ যদি তাকে সত্যিই ভালবাসতো তাহলে সে নিশ্চয়ই তাকে চিকাগো নিয়ে যেতো। সে একবার এ ব্যাপারে ক্ষীণভাবে গ্রেগকে জিজ্ঞাসাও করেছিল, যদি সে তাকে নিয়ে যায়। কিন্তু তাকে গ্রেগ বলেছিল, ব্যবসার ব্যাপারে সে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবে, তার ফলে সম্মেলনের দশ দিন জেরির কাছে খুব খারাপ লাগবে। সে আসলে কায়দা করে জেরিকে কাটাতে চেয়েছিল কারণ সে একাই যেতে চেয়েছিল। তাই জেরি তাকে আর অনুরোধ করেনি। এখন সাঁতার কাটতে কাটতে সে বুঝতে পারলো না কেন সে তার ওপর এত বিরক্ত হয়। হয়তো সে সম্মেলনে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গ লাভ করতে চায় এবং রোমাঞ্চকর দিনগুলো

BanglaBook.org

কাটাতে চায়।

সে মানস পটে দেখতে পেলো—গ্রেগ হোটেলে বসে রয়েছে এবং পাশের ঘরের মণিকা কোরেলের সাথে কথা বলছে। চলে এসো, দুজনে কিছু গল্প করা যাক।" মণিকা তার বাঁকা চোখের পাতা পিটপিট করে সোজা তার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং তার চোখে মুখে একটা চাপা খুশির আমেজ। মণিকা হল এনটেনডেন্স কোলোন-এর বিক্রয় প্রতিনিধি। সে দ্রুত কথা বলে। চেহারাটা আকর্ষণীয় এবং দেখতেও ভালো। জেরির সঙ্গে তার কয়েকবার দেখা হয়েছে সে অত্যন্ত বিনয় দেখিয়েছে। এক ঘর অতিথির মধ্যেও সে দ্রুত গতিতে কথা বলতে পারে। "আমার মনে হয় যৌনতার কোনো সামাজিক তাৎপর্য নেই, ওটা অনেকটা দাঁত মাজার মতো ব্যাপার।" ও একদিন বলেছিল।

তাই গ্রেগ ওকে আমন্ত্রণ জানাল এবং সে দৌড়ে এলে (হ্যাংলার মতো)। সে মণিকাকে চুম্বন করল কারণ তার বৌকে চুম্বন করলে সে কুঁচকে যায়। অবশেষে সে তার পোশাক খুলতে শুরু করল। এমন কি যেখানে চেনটা আটকে গেল মণিকা সেখানে তাকে খুলতে সাহায্য করল। মণিকা ভাবলো প্রেমিক হিসেবে গ্রেগ দারুণ। উত্তাপ পূর্ণ এবং সোজা এবং মণিকা গ্রেগের আহ্বানে এমনভাবে সাড়া দিলো যে গ্রেগ অবাক হয়ে গেলো এই ভেবে, তার ইঁদুর ছানার মতো ভীরু একটা ছোট্ট বৌ আছে।

গ্রেগ চিকাগোতে রয়েছে।

জেরি জলে সাঁতার কাটতে লাগলো—তার চোখ থেকে রাগ এবং আতঙ্ক দুটোই ঝরে পড়ছে। সে সাঁতার কাটতে কাটতে পুলের ধারে পৌঁছে গেল। যেই সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল তখন ঐ বারের লোকটা হাসিমুখে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো।

ঐ বারের লোকটা। যার নাম 'ক্লিন্ট,—সে হাসছে আর জেরির দিকে হাত বাড়িয়ে বলছে, "তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও"—

জেরি তার হাত ধরল এবং ভিজে সপসপে অবস্থায় উপরে উঠে এসে তাকে ধন্যবাদ জানাতে গেল। কিন্তু ঐ লোকটা তাকে বাধা দিয়ে বলল, "আমার নাম ক্লিন্ট, ভদ্রমহোদয়া—তোমার যদি কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে নির্দ্বিধায় তা আমার কাছ থেকে চাইতে পারো।"

"তোমাকে ধন্যবাদ, না, আর কিছু প্রয়োজন নেই"—জেরি ঠান্ডা গলায় বলল, তোয়ালেটা তার হাত থেকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

"তোমার যদি কিছু দরকার হয় তাহলে বোলো, আমি কাছেই আছি।" ক্লিন্ট উৎসাহ ভরে বলল।

রাত নটার সময় জেরি ম্যারিয়নকে ফোন করে বলতে চাইল যে সে পার্টিতে যোগদান করতে পারছে না। ক্লাব থেকে ফেরার পরই তার অসহ্য মাথা ব্যাথা

BanglaBook.org

শুরু হয়েছে এবং সেজন্য সে যেতে পারছে না। এ্যাসপিরিন, গরম চান ইত্যাদির পরও তার মাথার যন্ত্রণা রয়ে গেছে। সে গ্রেগকে চিকাগোতে পেঁছেই টেলিগ্রাম করতে বলেছিল কিন্তু সে তা করেনি। তাই জেরি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। নটা পাঁচ মিনিটে লরা ফোন করে জানতে চাইলো গ্রেগ কোনো টেলিগ্রাম দিয়েছে কিনা। জেরি তখন যতটা সম্ভব ভদ্র ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু গ্রেগের প্রতি তার রাগ থাকার জন্য সেটা লরার ওপর ও গিয়ে পড়ল। কথাবার্তা হঠাৎ যেন থেমে গেল। যাই হোক জেরি অবশেষে নটা দশ মিনিট নাগাদ হার্ভেদের বাড়িতে যাবে বলে ঠিক করল।

রাস্তার মোড় ঘোরার সময়ে সে দেখল শেলডনদের বাড়িতে আলোক সজ্জা করা হয়েছে। এতটা জাঁকজমক, এতটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ভাবতে পারে নি জেরি, এ্যাডোনিস-এর মতো হার্ভে বেশী কথা বলতো না। কিন্তু তবু সে সব সময়ে হাসিখুশী থাকতো হার্ভে দেখলো সামনের গেট খুলে যাচ্ছে। সে দৌড়ে বারান্দাতে এলো যখন জেরি গাড়িটা পার্ক করছিল।

"কি ব্যাপার, তোমার এতো দেরি কেন?"

"দুঃখিত হার্ভে" জেরি হাসতে হাসতে বলল এবং তার দিকে এগিয়ে গেল "টেলিফোনের জন্য আসতে পারিনি"—হার্ভের শঙ্কাহীন আলিঙ্গনে নিজেকে ছেড়ে দিতে দিতে বলল। যদিও গ্রেগ এটা ঘৃণা করে। হার্ভে জেরির নিতম্বে মৃদু আঘাত করলো। যদিও জেরি হার্ভেকে এতটা স্বাধীনতা দিতে চায়নি তবু সে এই ব্যাপারে ততটা লজ্জা পেল না।

"ও তোমাকে আগের চেয়ে আরও কামনাময়ী দেখাচ্ছে। হার্ভে উৎসাহ নিয়ে বলল "আমি যদি তোমার স্বামী হতাম তাহলে তোমাকে কখনোও দৃষ্টির বাইরে যেতে দিতাম না।"

"ব্যাস, যথেষ্ট ভালোবাসা হয়েছে, এখন চলুন বাড়ীর লোকজনদের কাছে যাওয়া যাক"—জেরি হার্ভের হাতের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে বলল।

জেরি অতিথিদের প্রায় সকলকেই চিনতো। তাই সে সকলের সঙ্গেই কথার ফুলঝুরি ছোটাতে লাগলো। কিন্তু তার মনটা সব সময়েই গ্রেগের জন্য ব্যস্ত রইল। ক্লিক রনক্সে এবং তার বৌ, তাদের সম্বন্ধে অনেক খবর জানাতো। অবশ্য জেরি আর গ্রেগের মতো। ব্যাপার তাদের মধ্যে ছিল না। পার্টি হয়ে যাওয়ার পর যখন তারা একাকী হয়ে পড়ল তখন সে বৌ-এর নামে অজস্র গালিগালাজ করতে লাগল—বলল তার বৌ বড্ড বাজে কথা বলে অথবা কথা বলতে জানে না—ইত্যাদি।

ম্যারিয়ন তার বসার ঘরের দিকে যাচ্ছিল, অতিথিদের খুব কড়া মার্টিনি বিতরণ করছিল। ম্যারিয়ন এবং হার্ভে সত্যিই খুব সুখী দম্পতি, দেখে মনে হচ্ছিল, হয়তো যৌনতাই এর একমাত্র চাবিকাঠি। এবং ম্যারিয়ন এই রহস্যটার চাবি খুঁজে পেয়েছে, তাই তারা আজ পরস্পরের যৌনজীবনে অত্যন্ত

BanglaBook.org

সুখী। সত্যিই, যৌনতার ক্ষমতা অসীম। আমার মনে হয়, যৌনতার ব্যাপারটা হল ভালোবাসা থেকে আলাদা, বিবাহ থেকে আলাদা। এটা কি ঠিক অথবা ভুল। যাক্, এসব চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলাই ভালো, কারণ তাহলে লোকে আমাকে একটা ভিজে কম্বল ছাড়া আর কিছু ভাববে না। জেরি ভাবল।

"বোন তোমার আরও ডিংক চাই?" ম্যারিয়ন তার চিন্তার জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বলল, সে-কোচের পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

"না, আমার আর দরকার নেই" জেরি তার দিকে ঝুঁকে বলল, তার হাতের গ্লাসটা খালি হয়ে গিয়েছিল "আর দরকার নেই, আমি ইতিমধ্যেই অনেকটা খেয়ে ফেলেছি।"

ডিক ওক্লিন হেসে উঠলো, "যারা চুপচাপ পান করছে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখো। ওরা বেশী খাচ্ছে।"

জেরি তখন তার খালি গ্লাসটা বাড়িয়ে দিলো, ম্যারিয়ন বলল "মার্টিনির মধ্যেকার সব বরফ গলে গেছে, এটা গরম হয়ে গেছে।" জেরি তখন ম্যারিয়নকে ট্রে থেকে নিয়ে আসতে বলল। রান্নাঘরের দিকে যেতে সে ক্লিক রনস্কেকে বলতে শুনল। "জেরি হেলিস্টারের নেশা চড়ে গেছে। মনে হচ্ছে। গ্রেগের ওকে চিকাগোতে না নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি।"

জেরি ফ্রীজ বরফের ট্রেটা বার করল এবং ওগুলো নাড়িয়ে খুলে ফেলল, যেন সে নিজের সম্বন্ধে সন্দেহগুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে দৃঢ় সংকল্প। আজ রাতে যারা এখানে রয়েছে তারা সবাই বন্ধুভাবাপন্ন হয়তো সে—

"জেরি"—মৃদু খসখসে গলায় হার্ভে ডাকল।

"ও হার্ভে, তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর না"—আবেগ পূর্ণ গলায় সে বলল।

কিন্তু জেরির আবেগ তৎক্ষণাৎ উবে গেল যখন সে দেখলো যে হার্ভে ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তার আধবোজা চোখে কামনার আগুন জ্বলছে।

"জেরি" আবার সে ফিসফিস করে বলল, সে তার কোমল হাত স্পর্শ করল।

"হার্ভে তুমি কি—"

"শোনো জেরি" —সে ভাঙ্গা গলায় বলল, তার দিকে আরও এগিয়ে গেল, তাকে ওপরের আলোটা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কারণ আলোর নীচে থাকলে বসার ঘর থেকে কেউ তাদের দেখে ফেলতে পারতো। "শোনো, তুমি আজ যে চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলে তা আমাকে সত্যই আকর্ষণ করেছে। আমি তখন কিছু বলিনি তাহলে ম্যারিয়ন বা অন্যেরা ব্যাপারটা বুঝে ফেলতো। কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে তুমি বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে তুমি আমি আজ রাতে একটু বেড়াতে চাই—শুধু তুমি আমি—"

BanglaBook.org

"হার্ভে—"

"বল ?"

জেরি ভয় পেয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল এবং রান্নাঘরের বাইরে বেরোতে চেষ্টা করল। সে যখন ঘরের মধ্যে ঢুকলো তখন কেউ তা লক্ষ্য করল না।

সে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাল, একটার স্বাচ্ছন্দ্য ভাব আনার চেষ্টা করল।

তারপর আবার বসার ঘরে ফিরে এসে দেখল যে হার্ভে ইতিমধ্যেই সেখানে এসে গেছে। সে সকলের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করছে এমনকি ম্যারিয়নের সঙ্গেও, এবং সবাই হাসছে।

ওরা সকলেই ম্যারিয়ন শেলডনের স্বামীকে যে ভালোবাসে তার একটা প্রদর্শনী করছে যেন। বোকা ম্যারিয়ন—সে জানে যে তার স্বামী তার প্রতি অনুগত এবং তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে।

BanglaBook.org

পাঁচ

সারারাত জেরির ভাল করে ঘুম হয়নি। সকাল হতেই লরার ফোন এলো। সে সকাল পর্যন্ত বিছানাতে শুয়ে ছটফট করেছে, কখনো তন্দ্রা এসেছে। আবার কখনো ছুটে গেছে। সে আবার ক্লিন্টকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে।

"আমি কি তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলাম জেরি?"

ঐ যান্ত্রিক প্রশ্নটা লরা সব সময়েই করে থাকেন। এই প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্য লরা কখনো অপেক্ষা করেন না—জেরির ঠোঁটে তখনো মার্টিনির দু' এক ফোঁটা লেগেছিল। সেখানে সে জিব ঠেকালো। চাদরটা সে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলল এবং হাতের ঘড়িটা বের করে দেখল—সাড়ে সাতটা বাজে।

"হাঁ, আপনি ঘুমটা ভাঙিয়েছেন।"

"গত রাতে আমি তোমাকে প্রায় দশবার ফোন করেছিলাম।"

"তখন আমি টনি কুটিসের সঙ্গে মোকাম্বোতে নাচ ছিলাম।"

"না ঃ, তোমার কথা শুনে সত্যিই আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

"এর জন্য আমি দুঃখিত। লরা, কারণ প্রায় সারারাত আমার ভালো ঘুম হয়নি।"

"আমি প্রায় রাত্রি এগারোটার সময়ে তোমাকে ফোন করেছিলাম।"

"আমি ম্যারিয়নদের বাড়িতে গিয়েছিলাম।" জেরি খুব শান্তভাবে বলল। এই শয়তান ভদ্রমহিলাকে সমস্ত ঘটনাটা ব্যাখ্যা করতে তার খুবই ঘৃণা হচ্ছিল। "ম্যারিয়ন এবং হার্ভে কাল রাতে একটা পার্টি দিয়েছিল।" বলতে বলতে সে বেড সুইচটা খুঁজে বের করল—আলো জ্বালালো এবং একটা সিগারেট খুঁজতে লাগলো। গতরাত্রে হার্ভের ঐ ব্যবহারের কথা তার মনে হতে লাগলো এবং সে ভাবতে লাগলো যে এটা কেমন করে ঘটেছিল।"

"সার্ভের ব্যাপারটা কি হ'ল।" লরা প্রশ্ন করল।

"লরা, সাত-সকালে আমি ঐ সব ব্যাপার নিয়ে একদম চিন্তা করতে করতে চাই না।"

"রুথ শেরম্যান গতকাল আমাকে বলল যে তুমি এ্যাল্ডার এর ঐ লোকগুলোর কাছে ইন্টারভিউ দেবে? দেখো জেরি, আমি তোমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না তবু আমি তোমাকে নিষেধ করছি। কারণ তোমার স্বামী এখন তোমার কাছে নেই এবং তুমি যদি মনে কর—"

"লরা এ ব্যাপারে আমি পরে কথা বলব।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে, তাহলে আমি তোমার কাছে আসছি।"

"লরা, আমি বলেছি—"

টেলিফোনের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেরি টেলিফোনের রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারল লরার এই হস্তক্ষেপ না কর। আজ সারাদিন তার সবকাজেই হস্তক্ষেপ করবে। সে বিছানা থেকে নেমে এলো। ভাবল, এইভাবে কখনোও বাঁচা যায় না। তবু সে বুঝতে পারলো না কিভাবে এর পরিবর্তন ঘটানো যায়। সে স্নান করল। পোশাকটা পাল্টে নিলো, তার মন থেকে ঐ বারের ঐ লোকটার কথা এখনোও মুছে যায়নি। সে স্বপ্ন দেখেছে ক্রে তাকে চুম্বন করেছে, তার সমস্ত রাগ জল করে দিয়েছে, সে পুরোপুরি ক্রিস্টের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে।

জেরি যখন রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল তখন লরা বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। তারা একটু রূঢ়ভাবে পরস্পরের দিকে ঘাড় কাত করল এবং জেরি কফি করতে শুরু করল।

তুমি বলতো হঠাৎ তুমি কি ভেবে এই অদ্ভুত ব্যাপারটাতে রাজি হয়ে গেলে।"—লরা বেশ একটু রাগতভাবে বলল, সে রান্নাঘরের মধ্যে এমনভাবে পায়চারী করতে লাগলো যেন এটা তার নিজের রান্নাঘর। আরও একবার জেরির মন হতাশাতে ভেঙে পড়ল এবং নিজেকে তার নিজের বাড়িতেই রবাহূত মনে হলো।

"এর মধ্যে খারাপ কি থাকতে পারে। ওরা কেবল মাত্র শহরের লোকেদের সঙ্গে গ্রামের লোকেদের একটা তুলনা করতে চাইছে।" সত্যি, আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

"ক্লান্ত? তুমি ক্লান্ত হতে যাবে কেন? তোমার ভালো স্বামী রয়েছে, ভালো বাড়ি রয়েছে"—

তুমি ঠিকই বলেছ, লরা, আমার এতো অধৈর্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি কি করবো বলো? তুমি কি একবারও ভাবো না যে ভাবে আমি জীবনযাত্রা করি তার চেয়ে আরও ভালোভাবে চলা যায়?

"বেশ, এই প্রথম তোমার কাছ থেকে আমি এরকম কথা শুনলাম, তোমার যত্নের কি কিছু অভাব আছে? না, আমি কারও বাড়ীর বাগানের একটা ঘাসকেও ঈর্ষা করি না। আচ্ছা, যদি সবাই তা করত তাহলে পৃথিবীর অবস্থাটা কি হত বল তো? আমার মন যখন অশান্ত তখন আমি কিছু না কিছু করি-যেমন-বোনা, আঁকা অর্থাৎ আমি নিজেকে ব্যস্ত রাখি। আমি কখনো অলস স্বপ্নের জাল বুনে সময় নষ্ট করিনা। আমি কোনো প্রশ্নকারীর কাছে যৌনতার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে কখনো কোনো জবাবদিহি করতে চাই না। তোমরা আজকাল এটাকে যেভাবেই দেখোনা কেন। আমার মনে হয়, জেরি,

BanglaBook.org

তুমি একটা বিরাট ভুল করছ। এটা একটা ছোট শহর। এই শহরে বিভিন্ন শ্রেনীর লোকজন বাস করে, আমাদের হালিস্টার বংশের একটা সুনাম আছে। তুমি যদি যা খুশি তাই করতে চাও তাহলে আমাদের বংশের সুনাম ক্ষুন্ন হবে—"

জেরি ধীরে ধীরে মুখ তুলে লরার দিকে তাকালো। লরার কথাগুলো বুদ্‌বুদ্‌ এর মতো তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল। লরা এই শহরের একজন মার্জিত ভদ্রমহিলা।

এ্যালভার্স সার্ভের ব্যাপারে এখন তার কোনো অভিযোগ নেই। হলিস্টার বংশ সম্বন্ধেও তেমন গুরুত্ব লরা দিতে চাইছে না। লরা একটা গভীর কিছু ব্যাখা করতে চাইছে—

তোমার আসল অসুবিধাটা কোথায়?" জেরি শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে। লরা তার দিকে অবাক হয়ে গিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

"তুমি কি বলতে চাইছ?"

"আচ্ছা লরা, তুমি আমাকে এত ঘৃণা কর কেন বল তো? এই শান্ত সকালে তুমি কেন আমার সমালোচনা করতে শুরু করলে বলতে পারো?"

"এই ধরনের হাস্যকর আর ছোট মেয়ের মতো কথাবার্তা আমি জীবনে কখনো শুনিনি'—

"তুমি তোমার দুষ্টু স্বভাবকে গ্রেগের ওপর কেমন ভাবে প্রতিফালিত কর তা কি আমি জানি না? 'জেরি একটা দারুন মেয়ে। কিন্তু ওর মধ্যে কোনো উন্মাদনা নেই। জেরি যদি তেমন ভালো মেয়ে না হয় তাহলে এ ব্যাপারে চিন্তা করার বিশেষ কিছু নেই। তোমার ঐ মিষ্টি গলায় তুমি কি এসব কথা বলোনি?"

"জেরি, এইভাবে কথা বোলোনা তাহলে—"

"আমি দুঃখ পাবো না? ইতিমধ্যেই আমি যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছি। আমাকে আমার কাজকর্মে বাধা দেওয়া হলে আর আমি দুঃখ পাবো না। আমার এখনোও দুঃখ হয় যে আমি পুরোপুরি স্ত্রীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারিনি। আমার আরও দুঃখ হচ্ছে যে এটা গ্রেগ ভালো ভাবেই জানে এবং শুধু তাই নয়. তুমিও তা ভালোভাবে জানো।"

এটা স্পষ্টবক্তা মেয়েটার দিকে লরা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। জেরি দেখলো লরার চোখে জল আসছে—যা কোনোদিন দেখা যায় নি।

তুমি আমার কাছ থেকে কি চাও লরা?"

রান্নাঘরের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জেরি বলল। "তুমি কি চাও যে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই আর তোমার ছেলে তোমার কাছেই থাকে?

কয়েক মুহূর্ত লরা নড়ল না, তারপর হঠাৎ তার চোখে জল এসে গেল, সেকিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু ফোঁপানি ছাড়া আর কিছু শোনা গেল

BanglaBook.org

না, সে দরজার দিকে ছুটে গেল এবং ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

কফিটা ফুটতে শুরু করে ছিল। জেরি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে নিজে এমন কথা বলার জন্য বিশেষ দুঃখ বোধ করল। সে লরাকে আদৌ ঘৃণা করে নি, হয়তো তার কাছে আঘাতটা বেশী লেগেছে। সে নিজেকেই নিজে ঘৃণা করতে লাগলো। জেরি চেয়েছিল সে একজন সেরা গৃহিনী হবে এবং এক বাড়ীভর্তি ছেলেমেয়ে থাকবে। কিছুদিন আগেও জেরির মনে এরকম জীবন যাপনের জন্যে উদ্বিগ্ন-ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ওরা তাকে ভুল বুঝেছে এবং বৌকে ভুল বুঝলে ঠিক যতটা প্রাপ্য সে ঠিক ততটাই পেয়েছে।

"সুপ্রভাত," এই পরিচিত গলা শুনে সে দ্রুত লাফিয়ে উঠল এবং পরদার মধ্যে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল।

এই পরিচিত গলাটির মালিক হচ্ছেন ক্লিন্ট ডসন।

জেরি এক ঝলক লোকটির হাসিমাখা মুখের দিকে তাকালো, হঠাৎ তার মনে পড়ল তার সাজ পোষাকটা ঠিক আছে তো? অথবা সে আদৌ পোশাক পরে আছে তো?

সে বসে পড়ল। গতকাল সকালে যে কার্ট আর ব্লাউজটা সে পরেছিল আজও সেটা পরে আছে। সে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে চাইল। সে ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ভাবল ওকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলবে। কিন্তু তাকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বলতে পারলো না। সে ওখানে দাঁড়িয়ে রইলো। সে যা খুশী তাই করতে পারতো।

"এত সকালে এখানে আসার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। আমি এই পথ দিয়ে কাজে যাচ্ছিলাম, দেখলাম ঘরটা খোলা রয়েছে। আমি ভাবলাম তুমি খুব তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছো। তা ভালো। অবশ্য ক্লাবের অধিকাংশ মেয়েরাই দুপুরবেলা পর্যন্ত ঘুমোয়।"

"তুমি কেমন করে জানলে আমি কোথায় থাকি?" অস্পষ্ট ভাষায় জেরি বলল।

দরজার হাতলে হাত রেখে সে বলল, "তুমি কি আমাকে ভেতরে আসতে আমন্ত্রণ জানাবে?" সে আগের মতোই হাসতে লাগলো। মুখে তার নিশ্চয়তার আভাস। সে ধূসর রঙের প্যান্ট এবং গলা খোলা কালো রঙের জামা পরেছিল। তার জামার হাতাটা কনুই পর্যন্ত গোটানো যেন সে দেখাতে চাইছিল যে সে কত বলবান। ওকে বারটেন্ডারের সাদা পোশাকে কিছুটা বদমাশ মনে হয়েছিল যে নাকি তাড়াতাড়ি মদ বিতরণ করতে পারে। আজ সকালে বার-এর বাইরে তাকে বেশ ভালো বলেই মনে হচ্ছে।

"আমি জানতে চাই তুমি কি আমাকে ভেতরে আসতে দেবে?" সে আবার বলল।

BanglaBook.org

"না, অবশ্যই না। তুমি এখানে কি চাও?" চেয়ারের হাতলে ভর রেখে জেরি বলল। তার হাতটা আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে গেল। সে নিজের সম্বন্ধে কখনো এমন অনিশ্চিত বোধ করেনি।

সে তার শার্টের পকেট থেকে একটা বস্তু তুলে ধরল এবং সেটা জেরিকে দেখালো। এটা জেরির সিগারেট কেস। গত রাত্রে সে এটাকে হারিয়ে ফেলেছিল।

"আমার মনে হয় এটা তোমার" জিনিসটা ফেরৎ দিতে দিতে সে বলল।

"ধন্যবাদ। ওটা তুমি—"

দরজা খুলতে অনিচ্ছা অথচ জিনিসটা গ্রহণ করা—ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। কিন্তু এছাড়া জেরির আর কিছু করার ছিল না। ক্লিন্ট এক মুহূর্ত থামলো তারপর কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা ঘরের ঘরে প্রবেশ করল।

"শোনো……

"ডসন। তবে তুমি আমাকে ক্লিন্ট বলে ডাকতে পারো" এই কথা বলতে বলতে তাকে অতিক্রম করে ষ্টোভের দিকে চলে গেল।

সে এমন ভাবে গেল, মনে হল সে এই বাড়িতে অনেক-বার এসেছে। "আরে তোমার কাপটা উল্টে গেছে"—বলতে বলতে গ্যাসটা বন্ধ করে দিল এবং কাপটা পরিষ্কার করে তাকের ওপরে রাখলো।

অস্বাভাবিক ধৈর্যের সঙ্গে জেরি বলল,—"তুমি যদি এই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে না যাও তাহলে আমি লোক ডাকতে বাধ্য হব।"

"কেন"? লোকটা তার দিকে ঘুরল এবং বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"কেন? কারণ তোমার এই বাড়িতে ঢোকার কোন অনুমতি নেই। তোমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি।"

"ওঃ" সে ঘাড় নেড়ে আবার ষ্টোভের দিকে ফিরল। দু'কাপ কফি ঢালল, টেবিলের ওপরে নিয়ে এলো। লোকটার অসম্ভব আত্মদম্ভ দেখে জেরি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

"তুমি চিনি বেশী নেবে?"

"মিস্টার ডসন, তুমি অনেক দূরে এগিয়ে গেছো।"

"আমাকে বল"—সে জোর দিয়ে বলল, তার মধ্যে বিশেষ ব্যস্ততা ছিল। কিন্তু ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণ ছিল না।

"তুমি অত ভয় পাচ্ছো কেন? আমি যাই তাহল মাত্র এক কাপ কফি।"

"মিস্টার ড—

সে বসতে বসতে জেরির কাপের দিকে আঙুল নির্দেশ করল। "খেয়ে নাও যতক্ষণ এটা গরম আছে।"

"তোমার ঔদ্ধত্য আমাকে অবাক করেছে।"

BanglaBook.org

"ঠিকই বলেছো"—সে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

"সত্যি, আমি এরকম একটা—"

"তোমাকে কিন্তু দারুণ দেখতে, মিসেস হাসিন্টার"—সাদামাটা গলায় সে বলল কিন্তু এর ফলটা ছিল অবলকারী।

"আমি অবশ্য ক্লাবে বেশিক্ষণ ছিলাম না। কিন্তু আমি প্রায় সব ভদ্রমহিলাকেই দেখেছি। কারও কারও মন পর্যন্ত আমি পড়তে পারি কিন্তু তুমি সত্যিই রহস্যকারীনি। তুমি বিশেষ রহস্যময়ী। এটা অবশ্য ভালোই। এসব থাকলে কৌতূহল আরও বাড়ে।

কি থাকলে কৌতূহল আরও বাড়ে।"

ক্লিন্ট ডসন কাপে চুমুক দিলো এবং কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তোমার প্রতি আমার কৌতূহল, আমার প্রতি তোমার কৌতূহল।

"এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিস্কার হল। তোমার মাথা খারাপ আছে। সত্যিই তুমি পাগল।" জেরি কৌতুক করে বলল।

"তার চেয়েও খারাপ, আমি একটা ছোট্ট লোভী। আর মাত্র একদিন সময় চাই তাহলে আমি তোমার সম্বন্ধে অনেক বেশী জানতে পারবো।"

দ্যাখো ডসন, তোমার মাথায় এইসব অদ্ভুত কল্পনা কেমন ভাবে আসছে তা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু তুমি জেনে রাখো যে আমি একজন সুখী বিবাহিতা স্ত্রী।" সে যে মিথ্যা কথা বলল তা সে ভালোভাবেই জানে। কারণ তার গলার মধ্যে কোন জোর ছিল না। সে বসতে যাচ্ছিল কিন্তু লাফিয়ে উঠলো এবং পায়চারি করতে লাগলো। সে ওর দিকে তাকাতে পারছিল না।

"বিবাহিতা সুখী—" সে পুনরাবৃত্তি করল। সে উঠে দাঁড়ালো। তুমি কি ব্যাপারটাকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছো নাকি?"

"বেরিয়ে যাও"—

সে দাঁত বের করে হাসলো। তার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সিদ্ধ হয়েছে। সে জেরির মধ্যে উদ্বিগ্নতা বাড়িয়ে দিতে পেরেছে। "একজন সুখী বিবাহিতা ভদ্রমহিলা কখনও ক্লাবে গিয়ে ঐভাবে তাকায় না। এবং যতক্ষণ না সে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে ততক্ষণ সে কখনো ঐ পুরোনো বস্তাপচা কথাগুলো বলে না।"

"আমি মোটেই কোণঠাসা হয়ে যাইনি।" সে রেগে গিয়ে বলল। সে আতঙ্কিত হয়ে গেলো যখন দেখল যে ক্লিন্ট তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ক্লিন্ট হাত বের করে তাকে মৃদুভাবে আলিঙ্গন করল।

"ক্লাবের সব মেয়েরাই বলে যে তারা বিবাহিত জীবনে অত্যন্ত সুখী"—ক্লিন্ট শান্তভাবে বলল, তার মধ্যে কোন উত্তেজনা দেখা গেল না। তার আলিঙ্গনে মোটেই তাৎপর্য পূর্ণ ছিল না। "অবশ্য ওদের মধ্যে কেউ কেউ

BanglaBook.org

সুখী। তবে তুমি নয়। তুমি ভীষণ অশান্ত।"

"আমাকে যেতে দাও"—মৃদু স্বরে জেরি বলল। "কেউ দেখে ফেলবে।"

"তাহলে আর কোন কায়দা নয়, ঠিক আছে? আমি আজ তোমাকে এক সংবাদ দিচ্ছি—আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি অশান্ততাকে ভালোবাসি, আমি রহস্যময়তাকে ভালবাসি। আমি এমন আর একদিন আসবো যখন আর কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।"

জেরি ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল, তার ঠোঁটটা ছিল জেরির ঠোঁটের ঠিক ওপরে, সে ওকে ভীষণ জাপটে ধরেছিল। তার দেহের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ক্লিন্টের হাতে চলে গিয়েছিল।

মুহূর্তের মধ্যে ক্লিন্ট চোখ খুলে দেখলো, তার সেই হাসি—তার মুখটা আবার জেরির উপরে নেমে এলো। যদিও জেরি এই সময়ে কিছু বলে থাকে তবু ক্লিন্ট কিছু শুনতে পায়নি।

সে চলে গেল। দূরে তার মোটরের শব্দ মিলিয়ে গেল।

BanglaBook.org

ছয়

'চুম্বন' জেরির সঙ্গে ষষ্ঠ মিনিটে ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় মনস্তত্ত্ববিদ বলল।

"দারুণ"—জেরি উত্তর দিলো। প্রশ্নগুলো ঠিকঠাকভাবে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশ্নকারী তাকে থামতে বলল, একটা প্রশ্ন করার পর সে যদি অনেকগুলো কথা বলে ফেলে তাহলে অনেক প্রশ্নের উত্তর ঠিকমতো পাওয়া যাবে না। তাই লোকটা প্রশ্নগুলো গুছিয়ে নিয়ে বললো, "ভালোবাসা"—

"আঃ—গ্রেগ"

"তুমি একটু থামলে মনে হল। সেই কি তোমার প্রথম সঙ্গী।"

"না, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।'

"ঠিক আছে ; তাহলে আবার প্রশ্নটা শুরু করা যাক—"ভালোবাসা"

"আমি দুঃখিত—আমি ঠিক উত্তর দিতে পারছি না।"

লোকটা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। সে তাকে দেখতে পেলো না কারণ জেরির চেয়ারটা ডেস্কের দিক থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। এর ফলে লোকটার মুখোমুখি না হয়েও জেরি নির্ভয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

"তারপর—কামনা।"

"আইনের বিরুদ্ধে।"

"ছুরি।

"কাটা চামচ"

"দেহ।"

"ধর্ষণ "

"গুন্ডা দলের সর্দার।"

"কামনা"—সে জোর দিয়ে বলল।

"আমাকে বলছো।"

"তাহলে কাকে বলছি ?"

"আমি, আমি জানি না। আমি ঠিক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম।"

"কামনা"—জেরি উত্তর দিলো।

লোকটা আবার চুপ করে গেলো। জেরি চামড়া মোড়া চেয়ারে শক্ত হয়ে বসেছিল। সে নিজেকে সহজ করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। সে এখানে যতক্ষণ এসেছে তার মধ্যে অন্ততঃ এক ডজন বার বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। এখানে তার কোনো কাজই ছিল না। এখানে যারা প্রশ্নকারী তার কেউই তাকে চেনে না, তবু সে এখানে ছিল কারণ যে লোকটা প্রশ্ন করছিল তাকে

BanglaBook.org

দেখে ভয় পাওয়ার বিশেষ কিছু নেই। লোকটা অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের এবং এটা যে বিচার সভা নয় তার প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল। প্রশ্নকারীর নাম ডেভিড এনরাইট। বয়সে তরুণ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং মিষ্ট বক্তা। জেরি আশা করেছিল যে সে দেখবে একজন বুড়ো প্রফেসর, যার মেজাজটা খিটখিটে।

"বেশ—আপনার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়ে গেছে।"—লোকটা বলল।

"আমি কি পরীক্ষাতে অকৃতকার্য হয়েছি?"

"আপনি পাশও করেন নি আবার ফেলও করেন নি। আপনার ত্রুটিগুলো জানার ব্যাপারে আপনি আমাদের সাহায্য করেছেন মাত্র। আপনি কি জল খাবেন অথবা সিগারেট খাবেন?" লোকটি হাসতে হাসতে কথা বলে চলে গেল।

জেরি ঘাড় নাড়ল। "আচ্ছা ডাক্তার, আমি কি সব সময়ে নিজেকে রক্ষা করে চলি?"

"আপনি বলুন, আপনি কি তাই করেন?"

এতে কি আপনাদের কোনো সুবিধে হবে?"

"আপনি যা কিছু বলবেন তাই আমাদের কাজে লাগবে। আমি যদি আপনাকে থামিয়ে দিই তাহলে বুঝবেন যে আপনি প্রশ্নের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনি কি নিজেকে রক্ষা করেন?"

"হ্যাঁ, আমি আগে মিথ্যা বলেছিলাম। একজনের কাছ থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করি।"

"আপনি আগেও মিথ্যা বলেছিলাম। একজনের কাছ থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করি।"

"আপনি আগেও মিথ্যা বলেছিলেন। যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম —কামনা।"

"আপনি কেমন করে জানলেন?"

"আপনি উত্তর দিয়েছিলে—আইনের বিরুদ্ধে?"

জেরি ম্লান ভাবে হাসল। "আমি সত্যিই বোকার মত উত্তর দিয়েছিলাম তাই না?"

লোকটি বলল, "অবশ্যই কামনার প্রত্যক্ষ ফল সর্বদাই বেআইনী হয়। কিন্তু কামনা নিজেই এমন একটা ব্যাপার যা সঙ্গে সঙ্গে আইনের সাহায্যে রোধ করা যায় না। কামনা অনেক কিছু থেকে আসতে পারে আনন্দ, ঈর্ষা, গর্ব, ঘৃণা ইত্যাদি। এই সবই কিন্তু একটা মানুষকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে, তবু ওগুলোকে আমরা আবেগ বলেই ধরে নেবো। তাহলে আমাদের প্রশ্নটা আবার পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। কামনার নাম শুনলে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন কেন?"

BanglaBook.org

সে এক মুহূর্ত থামলো। তারপর বলল।

"আমি নিরুত্তাপ" এই ব্যাপারটা স্বীকার করতে সে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করল না।

"নিরুত্তাপ কি?"

"নিরুত্তাপ কি? এই কথাটা বলতে আপনি কি বোঝেন?"

"আমি চাই আপনি 'নিরুত্তাপ' এই কথাটি ব্যাখ্যা করুন।"

"মানে, ঠিক মতো জবাব দিতে না পারা। আমার মধ্যে প্রেমের জন্য কোনো প্রেরণা নেই অথবা ঠিক উল্টোটাও ধরতে পারেন।"

"অন্যদের সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য?"

"আমি স্বেচ্ছাচারিনী নই, ডাক্তার।"

"নিশ্চয়ই নয়।"

"তাহলে, দয়া করে ঐ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করবেন না।"

"আমি মনে হয় আপনাকে রাগিয়ে দিয়েছি।"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"তাহলে ব্যাপারটা এ রকম দাঁড়াচ্ছে যে আপনি আপনার স্বামী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে সঙ্গ দান করেন নি।"

"না, আমি তা করিনি।" জেরি শান্তভাবে বলল।

"তাহলে আপনি অত রেগে গেলেন কেন?"

সে এক মুহূর্তের জন্য থামল। ক্লিন্টের ছবিটা তার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। সে ভেবেছিল তার কথা ডাক্তার এনরাইটকে বলবে এবং এ ব্যাপারে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করবে। সে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যা কিছু প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তা সবই ডাক্তার এনরাইটের সামনে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সে এখানে অন্যের বক্তৃতা শুনতে আসেনি। তার অ-স্ত্রী সুলভ চিন্তা সম্বন্ধে কেউ সমালোচনা করুক তা সে চায়নি। সে এখানে এসেছিল এই সার্ভের ব্যাপারে সাহায্য করতে ও তার নিজের চিন্তাধারাগুলো বিশ্লেষণ করতে।

ক্লিন্ট ডসনের ছবিটা মনের মধ্যে থেকে যায়: তাকে এড়ানো তার কাছে সত্যিই বোমার মতো হয়ে উঠেছিল। সে যদি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারতো। হয়তো তার বোঝা কিছুটা হাল্কা হতো।

ঘটনাটা কেমনভাবে বলতে শুরু করবে তা চিন্তা না করেই সে স্বীকার করে ফেলল "একটা লোককে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। লোকটা আমার কাছে বিশেষ পরিচিত নয় তবু সে আজ সকালে আমাকে চুম্বন করেছিল।

ডাক্তার এনরাইট কোনো কথা বললেন না।

"আমি তাকে চলে যেতে বলেছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম যে সে অত্যন্ত উদ্ধত। সে কাশ্মি ক্লাবের বারটেন্ডার। সে সাক্ষাৎ নেকড়ে। তার

BanglaBook.org

হাসিতে শয়তানি মাখানো। আমি বিবাহিতা স্ত্রীলোক এবং আমার যথেষ্ট সুনাম আছে। এরকম ঘটনা অন্য লোকের সঙ্গে আজ পর্যন্ত ঘটেনি। আমি এরকম ব্যাপার স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি।"

ডাক্তার তবু কোন কথা বলল না।

"বেশ, আপনি বলছেন আমি কেন ভান করেছিলাম। আসল কথা হল, আমি তাকে আমার চুম্বন করা থেকে বিরত করতে পারিনি। আমি গত রাতেও এরকম একটা বিপদ ঘটানোর কথা চিন্তা করতে পারি নি। কিন্তু যে মুহূর্তে সে আমাদের বাড়ীতে এলো এবং আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, তখন আমি তাকে চুম্বন করতে দিলাম—আমাকে—আমাকে ভালোবাসতে দিলাম। এর মধ্যে কোনো কোমলতা ছিল না, ছিল জোর। সে জোর করতে, পাশবিকতা করতে সিদ্ধ-হস্ত।"

জেরি অপেক্ষা করল যেন ওপরের ছাদটাই তার মাথার উপর ভেঙে পড়বে। কিন্তু তা হল না। সে বলতে শুরু করল।

"গত রাতে যে সব নোংরা চিন্তাগুলো আমার মাথার মধ্যে এসেছিল তার জন্য আমার ঘৃণা হয়েছিল। আমি ভাবছিলাম গ্রেগ আমার ওপর কেন এতো বিরূপ। অথচ ক্লিন্ট আমার গালে তার নাক ঘসেছিল এবং আমার এই আধা-জীবন থেকে সে মুক্তি দেবে বলছিল। আমাদের ভালোবাসা কেমন হবে সে সম্বন্ধেও আমি চিন্তা করেছিলাম।"

ঠিক এই মুহূর্তে ডাক্তার বাধা দিলো এবং জেরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সে ভেবেছিল এতক্ষণ সে যা বলে গেল তা অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক এবং এটা সার্ভের কোনো কাজে লাগবে না।

"আপনার স্বামী আর কতদিন শহরের বাইরে থাকবেন?"

"আরও আট দিন।"

"আপনি কি চান যে এই ক্লিন্ট লোকটা আবার আপনার কাছে আসুক?"

"—না।"

"আপনি একটু থেমে উত্তর দিলেন কেন?"

"ঠিকই বলেছেন, আমি আসলে প্রশ্নটাকে নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া করছিলাম। কিন্তু আমি যদি তার কাছে অসভ্যের মতো ব্যবহার করতাম তাহলে ব্যাপারটা অন্য রকম হতো। আসলে আমি তাকে আমার প্রেমিক হ'তে অনুমতি দিয়েছিলাম।—আমি – আমি তাকে আর দেখতে চাই না।"

"কারণ আপনি চান না আপনার কোনো প্রেমিক থাকুক অথবা আপনি এই ঘটনাটা সম্পর্কে ভীত।"

"দুটোই। অ্যাঁ—না-না, দুটো নয়। কেবলমাত্র ঘটনাটাই। আমি চাই না কোনো বদনাম ছড়াক। আমি একবার ভেবেছিলাম অন্য কোনো

BanglaBook.org

লোকের সঙ্গে সুযোগ পেলেই প্রেম করে সম্ভবত আমি—যাক, এসব প্রশ্ন এখন অবান্তর। আসলে এক বিছানা থেকে অন্য বিছানাতে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি ভাবতেই পারি না।"

একঘন্টা শেষ হতে তখনো অনেক সময় ছিল এবং ডাক্তার এনরাইট এই সুযোগটা নেওয়ার জন্য তাকে উৎসাহ দিলেন। জেরি, মার্টিন টাউনের সেরা সুন্দরী, তার বক্তব্য বলে যেতে লাগল। সে কেবলমাত্র গ্রেগের সঙ্গে অসম্পূর্ণ সম্পর্কের কথাই বলল না। সে যে এই ব্যাপারটা কাউকে জানাতে অক্ষম তাও উল্লেখ করল। ধুত্তোর এক সময়ে জেরি বলল। সে বলল (ও ডাক্তারের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে) সে ঘোষণা করল—সে অসুখী, অতৃপ্ত। সে পুরোপুরি অতৃপ্ত। যখন সে গ্রেগকে বিয়ে করে তখন সে তাকে সত্যিই ভালবাসতো। তাহলে সে এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। সে নিজেকে দক্ষ স্ত্রী হিসেবে প্রমাণ করে দেবে স্থির করেছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই গ্রেগ তার কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার দাবী জানালো। তাকে কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই ক্লিওপেট্রা অথবা ইভের মতো হতে হবে। সে কিন্তু এ রকম পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি—সম্ভবও ছিল না।

"আমি তো আপনাকে সব কথাই খুলে বললাম, তাই না ডাক্তার?" ডাক্তার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন, "হ্যাঁ, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

"ডাক্তার·····একটা প্রশ্ন। এই রকম যদি একটা ঘটনা ঘটে তাহলে কি তা আত্মহত্যার সামিল হবে? অন্যান্য অনেক মেয়েই তো তা করে।"

হঠাৎ সে থেমে গেল। এতগুলো অপরিচিত লোকের কাছে এরকম ভাবে কথা বলা উচিত হয়নি। তবু ডাক্তার তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে—যাক। কিন্তু তাই বলে এ ব্যাপারে ওর কাছ থেকে অনুমতি চাওয়া—বা এই রকম কাজে লিপ্ত থাকা?—

"আপনার এই প্রশ্নটার অর্থ কি?" ডাক্তার মৃদুভাবে বললেন।

"আপনি কি এ ব্যাপারটা উপেক্ষা করতে বলছেন? আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে একরকম প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না। আমি না-কেউ না-অবশ্য প্রশ্নের উত্তর কেবলমাত্র আপনাকেই দিতে হবে—অবশ্য যদি আপনি—"

জেরি ভাবলেশহীন ভাবে তার বাড়ী ফিরে আসছিল। এমন সময় তিনটে পনেরো। ক্লাবে গিয়ে সাঁতার কাটার সময় এখনো আছে।

সে ভ্রু-কোঁচকালো না ভালো হতেই হবে—সে সাঁতার কাটতে না যাওয়ার জন্য মনস্থ করল।

সে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরতে লাগল—গত কয়েক ঘন্টার চিন্তা তার মাথায় খেলছে—সে যা করেছে বা বলেছে তা চিন্তা করে তার মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠল।

তার মনে অশান্তির ঝড় উঠলো—অদ্ভুত সব চিন্তাগুলো তার মাথার মধ্যে

BanglaBook.org

ঘুরতে লাগলো। সে কখনোও নিজেকে অন্যলোকের কাছে এমনভাবে প্রকাশ করেনি।

প্রশ্নকারীর সঙ্গে দেখা করাই একটা বিশেষ ভুল হয়েছে। সে যদি সত্যি কথাগুলো না বলত তাহলে হয়তো সে এতটা খেলো হয়ে যেতো না।

সে বাড়ীতে ঢুকে শুনতে পেলো ফোন বাজছে।

"চিকাগো থেকে ফোন আছে। আপনি কি দয়া করে কলটা নেবেন?

'হ্যাঁ' জেরির মন আশায় উদ্বেল হয়ে উঠল। গ্রেগের ফোন—তার নিজের গ্রেগের ফোন। গ্রেগ ফোন করে হয়তো জেরিকে বলতে চেয়েছিল যে সে জেরিকে ভালোবাসে এবং তাকে বিশ্বাস করে। গ্রেগ—যে তার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল এবং তার সম্পদ রক্ষাকারী।

"কি খবর, জেরি" —গ্রেগের গলা ভেসে এলো।

"গ্রেগ। হ্যালো—ডার্লিং।"

হঠাৎ অস্বস্তি কর বিরতি। সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো তার সব আশা বুদবুদ-এর মতো। উবে গেল। গ্রেগের গলা ঠান্ডা—বিচ্ছিন্ন।

"সব কিছু ঠিকঠাক তো, জেরি?"

"হ্যাঁ, গ্রেগ. সবকিছু ঠিকঠাক, তুমি কেমন আছো?"

"আচ্ছা, জেরি, মা কোথায়? মা আগের দিন আমাকে ফোন করে কিছু বলবে বলেছিল, আমি চেষ্টা করছি কিন্তু তার লাইন পাচ্ছি না। মা কোথায় আছে তুমি জানো না কি?"

"...না, তিনি আজ সকালে এখানে এসেছিলেন, তাঁর শরীর বেশ ভালো আছে বলেই মনে হল।" জেরি ছাড়া-ছাড়া ভাবে কথাগুলো বলল।

"ওহ, ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমার হোটেলের নামটা বোলো, হয়তো তার কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে। হ্যাঁ, আমার হোটেলের নাম হল 'হোটেল ফ্লাল'—এবং যদি—"

"তুমি নিজেই ওকে বোলো।"

"কি বললে?"

"তুমি নিশ্চয়ই শুনলে আমি কি বললাম। তুমি নিজেই ওকে বোলো। বিদায়।"

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সে পাগলের মতো খোঁজ করতে লাগল।

সেই মুহূর্তে তার ক্লিন্টের কথা মনে পড়ল। কিন্তু এই সময় চিন্তাটা ভীতিপ্রদ বলে মনে হল না।

এতক্ষণ আমরা জেরির সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম, এখন আমরা দেখি গ্রেগ কি করছে।

BanglaBook.org

সাত

গ্রেগ তার বিছানার প্রান্তে চুপ করে বসেছিল, তার চোখটা নিবদ্ধ ছিল হাতে ধরে রাখা মৃত রিসিভারটার দিকে।

সে জেরির সঙ্গে কথা বলল এবং রিসিভারটা রেখে দিল। তার গলাতে কোনো ক্ষোভের চিহ্ন ছিল না। তার গলার এমন কোন ঝাঁঝ ছিল না যা থেকে প্রমাণ হয় সে রেগে গেছে। হয়তো সে তার প্রতি কিছু নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে তবু তার গলার মধ্যে চাপা উত্তেজনার চিহ্ন নেই। জেরি কি বুঝতে পারলো যে সে তার সঙ্গে সবচেয়ে ভদ্রভাষায় কথা বলল? হতে পারে সে এতোদিন পর তার বৌকে ফোন করল, এজন্য সে কিছু উষ্মা দেখাতে ভোলেনি, হতে পারে সে বৌকে ঠিকমতো ভালোবাসে না।

সে খুব সন্তর্পণে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো—সন্তর্পণে কারণ সে যে অপমানিত হয়েছে সেইজন্য—তার চোখ গেল টেবিল-ঘড়িটার দিকে। এখন সবে বিকেল হয়েছে। আজ দিন শেষ হতে এখনোও অনেক বাকি। আজ রাত পর্যন্ত 'ক্রোমরুমে' নাচের আসর আছে। এবং অন্ততঃ সকাল দশটার আগে আগামীকালের সম্মেলন শুরু হবে না। তার প্রতি স্ত্রীর তুচ্ছতাকে যেন সে আকাশে ছুঁড়ে দিলো।

দিন শেষ হতে এখনোও অনেক বাকি এই চিন্তা করে সে নীচের রুম সার্ভিসে ফোন করে এক বোতল হুইস্কি পাঠিয়ে দিতে বলল।

সে বিছানা থেকে উঠল, পোশাকটা খুলে ফেলল। চিন্তা করল—স্নান করবে—পোশাক পরিবর্তন করবে এবং একটু বেড়িয়ে আসবে—অন্ততঃ এই বিশ্রী চিন্তার হাত থেকে তাহলে রেহাই পাওয়া যাবে।

এ কথাটা বলার জন্য অবশ্য আইনস্টাইনকে ডাকার দরকার হয় না যে, সে যে মুহূর্তে এই চিকাগোতে এসে অবতরণ করে তখন থেকেই মণিকা কোরেল তার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ওর সঙ্গে নীচের লবিতেই দেখা হল। কেবলমাত্র সামান্য আহ্বান, তাহলেই সে এক ছুটে গ্রেগের কাছে চলে আসতে পারে। সে যে একজন প্রকৃত মেয়ে তা প্রমাণ দিতে সে সব সময়ে প্রস্তুত। মণিকার দৃষ্টি সত্যিই অশ্লীল।

মনিকা জাহান্নমে যাক। সে এসব চায়নি। সে এখানে কাজ করতে এসেছে, ইষ্টান রিপ্রেজেন্টেটিভ 'মণিকার' সঙ্গে বিছানাতে গড়াগড়ি খেতে আসেনি। এখানে অন্যান্য লোকও ছিল যাদের কাছে এই সম্মেলনটাই মুখ্য

BanglaBook.org

ব্যাপার। তারা চিকাগোতে এসেছিল এবং এটাকে তারা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেয়েছিল। চিক লুমিস—উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক—এর কাছে একটা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পারিবারিক ফটো ছিল সে তার স্ত্রী এবং তিন ছেলেমেয়ে। সে দাবী করছে পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে সুখী পরিবার। কিন্তু আজ সকালে লাল চুলওলা যে মেয়েটা ওর হাত জড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছিল—সে কে? দুজনেই মুখের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলছিল—যেন গত রাতে এরা দুজনে বিছানাটা দারুণভাবে উপভোগ করেছে।। না, গ্রেগ অন্তত তেমন নয়। বাথরুমে ঢুকে সে আলো জ্বালালো এবং আয়নাতে নিজের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করল। তাকে মোটেই খারাপ লাগছে না। কোনাটে মুখ, উন্নত নাক, উঠতি এক্সিকিউটিভের মতো হাবভাব, তার মানে সে অফিস থেকে ব্যাঙ্কে বেশ কিছু টাকা জমাতে পারছে।

সে সত্যিসত্যিই জেরির প্রেমে পড়েছিল। সে তাকে মায়ের সঙ্গে আলাপ করে দিয়েছিল, প্রথম দিন থেকেই তার মা ওর দিকে বাঁকা চোখে দেখতো "বেশ, বেশ চমৎকার দেখতে মেয়েটিকে, গ্রেগ।" মা সপ্রশংস, দৃষ্টিতে বলতো, "ওর দিকে এক পলক তাকালেই বোঝা যায় যে কি ধাতু দিয়ে ও তৈরী, সত্যিই ও রাজরানী হওয়ার যোগ্য। তুমি ওকে অবশ্যই ভালোবাসবে।" গ্রেগ কিন্তু এ কথার প্রকৃত অর্থগুলো ধরতে পারেনি, মায়ের সামনে যে কোন মেয়েকেই নিয়ে আসা হোক না কেন সে কোন না কোন খুঁত বের করবে। মনে হয় এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত মেয়েটাও মাকে খুশী করতে পারবে না। মায়ের অসম্মতি সত্ত্বেও গ্রেগ জেরিকে বিয়ে করেছিল। জেরির রূপ, ঐশ্বর্য, উষ্ণতা, সর্বোপরি তার নারীত্ব, এ সবই তার ভালো লাগতো, পরে মা যখন এসব বুঝতে পেরেছিল, তখন সে নিজেকে সংকুচিত করে রাখতে শুরু করল।

সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কেবলমাত্র গ্রেগ হিসেবের মধ্যেই আনেনি যে জেরি নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে—জেরি হতাশ হয়ে পড়েছে! বিয়ের রাত এবং তারপরের কিছুমাস গ্রেগের কোন অসুবিধে হয় নি। জেরি অত্যন্ত কঠোর নিয়ম পালনকারী একটা বাড়ীর মধ্যে গিয়ে পড়েছিল, এখানে কোন প্রাণ ছিল না, সব কিছুই যেন যান্ত্রিক—এমন কি হাতে আংটিটা পরানো পর্যন্ত। কিন্তু দিন যতই যেতে লাগলো, গ্রেগ ততই উদ্র হয়ে উঠতে লাগল তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। জেরি প্রায়ই চোখের জল ফেলতো তার মন হতাশাতে পূর্ণ হয়ে যেতো, কারণ তাদের দৈহিক সঙ্গম দিয়ে কোনো সাফল্য আজ পর্যন্ত হয়নি।

এই ব্যর্থতার রেশটা শোবার ঘরের বাইরে ছড়াতে লাগলো। বাইরে তাদের প্রতিটি চালচলন দেখেই বোঝা যেতো যে কেউ কাউকে তেমন ভালোবাসে না। এর জন্য গ্রেগ নিজেকে কখনো দোষারোপ করেনি, সে বুঝতে চায়নি যে এর জন্য সে নিজে দায়ী। জেরি তাকে ভালোবাসতো না। সে গ্রেগকে বিশ্বাস

BanglaBook.org

করতে পারেনি। তার সব রাগ গ্রেগের মায়ের ওপর পড়েছিল। ঐ স্ত্রীলোকটি সব ব্যাপারেই খুঁত ধরতো এবং সে বুঝতে পারেনি যে তার ছেলের বিয়েটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

সে কখনো তার মায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেনি। সে কখনো দেখতে চাইতো না যে তার মায়ের প্রতি তার এত দরদ কারণ ঐ ভদ্রমহিলাটি নিঃসঙ্গ ছিল, তার সারা জীবন ছেলের ভালোর জন্য উৎসর্গ করেছিল। ভালবাসার সময়ে এই শীথিলতা তার মধ্যে এক বিজাতীয় ঘৃণার সৃষ্টি করে।

সে বাথটবের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল এমন সময়ে ফোনের ঘন্টা শুনতে পেলো।

সে পাশের ঘরে ঢুকে গেল, ভাবল নিশ্চয়ই জেরির ফোন হবে। সে ভাবলো জেরি নিশ্চয়ই তার সঙ্গে শান্তভাবে কথা বলবে। কথা প্রসঙ্গে মায়ের কথা উল্লেখ করাটা আসলে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝা বুঝির নিষ্পত্তি করা! এবং জেরি নিশ্চয়ই তার প্রতি সদয় হবে।

"হ্যালো"।

"গ্রেগ? —আরে, তোমার ফোনটা বোধ হয় কয়েক ঘন্টা ধরে ব্যস্ত ছিল।"

সে মণিকার নরম, খসখসে গলা শুনতে পেলো। "হ্যালো, মণিকা, আমি তো অতক্ষণ ফোন ধরে রাখিনি।" "গ্রেগ, তোমার কি মনে আছে যে আজ চমৎকার একটা দিন। ঐ বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে তুমি কি করছ? নিচের বারে তাড়াতাড়ি চলে এসো।"

"আমি সবেমাত্র আমার পায়ের বুড়ো অঙ্গুলটা বাথটবের মধ্যে ঢুকিয়েছিলাম।"

"শোনো, আমি নিচে স্যাম এবং রোসমেরি সলজারের সঙ্গে ড্রিংক করছি। বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে আমরা একটা তর্ক শুরু করেছি। তুমি তাড়াতাড়ি নীচে এসো আর দুচুমুক মার্টিন খাও।

"আমি এইমাত্র এক বোতল স্কচ খেলাম।

"তাই। তাহলে আমরাই তোমার কাছে আসছি।"

"মণিকা, তুমি সত্যিই……

"তুমি যদি মনে কর যে মণিকা তোমার ঘাড় ভাঙবে মিস্টার হলিস্টার, মণিকা থামল। গ্রেগের হাসি পেলো। সত্যিই কোন কোন মেয়ে শিকারী কুকুরের মতো। গ্রেগ বেশ চিন্তার মধ্যে পড়েছিল কি করে বিকেলটা কাটানো যায়। তার চেয়ে বরং চার বন্ধু মিলে পানাহার করা যাবে, এতে সময়টাও কাটবে বেশ। অনেকক্ষণ ধরে সে কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পানাহার করে নি।

"ঠিক আছে তাই হোক, তুমি আর মাত্র কুড়ি মিনিট অপেক্ষা কর, তারপর তোমার সঙ্গীদের নিয়ে এসো। আমি বেশী গ্লাসের বন্দোবস্ত করছি।"

"আচ্ছা, তা হলে সবাই মিলে একটু স্ফূর্তি করা যাবে, সবাই মিলে গানে

BanglaBook.org

গাইব আমরা সবাই এক নৌকায়, তাই না ?

গ্রেগ সোডা আর গ্লাসের অর্ডার দিলো, তার পর ফিরে এসে বাথটবের বদলে শাওয়ারে স্নান করল, পোষাক পরে নিলো। পানীয় এবং অন্যান্য সরঞ্জাম কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে গেল।

বিয়েটা এই রকম অবস্থাতে পেঁছানোর পর সাধু সেজে থাকার কোন মানে হয় না। বিয়ের আগেও তার মধ্যে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস ছিল। সে আবার সেই রকম অবস্থাতে ফিরে যাবে বলে ভাবল। গা হাত পায়ে একটু ঝাঁকানি দেওয়া দরকার।

সে গ্লাসগুলোকে ঠিকঠাক রাখছিল এমন সময়ে দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলো।

"ভেতরে এসো।"

মণিকা ধন্যবাদ জানালো। "আরে তুমি করছটা কি, সারা বছরের উপায়টা কি এইভাবেই শেষ করবে নাকি ?"

"রোসমেরি আর স্যামের কি হল ?"—সে জিজ্ঞেস করল।

মণিকা ঘরের মধ্যে ঢুকে এলো, গ্রেগের সঙ্গে চোখাচোখি হল না। তার মুখের মধ্যে একটা কাম ভাব রয়েছে।

"ওরা ওখান থেকেই চলে গেছে। কার দিদিমার সঙ্গে নাকি দেখা করার কথা ছিল। ওরা দুঃখ প্রকাশ করে গেছে।'

মণিকা কে সত্যিই সুন্দর দেখতে। অবশ্য মার্টিন টাউনের সুন্দরীর মতো নয়। তার ভেতর থেকে একটা লাল আভা বেরোচ্ছিল। মণিকাকে বড় শহরেই ভালো মানায়, ছোটো শহরে নয়।

মণিকা দীর্ঘাঙ্গী, উন্নত স্তন এবং শরীরের প্রতিটি অংশ বিশেষ ভাবে তৈরী। তার ভদ্রতা, হাঁটার ছন্দ, তার ঘাড় কাত করার ভঙ্গীমা, সিগারেট খাওয়ার ধরণ, সবেতেই সে দারুণ। এমন কি চোখের প্রতিটি চাউনির আলাদা তাৎপর্য আছে। গ্রেগ ভাবলো জেরি সুন্দরী। তবে কি ভাবে নিজের সৌন্দর্যকে কাজে লাগাতে হয় মণিকা তা জানে। অবশ্য মেয়ে হয়ে জন্মানোর কাজে জন্য সে মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করে।

সে গ্রেগকে বলতে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। গ্রেগ বুঝতে পেরেছে যে মণিকা খুব কাছে এসে গেছে। সে আটসাট জামা পরেছে তার দেহের প্রতিটি খাঁজ সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। গ্রেগ বুঝতে পারছে ক্রমাগত দেখা হওয়ার ফলে মণিকা তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। সে অবশ্য চিন্তা করেনি ঐ আকর্ষণটা কত দূর যেতে পারে। হয়তো আজ মণিকার উপস্থিতি সেই চিন্তা করার সুযোগ। তার চোখ দুটো বেশ বড় বড় নীল, ঠোঁট বড্ড বেশী কামাতুরা, তার নারীত্বকে কাজে লাগিয়ে সে কোম্পানীর লাভ বাড়িয়ে দিয়েছিল। অবশ্য এ জন্য তাকে কেউ কোনোদিন দোষারোপ করে নি।

BanglaBook.org

তুমি অত বেশী স্কচ খেয়ো না বুঝলে? ওটা খুব শক্তিশালী" সে পায়চারী করতে করতে বলল।

"সেটা আমি ভালোমতেই জানি।"

মণিকা ঘুরে দাঁড়াল এবং ভ্রূ তুলে দেখলো। "গ্রেগ, তোমাকে এত ক্লান্ত আর নির্জীব দেখাচ্ছে কেন? আমি তোমাকে পার্টিতে দেখেছি তুমি কত আনন্দই না করতে? তুমি কি বললে যে, 'সেটা আমি ভালভাবেই জানি।'

"আরও একবার ড্রিংক করলে মনে হয় আমার ভেতরটা হাল্কা হবে। গ্রেগ হাসতে হাসতে বলল," "তার পরেই আমি শুরু করব ঐ কবিতাটা।" জলন্ত ডেকের ওপর দাঁড়াতো ঐ ছেলেটা।'

"তুমি যে দারুণ লোক তা আমি জানি।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মণিকা বলল। তার দেহ থেকে সাদা সোয়েটারটা খুলে বিছানার ওপরে রাখলো এবং গ্লাসে পানীয় ঢালতে ঢালতে প্রশ্ন করে।

"স্কচের সঙ্গে একটু জল মিশিয়ে দেবো নাকি?"

"ঠিক, এখন তুমি বল কার দিদিমার সঙ্গে দেখার জন্য সলজারেরা চলে গেল?"

মণিকা হেঁচকি তুলল।

"আমি একজন বিখ্যাত মহিলা গুপ্তচর তাই না?

আমি অত্যন্ত বর্বরের মতো মিথ্যা কথা বলি।"

"হতে পারে এই মুহূর্তে তোমাকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারি। কিন্তু আমরা এখানে একা, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—তোমার সঙ্গে একটা সাক্ষাতে আসতে চাই।"

মণিকা চেঁচিয়ে বলল, "তুমি যদি আমার সঙ্গে কোন সাক্ষাত না কর তাহলে আমি চিকাগোর সব দেওয়ালে তোমার নামে বাজে কথা লিখবো।"

সন্ধে হয়ে আসছিল। মণিকা বিছানা থেকে কোনমতে উঠলো এবং এই নিয়ে পঞ্চমবার পানীয় খেলো। গ্রেগ তার আর্মচেয়ারে বসে আছে। গত কয়েক ঘন্টাতে সে নেকটাইটা আলগা করা ছাড়া আর কিছু করেনি। মাঝে মাঝে তার জেরির কথা চিন্তা হচ্ছিল। সে এবং মণিকা স্কচ সম্বন্ধে কথা বলল, ব্যবসা সম্বন্ধে কথা বলল, রাশিয়া সম্বন্ধে কথা বলল, চলতি নাটকের মরশুম সম্বন্ধে বলল এবং অবশেষে মণিকার অতীত সক্রিয় জীবন সম্বন্ধেও বলল, সে তার নিজের জীবন সম্বন্ধে বেশ কায়দা করে এড়িয়ে গেল। কিন্তু মণিকা চতুর্থবার পান করার পর তার বাল্যজীবন সম্বন্ধে বলতে লাগলো। তার দুজন স্বামীর কথা বলল, তার বর্তমান সুখী জীবনের কথাও বলল।

"দ্বিতীয়বার বিবাহ বিচ্ছেদের পর আমি বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার যখন সতেরই বছর বয়স

BanglaBook.org

হবে তখন আমি চিন্তা করব কি কি জিনিস আমি হারিয়েছি। এখন আমি কেবল টাকা উপায় করে যাবো, দামী দামী পোশাক পরব আর প্রচুর মজা লুটবো। জানো গ্রেগ আমি এসব কথা আগে কাউকে বলিনি। আমার মাঝে মাঝে ভীষণ দুঃখ হয় কেন আমি ছেলে হয়ে জন্মালাম না। যেহেতু আমি ছেলে নই তাই আমি ঠিক করেছি যে ছেলের মতোই চলাফেরা করব এবং তা করবোই। ঐ ছোট চুলওলা মেয়েদের পেছনে ঘোরার মধ্যে কোন বৈচিত্র নেই। কোন উত্তেজনার সম্ভাবনা নেই। আচ্ছা গ্রেগ, আমি খুব বেশী কথা বলে ফেলছি তাই না? হয়তো আমি যা বলছি তার জন্য পরে দুঃখ পেতে হবে।"

"না, নিশ্চয়ই নয়।"

"সাধারণ আর পাঁচটা মেয়ের মতো আমার এই জীবনে কোনো আকর্ষণ নেই। তারা এই সব কথাগুলো বলতে লজ্জা পায় আর আমি পাই না। আমি বুদ্ধিমান, আকর্ষণীয় ছেলেদের পছন্দ করি। আমি তাদের চুমু খেতে চাই এবং আমি চাই ওরা আমাকে চুমু দিক। এটা আমার মোটেই খারাপ লাগে না। আমি এসব কথা সোজাসুজি বলাই পছন্দ করি। এসব ব্যাপার আমি মোটেই কল্পনা করি না? যা ঘটছে ঠিক তাই-ই বলি। অথচ আমি কখনও আমার এ রকম ভবঘুরে জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিনি। গ্রেগ, অবশ্য আমি যদি তোমার নিউ ইংল্যান্ডের নৈতিকতায় কোন রকম ব্যাঘাত ঘটাই তার জন্য দুঃখিত।"

"কে দুঃখিত?"

"তাহলে ঠিক আছে। আমার মনে পড়ছে তোমার সঙ্গে প্রথম যখন ওয়েস্টলেক পার্টিতে দেখা হয়েছিল। আমি তোমার সঙ্গলাভ আকাঙ্খা করেছিলাম। আমি তখন তোমাকে সত্যিই মনে প্রাণে চেয়েছিলাম।"

"মণিকা, তুমি বরং আর এক গ্লাস পানীয় নাও।"

মণিকা বিছানায় শুয়েছিল, তার পোশাক কুঁচকে গেছে অথবা চুল আলু-থালু হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে তার কোন হুঁশ ছিল না। সে তার জুতোটা পা থেকে লাথি মেরে খুলে ফেলল, জামার তিনটে বোতাম ছিঁড়ে ফেলল। এর ফলে তার বুকটা পরিষ্কার দেখা গেল! গ্রেগ তখনও তাঁর চেয়ারে নিশ্চল হয়ে বসে আছে, চিন্তা করছে কোন পাপ কাজ আজ বিকেলে করবে না।

সে জানতো যে আজকের বিকেলটা মণিকা না থাকলে খুবই খারাপ লাগতো। মণিকা অসংলগ্ন কথা বলতেই থাকলো, শুয়ে শুয়ে।

মণিকা পঞ্চম পানীয়টা নিয়ে এলো। তার গভীর নীল চোখ দুটো স্কচের নেশায় লাল হয়ে গিয়েছিল।

"রাতের খাওয়া খেয়ে নেবে নাকি, বন্ধু"—মণিকা বলল।

"তুমি কি খুব ক্ষুধার্ত?"

BanglaBook.org

"তুমি খুব দুষ্টু ছেলে।"

"তুমি কেমন করে বুঝলে?"

"আমি কিন্তু সব কিছু আকাশেই কল্পনা করতে ভালোবাসি। তুমি মনে কোরোনা যে আমি তোমার সঙ্গে ওয়াশিনটনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সম্বন্ধে কথা বলছি।"

"মণিকা তুমি ঐ কোণে চলে যাও।" গ্রেগ বলল।

সে মণিকার আন্দোলিত দেহ দেখতে পেলো, সে দেখলো তখনও তার তিনটে বোতাম খোলা, যেন তাকে উদগ্র কামনার আহ্বান জানাচ্ছে। মার্টিন টাউন হলে সে হয়তো এই অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করত, হয়তো তার রক্ত দ্রুত বইতে শুরু করত। কিন্তু সে জেরির কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলো না। সে মনে প্রাণে কামনা করলো যে জেরি তার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করুক। এটাই সে চেয়েছিল। অবশ্য এর দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান হত না।

"তুমি মনে হয় নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করছ। হয়তো আমি তোমাকে কিছু বাজে কথা বলছি।"

আমার মনে হয় এটাই এই বছরের সবচেয়ে সৌজন্যপূর্ণ প্রশ্ন, মণিকা!"

"আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। গত কয়েক ঘন্টাতে তুমি অন্ততঃ অষ্টআশি বার সুযোগ পেয়েছে। আর প্রতিবারেই তুমি তোমার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছো। আমার মনে হয়, আমি এখনও তোমার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারনি।

সে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য অপেক্ষা করছিল। "মণিকা, আমি যদি তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি করি, তাহলে সেই ব্যাপারটা কিন্তু আমার দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো এছাড়া আর কিছুই নয়।

ধূর্ত বিড়ালীর মতো এক টুকরো হাসি মনিকার ঠোঁটের উপর খেলে গেল। তার হাতের পানীয়পূর্ণ গ্লাসটার দিকে নজর গেল। সে গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়ে এলো এবং এক চুমুকে সেটা শেষ করল,। তার চকচকে চোখ গ্রেগের দিকে নিবদ্ধ হল।

সে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল, গ্রেগের চেয়ার এর পাশে এসে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার দেহটা খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দিল। তার আবেদনী স্ত্রীসুলভ চেহারা সম্বন্ধে অনেক কানাকানিই হয়েছে। সে কামনা মদির হাসি হাসল। তার লম্বা আঙ্গুলগুলো বোতামের কাছে নিয়ে এলো।

"তোমার নীতিটা খুবই উচ্চস্তরের, তাই না গ্রেগ?"

এই কথা শুনে নেশাগ্রস্ত গ্রেগের উত্তেজনা হঠাৎ বেড়ে গেল। না, মনিকা কোন ফাঁদ পাতেনি। আসলে সে ছিল সুন্দরী এবং গ্রেগ একটা পুরুষ,

BanglaBook.org

এই যথেষ্ট।

"গ্রেগ তুমি কিছু বলছ না কেন, তোমার গলায় কিছু আটকে গেছে নাকি?"

গ্রেগ উঠে দাঁড়াতে লাগলো।

মনিকা তার জামার বাকি বোতাম গুলো খুলে ফেলল এবং সেটা মাটিতে পড়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না গ্রেগ তার দিকে টলতে টলতে এগিয়ে যেতে লাগলো।

অবশেষে তুমি জিতলে তাই না?' গ্রেগ ফিসফিস করে বলল।

"কিন্তু প্রিয় এটা তো এই ভাবেই আসে। তাকে চুম্বন করার আগে মণিকা পরিষ্কার গলায় বলল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আট

জোডিপিকের সিনেমা যাওয়ার আমন্ত্রন উপেক্ষা করে জেরি আজ বাড়ীতে বসে ছিল। সন্ধে সাতটার পর সে বেরোতে চায় নি, হয়তো লয়া তাকে ফোন করতে পারে। এটা পরিষ্কার যে গ্রেগ তাকে ফোন করবে না।

হাল্কা ডিনার সেরে সে বিছানাতে শুয়ে বই পড়ছিল। সে মন দেবার চেষ্টা করছিল ডাক্তার এনরাইটের সঙ্গে তার ইন্টারভিউ-এর কথা তার মনে পড়ে যাচ্ছিল। ডাক্তার এই ঘটনা থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে কিছু বলে নি। তাকে আবার উৎসাহও দেয় নি। সে যে সত্যিটাকে কবর দিতে চেয়েছিল সেটা তুলে নিয়ে আসা ছাড়া এনরাইট আর কিছুই করে নি।

আজ পর্যন্ত তাকে কেউ এ কথা বলেনি, তুমি আদর্শ প্রাণ উজ্জ্বল গৃহিনী হও, ভীরু মেয়ে হয়ে বসে থেকো না। যাদের কাজ কেবলমাত্র স্বামীকে সন্তুষ্ট করা।, রান্না করা, সন্তান পালন করা এবং বৃদ্ধ হলে শক্ত যুক্ত চেয়ারে বসে থাকা। ম্যারিয়ন তাকে এই সব কথাই বলেছে। গ্রেগ তার প্রতি যথেষ্ট উষ্মা প্রদর্শন করেছে। মাইলের পর মাইল সে কেবল কথাই বলে গেছে, কেবল তাকিয়েই থেকেছে। সে নিজের মুখটাই দেখেছে, তার মুখটা দেখেনি।

কিন্তু এখন তাকে বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয়েছে—সে জেরি ক্লায়েন হলিস্টার—সে বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছে, সে ঘটনাগুলো পরিষ্কার করে নিতে চায়।

হঠাৎ সে বুঝতে পারলো কেন ক্লাবের লোকগুলো তার দিকে অর্থ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওরা সবাই চোখ দিয়ে দেখতে চায় একজন মেয়েকে গ্রেগ হলিস্টারের সুন্দরী বউকে নয়। তার মানে এই নয় যে সে আগে এর অর্থ বুঝতে পারেনি। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে। ওরা দেখে একটা রক্ত মাংসের নারীকে—যাকে তারা জড়িয়ে ধরতে চায়।

তার বেশ মনে পড়ছে সেই মুহূর্তগুলো, তখন সে ডাক্তার এনরাইটের কাছে ঐ ভয়াবহ ইন্টারভিউ দিচ্ছিল এবং সেই সময়ে তার মনে পড়ছিল মিস্টার জনের কথা। চিন্তাটা খুবই যন্ত্রনাদায়ক—সে তাকে আদৌ চায়নি—ঐ সেঁয়ো ভূতটাকে।

একটাই মাত্র পথ খোলা ছিল। তা হল, গ্রেগকে ফোন করে অনুরোধ করা যেন সে ফিরে আসে অথবা তাকে নিয়ে যায়। না, সে অনুরোধ করবে

BanglaBook.org

না, সে জোর করবে। সে এখনোও তার বউ, সে গ্রেগের কাছে ভিক্ষা চাইতে যাবে কেন। সে যখন একটা কথাও বলেনি, তখন তার মনে যথেষ্ট দুঃখ হয়েছে। অবশ্য এটা ভাবা খুবই হাস্যকর যে গ্রেগ যেখানে যাবে সেখানেই তার বৌকে নিয়ে যাবে। সে যদি প্রকৃতই হয় তাহলে স্থির নিশ্চিত হয়ে সে কাজ করবে।

সে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফোন করল না। অনেকক্ষণ বিছানাতে শুয়ে রইল। পড়ার ভান করে সে ভাবতে লাগল। সে অবশেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বহু পরিচিত জিনিসের দিকে নজর দিতে দিতে সে ফোনের কাছে গেল। হোটেল ফ্লোতে সরাসরি যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। খুব কম সময়ের মধ্যেই সে কলটা পেয়ে গেল। তার মনে পড়ল গ্রেগ কেমন করে ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে তার সঙ্গে পাশবিক ব্যবহার করেছে। তার এখনো মনে হচ্ছে তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হবে। সে যেই গ্রেগ এর গলা শুনতে পেলো, সে প্রমান করতে চাইলো যে সে এখনও তাকে ভালোবাসে এবং তার জন্য অনেক কিছু করতে প্রস্তুত।

যাই হোক, সে ভাবলো এই শত শত মাইল লম্বা তারের মধ্যে দিয়ে সে তা প্রধান করতে পারবে।

"ইয়েস- মিস্টার হালিস্টার বলছি—আপনি কে?"

জেরি ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। গ্রেগের গলাটা একটু ছড়ানো—সে সবে মাত্র হাল্কা ঘুম থেকে উঠেছে।

সে যখন জেগে থাকে তার খুব একটা হুঁশ থাকে না অথচ তাকে ঘুম থেকে তুলতে খুব একটা অসুবিধে হয় না।

"লং ডিস্টান্স কল—দয়া করে তাড়াতাড়ি করুন" অপারেটর বলে উঠল।

"কে গ্রেগ, গ্রেগ নাকি?

"কে তুমি?"

"গ্রেগ—আমি জেরি বলছি।"

দীর্ঘক্ষণ বিরতি। মনে হল গ্রেগ আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। তার প্রিয়-অতি পরিশ্রমী গ্রেগ। হঠাৎ তার স্বামী গ্রেগের জন্য তাই ভালোবাসা উথলে উঠলো। তাকে আবেগ রুদ্ধ করল। সে মানস চোখে দেখতে পেলো গ্রেগের একগোছা চুল ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে—সে প্রায়ই মাথায় টুপি লাগাতে ভুলে যায়।—সে কত উত্তেজনা নিয়ে নতুন আঁকা, নতুন গান, নতুন সঙ্গীত তাকে বুঝিয়ে দিতো—চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও সে কেমন ভদ্র শান্ত থাকতো।

"কি।"

"জেরি প্রিয়, আমি তোমার জেরি।"

BanglaBook.org

"ও!" হঠাৎ সে জোরে চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যালো-জেরি"—সে বেশ কেটে কেটে কথাগুলো উচ্চারণ করল।

"গ্রেগ, তুমি ঠিক আছো তো?" জেরি তার ঠোঁট কামড়ে প্রশ্ন করল।

"ঠিক আছি আমি, ও দারুণ আছি। এর চেয়ে বেশী ভালো আর থাকা সম্ভব নয়।"

গ্রেগ নেশা করেছিল—খুব বেশী না হলেও খারাপ নয়।

"গ্রেগ-আমি জেরি কথা বলছি।"

"ও: জেরি তুমি কেমন আছো। আর সব খবর ভালো তো।" জেরি খুব ধীরে ধীরে বলতে লাগলো-সে নেশাই করুক অথবা স্বাভাবিকই থাক-সে অন্ততঃ তার আবেদনটা শুনতে পাবে।

"গ্রেগ, আমি টিকিট কাটার বন্দোবস্ত করছি, আমি তোমার কাছে যেতে চাই।"

কি, সত্যি।"

"গ্রেগ, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? আমি তোমাকে চাই, প্রিয়, তোমার সঙ্গে থাকতে চাই আমি—"

একটা গলা সে শুনতে পেলো-প্রথমে মনে হয়েছিল গ্রেগের কিন্তু পরে মনে হল অন্য কারও। অন্য কেউ তার হোটেলে রয়েছে।

"তুমি আমাকে বাধা দিয়ো না। মণিকার খুব ঠান্ডা লাগছে দাঁড়াও ঘরটা একটু গরম করছি।" গ্রেগের পরিষ্কার গলা সে শুনতে পেলো।

সে শুনলো গ্রেগের হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে গেল এবং কঠিন কিছুতে আঘাত করল।

"গ্রেগ··· "জেরি চেঁচিয়ে ডাকল।

"কেউ ফোন করছে" গ্রেগ হাসতে হাসতে বলল, মণিকা, "ওটা জেরির ফোন, তুমি জেরিকে চেন?"

"নিশ্চয়ই আমি জেরিকে চিনি।"

"দারুণ মেয়েটা কিন্তু।"

"আর জেরি"—গ্রেগ মোটা গলায় ফোন তুলল" "তুমি এখন কি করছ জেরি?"

অবশ মুহূর্তেগুলো চলে গেল, জেরি বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে শুনে গেল। যখন তার হুঁশ হল তখন সে বুঝতে পারলো যে সে রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলো, এই সেই বিছানা যেখানে তারা একসঙ্গে শুয়েছে। তার চোখে জল এল না।

পরে অনেকক্ষণ পরে। দূরের ঘড়িতে দুটো বাজলো। তবুও জেরির ঘুম এলো না। জেরি বিবাহ বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করতে লাগলো এবং এর তাৎপর্য সে কিছুই জানে না। এই রকম চিন্তা আগেও তার মাথায় এসেছে

BanglaBook.org

কিন্তু এখন বেশ শান্ত ভাবে সে চিন্তা করল। সে এ ব্যাপারে একটুও ঘাবড়ে গেল না।

পৃথিবী এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। তার বাবা মা এ বিয়েতে কোন মত দেয় নি। আবার তারা গ্রেগের বিরুদ্ধেও যেতে সাহস করে নি। তবু বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোর্টে যেতে হবে। যেন ময়লা কাপড় লন্ড্রীতে দেওয়া। কোর্টে গেলে এই কাজটা অবশ্য তাড়াতাড়ি হবে। সে আবার জেরি ক্রেয়ন হয়ে যাবে। সে তখনো তরুণী, বুদ্ধিমতী এবং আকর্ষনীয়া থাকবে।

বিরাট প্রচেষ্টা, সে কঠোরভাবে চিন্তা করল।

এই চিন্তা হয়তো কেউ সমর্থন করবে না। ম্যারিয়ন তো শুনলে পাগল হয়ে যাবে। ক্লাবের মেয়েরা হাজারটা প্রশ্ন করবে। এবং যা ঘটেনি তাই তারা বলবে। হয়তো মাত্র একজন লোক তার হাতটা মনের আনন্দে ঘষবে। আলেকজান্ডারের পর হয়তো ঐ মানুষটা শ্রেষ্ঠ বিজেতার সম্মান পাবে।

সে হল লরা।

হয়তো বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে জেরি ক্রেয়ন শান্তি পাবে। হয়তো সে এই পরিবেশ থেকে মুক্ত হবে। হয়তো সে তখনো ভীরু থাকবে, হয়তো সে বুঝতে পারবে না যে তার মধ্যে একটা ডিনামাইট বসানো আছে।

হ্যাঁ, অবশেষে সে তাই করবে। লরা বা গ্রেগের নির্দেশের অপেক্ষা না করেই সে তা করবে।

সকাল নটার সময় মার্টিন টাউনের গ্যাবলের দোকানে সে উপস্থিত হল। আজ শুক্রবার ক্লাবের সাধারণ নাচের আসর বসবে। সে অবশ্য সেখানে না যেতে মনস্থ করল, প্রথমত, গ্রেগ তখন শহরেরে বাইরে আছে এবং দ্বিতীয়ত, তার নতুন গাউন নেই, কিন্তু সে সকালে স্থির করেছিল যে সে নতুন গাউন কিনবে এবং রাতে নাচের আসরে যাবে। তার সমস্ত রাগটা গ্রেগ এবং লরার ওপর গিয়ে পড়ল, এতে সে আরও রেগে গেল। মিস্টার গ্যাবল নিজেই বেরিয়ে এলেন এবং জেরিকে পোষাক পছন্দ করে দিলেন কিন্তু তা জেরির পছন্দ হল না। সে সব চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণকারী গাউনটা চাইল—ঘনকালো ভেলভেট এর গাউন, নীচু গলা, গায়ে চাপ হয়ে বসে, এমন কি বুক দুটোও দেখা যায়। মিস্টার গ্যাবল তার গলাটা ঝেড়ে নিয়ে ভ্রু তুলে তাকালেন। তিনি চোখ দিয়ে প্রশ্ন করলেন মিসেস হলিস্টার এর জন্য এই গাউন? সবার দৃষ্টি আজ সে কেড়ে নেবে, কেউ তাকে হারাতে পারবে না।

ম্যারিয়ন এবং হার্ভে সাড়ে নটার সময়ে এসে হর্ণ বাজাতে লাগলো। অনেকক্ষণ পর সে সাদা ওড়নাতে দেহ জড়িয়ে নীচে নেমে এলো, তার দেহের বিশেষ অংশটা আবৃত ছিল না। এটা খুবই উপযুক্ত হয়েছিল, সে যা

BanglaBook.org

চেয়েছিল ঠিক তাই ঘটেছে।

"ও, মনে হচ্ছে তুমি একটা সাদা গুটি থেকে বেরিয়ে এলে" ঐ ওড়নাটা স্পর্শ করে প্রশংসার সুরে ম্যারিয়ন বলল। ম্যারিয়নও ঐ একই রকমের একটু চাপা গাউন পরেছিল। সে এই পোশাকটা গত তিনটি নাচের আসরেই পরেছিল। হার্ভে সামনের সিটে বসেছে, প্রায়ই সরসের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করছে।

"ওঃ তোমাকে সত্যিই দারুণ দেখাচ্ছে।" হার্ভে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল।

"ধন্যবাদ আপনাকে, আমার মনে হয় আজ সকলেই আপনার মতোই কথা বলবে।" জেরি ঘাড় কাত করে বলল।

"তোমার নিজের ওপরে তো দারুণ আত্মবিশ্বাস আছে।" ম্যারিয়ন একটু টেনে টেনে বলল।

জেরি কোনো উত্তর দিলো না, কেবলমাত্র একটু মুচকি হাসলো। তার মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি এলো যা আগে তার আসে নি। কোনো রকম অস্বস্তির মধ্যে না গিয়ে সে নিজেকে উন্মুক্ত করতে চাইলো।

এই রকম অনুভূতিতে সে পূর্ণ রইল যতক্ষণ হার্ভে তার গাড়িটাকে ক্লাবের উজ্জ্বল আলোয় নিয়ে যেতে লাগলো। সে ম্যারিয়নের পেছনে পেছনে উঁচু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। অবশ্যই সিঁড়িতে ওঠার জন্য এই গাউনটা তৈরী হয়নি। সিঁড়িতে ওঠার সময় সে তার স্কার্টটা একটু তুলে ধরল। সিঁড়িতে উঠতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। প্রধান ফটকে ঢোকার সময়ে সে স্কার্টটা হাত থেকে ছেড়ে নিজের মধ্যে ফিরে এলো, "ম্যারিয়ন, তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই, তাহলে তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছো।"

"তুমি এই সংবাদটা কেমন করে পেলে? ম্যারিয়ন আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে বলল।

"তোমায় কি মনে হয় আমি খুব বেশি পোশাক পরে ক্লাবে এসেছি অথবা খুব কম পোশাক পরে এসেছি?"

"এর অর্থ অনেক কিছু হতে পারে, তাই না? অথবা তুমি যদি সেই প্রশ্ন করো তাহলে আমি বলব। প্রয়োজনের বেশি তুমি দেহের কোন অঙ্গকে দেখাচ্ছো? তুমি যখন মোটরের মধ্যে এলে তখন তোমাকে সত্যিই দারুন দেখাচ্ছিল। আর এই জোরালো আলোতে তো তোমাকে অপরূপা লাগছে। আমি নিশ্চিত সে আজ তোমার চারপাশে অনেক কামুক জুটে যাবে।"

খানিকটা থেকে ম্যারিয়ন এই কথাগুলো বলল।

"ম্যারিয়ন, তুমি খুব ধার্মিকের মতো কথা বলছ—তুমি ভুলে যাচ্ছ যে এটা আধুনিক যুগ।"

"তা তুমি ঠিকই বলেছ। এখানকার সব মেয়েরাই যদি তোমার কথা

BanglaBook.org

মতো চলে তাহলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই। সিডিল ওয়ারের পর তুমিই মনে হয় প্রথম বহু আলোচিত বস্তু।"

"তুমি কি জানতে চাও, ম্যারিয়ন? লোকে যদি আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার সম্বন্ধে কিছু বলে তাতে আমার কিছু যায় আসে না।"

হার্ভে ঠিক সেই সময়ে এসে পৌঁছলো, এবং সবার সঙ্গে করমর্দন করল। "ঠিক ঠাক তো, ভদ্রমহোদয়গণ—আমরা এখন সিংহের গুহায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি।" সে জেরির হাতে একটু চাপ দিলো—একটু ঘনিষ্ট হয়ে হাতে চাপ দিলো। কিন্তু তার বোকা মুখে তার কোন ছাপ দেখা গেল না।

পার্টি শুরু হওয়ার পথে। অনেক বেশি দম্পতি এসে জমায়েত হচ্ছিল। জাপানী লণ্ঠনের আলোর নীচে অর্কেস্ট্রা বাজছে। উদ্বোধনী বাজনা হিসেবে এই "ম্যাস্করাট র‍্যাম্বল" খুবই প্রাণবন্ত এবং সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

বাইরে চাঁদের আলো মৃদুভাবে কিরণ দিচ্ছে এবং কেউ কেউ বাজনার তালে তাল ফেলার চেষ্টা করছিল। দূরে গাড়ীর হর্ণের শব্দ আসছে, গ্লাস-এর ঠুনঠন শব্দ আসছে। ভদ্র পোশাকে পরিহিত সুবেশ তরুণদের স্বচ্ছ আর হাসির ঢেউ কানে যাচ্ছে

মূল প্রবেশ পথের ঠিক পাশেই জেরি দাঁড়িয়েছিল এবং সে বুঝতে পারছিল অনেকের চোখ তার দিকে নিবদ্ধ। অবশ্য সে এখনো তার দেহ থেকে ওড়নাটা খুলে ফেলেনি। ফ্রান এবং আইরিশ তাকে অভ্যর্থনা জানালো, তাদের পোশাকের মধ্যে মার্টিন টাউনের সৌজন্যতার রেশটুকু ছিল। সন্ধ্যের সময়ে লোকে তার দিকে অর্থহীন ভাবে দেখছিল কিন্তু এখন তাদের দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে।

সে অনুভব করল তার মধ্যে রূপান্তর ঘটছে।

একজন এসে তার হাতে কিছু পানীয় দিয়ে গেল এবং আর একজন এসে তার দেহ থেকে ওড়নাটা উন্মুক্ত করল। ম্যারিয়ন তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলল "তুমি এখন ষ্টেজের মধ্যে আছো। সকলেই তোমার নাচ দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করছে।" তার ভিজে ঠোঁটে সে গ্লাসটা ঠেকালো। হঠাৎ লক্ষ্য করল যে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে ভীড়ের পেছনে ক্লিন্ট দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক দরজার পাশেই।

কিন্তু তার মনে হল লোকটা খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

"আরে জেরি যে, তোমাকে তো দুর্ধর্ষ দেখাচ্ছে।" গ্রেস পোর্টার প্রায় পনের মিনিট পরে দেড় গ্লাস পান করে এসে বলল।

সে শিষ্টাচার ঠিকই দেখিয়েছিল কিন্তু তার কথার মধ্যে ঘৃণার বিষ উপচে পড়ছে। গ্রেস পোর্টার বিকিনি পরেছে, যে কোন আধুনিক মেয়ের পক্ষে যতটা দেখানো সম্ভব সে তার পুরোটাই সদ্ব্যবহার করেছে। যদিও সে হাসছে তবু তার মধ্যে একটা চরম অসন্তুষ্টির ভাব।

"ধন্যবাদ তোমাকে গ্রেস", জেরি একটু অনিশ্চিতভাবে বলল। সে তার তৃতীয় ট্রের উপর রেখে দিল, সেই সময়ে একজন সাদা কোট পরিহিত কেউ বলল, "তোমাকে সত্যিই খুব আকর্ষণীয়া লাগছে।"

জেরির মুখটা একটু ঝুঁকে গেল এবং সে একটু বিরক্ত বোধ করল। সে আজ পান করতে এসেছিল, সে গুনবে না কত গ্লাস আজ পান করল। সে আজ মাতাল হয়ে যেতে চেয়েছে। আজ রাত ছিল পরীক্ষার রাত। মার্টিন টাউনবাসীকে সে আজ রাতে দেখাতে চাইল তার নারীত্ব। ওরা সকলেই তাকে একটা দারুণ ঝিনুক ভেবেছিল, ওরা ভেবেছিল যে সে তার স্বাস্থ্যবান স্বামীকে বিশ্বস্ত কুকুরীর মতো অনুসরণ করবে।

সে আজ কৃতকার্য হয়েছে। প্রত্যেকে জানে যে, সে এখানে আছে। গ্রেস পোর্টারের কাছ থেকে আলোটা সরে এলো, সেটা জেরির উপর নিবদ্ধ হল, তখন সে তার চতুর্থ পানীয়ের জন্য হাত বাড়ালো। কি বোকা আমি, গোনার কি দরকার, জেরি তো বলেইছে সে আজ গ্লাস গুনবে না। সে বুঝতে পারলো আলোটা তার ওপরে এসে পড়ল, স্থির হয়ে রইল। সে মোটেই দারুণ সাজগোজ করেনি। নিয়ন আলোর নীচে না দাঁড়িয়েও সে তার নারীত্বকে প্রস্ফুটিত করতে পারতো।

তার অজান্তেই সে চতুর্থ গ্লাসটা খেয়ে ফেলল। তার দেহটা আস্তে আস্তে শিথিল হচ্ছিল—সে তার আত্মসচেতনাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো। ওরা সবাই লুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছিল। ওরা তাকাল—ও আজ এমন কিছু দেখাবে যাতে ওদের দৃষ্টি আরো লুব্ধ হয়।

গ্রেস পোর্টারের ভোঁতা স্বামী জো পোর্টারের হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে সে সুইমিং পুলের দিকে হাঁটছিল। সে ঠিক মনে করতে পারছে না কখন সে জোর সঙ্গে এদিকে হাঁটতে শুরু করেছে। কিন্তু তারা এক সঙ্গে হাঁটছিল। অর্কেস্ট্রা তখনও বেজে চলেছে। হয়তো ওই রাতে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটবে না।

BanglaBook.org

"গুড ইভনিং, মিসেস হালিস্টার" জো পোর্টারকে থামিয়ে দিয়ে ক্লিন্ট ঘাড় কাত করে বলল।

জেরি তার মাথা নাড়লো। "গুড ইভনিং—আঃ-তোমার নামটা কি যেন ?"

"ক্লিন্ট —মিসেস হালিস্টার।"

"জো, আমি আরও এক গ্লাস পান করব, প্লীজ, ছেড়ে দাও। জো তার হাত ছেড়ে দিলো এবং ককটেলের আদেশ দিলো। জেরি একটা সিগারেট ধরিয়ে বারের কাছেই একটা চেয়ারে বসে পড়ল। সে বেশ বুঝতে পারলো যে শান্ত ডসনের মধ্যে সে আস্তে আস্তে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সে খুব ধীরে ধীরে আরাম করে বসল, সিগারেট খেতে লাগলো। ঘুনাক্ষরেও বুঝতে দিলো না যে সে মানসিক চাপে ভুগছে। ডসন কিন্তু প্রথম থেকেই চূড়ান্ত ভদ্রতা রক্ষা করে চলছিল। সে কেবলমাত্র বারে কাজ করত। এ ছাড়া আর কিছু নয়। আর জেরি হল এই ক্লাবের সদস্যা। ডসনের অর্থপূর্ণ চাউনি জেরির কাছ থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরতে লাগল।

সকলের মধ্যে উদগ্র উত্তেজনা ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছেতে জেরি আজ জেরি ক্ষেপে উঠেছে। তার গাউনের লম্বা চেরা অংশটা সে খুলে দিয়েছিল। পায়ের ওপর সে পা তুলে বসল, এর ফলে গাউনের লম্বা চেরা অংশটা দিয়ে তার মসৃণ উরুদেশ দেখা যেতে লাগল। এবং কেবলমাত্র ক্লিন্ট ডসনের দিক থেকেই এটা দেখা যাচ্ছিল। তার পায়ে সাদা সিল্কের মোজা, রাবারের বেল্ট দিয়ে আটকানো। সে ইচ্ছে করে তার চোখটা অর্কেষ্ট্রার দিকে নিবদ্ধ রেখেছিল যদিও সে ভালো মত বুঝতে পারছিল এর ফলে ডসন ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। সে এক ধরণের বিজাতীয় আনন্দ উপলব্ধি করল। জো যখন তার দিকে তাকালো, সে তখন এক বালক ক্লিন্টকে দেখে নিলো, তার দিকে একটা অদ্ভুত মুখ ভঙ্গী করল যার অর্থ হল—আমি এখন মুক্ত, প্রিয় বন্ধু—

"এই যে তোমার পানীয়," জো বলল।

"তুমি আমার বীর সৈনিক, জো," জেরি বলল খুব ধীরে ধীরে পুরুষেরা এই ছোট্ট এলাকাটা ঘিরে ফেলতে লাগলো। জেরি হালিস্টার-এর আকর্ষণ তাদের আরও কাছে নিয়ে আসতে লাগলো। তার একটা ছোট শ্রোতার দল তৈরী হল। এবারও সে নিজের অজান্তে পানীয়টা খেয়ে ফেলেছে। সে লক্ষ্য করল যে জো পোর্টার আর তার পাশে বসে নেই। সে কয়েক ফুট দূরে প্রায় উন্মত্ত গ্রেগের সঙ্গে কথা বলছে। জেরি নিঃশব্দে হাসলো। কেউ কেউ তার সঙ্গে কথা বলছিল। সে তার অসংলগ্ন উত্তর দিচ্ছিল কিন্তু তার দৃষ্টি জো এবং গ্রেগের দিকে নিবদ্ধ। ব্যাপারটা জেরির কাছে খুব হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে বলেই সে এখনো এমন করে কোনো কথা বলেনি। কে তার দিকে

BanglaBook.org

কুৎসিত ইঙ্গিত করতে পারে? মিস্টার ডসন তখনো তার দিকে তাকিয়ে হাসছিল কিন্তু তার প্রতি ডসনের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ একটা যেন ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। প্রায় আবডজন লোক জেরির সঙ্গে নাচতে চাইছে। আইরিশ গ্রাহামের স্বামীই জিতল কারণ সে খুব কাছে রয়েছে এবং তার দাবী সত্যিই জোরালো। জেরী সুখী হল, আবার অবাকও হল। সে আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। মদের নেশায় তার পা ঠিকমতো পড়ছে না। ছোট্ট, সুন্দরী শ্রীমতি হলিস্টার মদের পিপে হয়ে উঠেছে। ভাবতে তার কেমন অবাক লাগছিল।

মিস্টার গ্রাহাম জেরিকে খুব কাছে চেপে ধরায় জেরি নিজেকে একটা কাপড়ের পুতুলের মতো ছেড়ে দিলো। সে জড়িয়ে ধরার অনুভূতি উপভোগ করল। জেরির খোলা পিঠের ওপরে তার হাতের স্পর্শ একটা নতুন অনুভূতি দিলো। সে প্রায় আর একটু হলে হেসে ফেলেছিল আরকি, সে গ্রাহামের কানের কাছে অসংলগ্নভাবে কথা বলতে লাগল। ড্রামের শব্দটা তার কানে খুব জোর মনে হচ্ছিল। যারা নাচছে এবং যারা দর্শক তারা সকলেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। স্টেজটা আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করল, তবে এতে সে পড়ে গেল না। ম্যারিয়ন এবং হার্ভে অন্য কোথাও ছিল। যদি না সে মত্ত হয়ে যেতো তাহলে সে ঠিক ডাক্তার এনরাইটের দেখা পেতো। সে উৎফুল্ল হয়ে চিন্তা করল ডাক্তার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন—আঃ ডাক্তার তুমি দেখো—তুমি কি করতে পেরেছো। তুমি আমাকে আজ উন্মুক্ত করে দিয়েছো। তুমি হয়তো তা অস্বীকার করতেপারো। কিন্তু তুমি তা করতে সক্ষম হয়েছো। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

একটা নতুন সুরু হল, জেরি মনের আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। সে তার সঙ্গীর কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়ালো. ছন্দের সঙ্গে সে হাততালি দিতে শুরু করল। আবেগে সে তার খোলা পিঠ বাদ্যকারদের দেখিয়ে দিলো।

"আঃ, আজ কি আনন্দ আমার।" সে চেঁচিয়ে উঠল। তারা সবাই হাসছিল। কেউ কেউ প্রশংসাসূচক ধ্বনি দিচ্ছিল। আজ মার্টিন টাউন-বাসীরা সবাই তাকে আরও উৎসাহ দিতে লাগলো।

জেরি নিজের আনন্দে উন্মত্ত হয়ে তার সুডৌল স্তন এবং সুগঠিত নিতম্ব আন্দোলিত করতে লাগলো। সেই সঙ্গে হাততালি দিতে লাগলো। সে চারপাশে ঘুরতে লাগলো, তার সঙ্গীর কথা অথবা তার চারপাশে যারা রয়েছে তাদের কথা মনে হলো না। হঠাৎ চোখের কোন দিয়ে সে ক্লিন্ট ডসনকে দেখতে পেলো। কিছু কিছু ড্যান্সার সরে গিয়ে তাকে আরও জায়গা করে দিয়েছিল যাতে করে সে আরও ভালোভাবে তার নাচ-এ স্বাগ করতে পারে। সে যখন তার সারা দেহতে স্পন্দন দিচ্ছিল তারা সবাই তা উপভোগ করছিল। ঠিক এই সময়ে অর্কেস্ট্রা আর দ্রুত লয়ে বাজাতে লাগলো।

আজ জেরি মুক্ত, তার মধ্যকার পানীয় তাকে আজ আরও মুক্তি এনে দিয়েছে।

BanglaBook.org

সে সঙ্গীতের তালে তালে নাচতে লাগলো। সে ধীরে ধীরে নাচতে নাচতে ক্লিন্টের দিকে এগিয়ে এলো।

সে যখন ক্লিন্টের কাছে গিয়ে পৌঁছালো তখন নিজের দেহ সম্বন্ধে কোনো হুঁশই তার নেই। কোন স্বতঃস্ফূর্ত সুন্দর ছিল না। সে কয়েক বছর আগে অন্যদের এইরকম মোচড় দিতে লক্ষ্য করেছিল। এখন সেগুলো তার মনে পড়ল। সে এবং কর্জ ওয়াশগর্ন প্রতিদিন বিকেলবেলা মাউন্ট ভিউ এর টিভালি বার্লেস্কনে যেতো। তারা টিকিট কেটে হলে ঢুকতো আর সামনের দিকে বসে শো দেখতো। গোমড়া মুখো একটা চকচকে মানুষ স্টেজের ওপর দিয়ে চলে যেতো। জেরি, মার্জ এবং অন্যান্যদের সে তার জ্বলন্ত শরীর দিয়ে উত্তেজিত করত। দর্শকরা হাততালি দিতো, উৎফুল্ল হত। অবশেষে সে লাফ দিয়ে স্টেজ থেকে চলে যেতো। পুরুষ দর্শকের এই রকম উচ্ছ্বাস দেখে সে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

এখন তার ঐ মোটা মেয়েটার কথা মনে পড়ল, সে তাকিয়ে দেখলো যে অন্যান্যরা ঐ একই দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কয়েক বছর আগে ঐ অন্ধকার থিয়েটারে সে এবং ম্যারি দুজনেই খুব লজ্জা পেয়েছিল। কিন্তু আজ রাতে জেরির গালে কোনো লজ্জার আভা দেখা গেল না। সে অবশ্য তার গাউনটা খুলে ফেলার কোন চেষ্টা করল না। তার কোন প্রয়োজন ছিল না ডসন তার দিকে হাঁ করে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কেউ তাকে এই দারুণ নাচ থামাতে বলল না। সে চালিয়ে যেতে লাগলো। কান ফাটানো বাজনার শব্দ তাকে আরও উত্তেজিত করে তুলেছে। তার পানীয় তার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। সে কি অদ্ভুত ভাবে নেচে যেতে লাগলো। স্বাধীনভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে নাচতে লাগলো। মাঝে মাঝে তার স্কার্ট হাঁটুর ওপরে উঠে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে ক্লিন্ট তার কাছে এগিয়ে এলো। নাচার সময়ে তার মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠেছিল। যখন তার কাছে বাজনাটা অসহ্য মনে হচ্ছিল তখন ধীরে ধীরে ডসন তার ওপর প্রভাব বিস্তার করল। মনে হল পৃথিবীটা ছোট হয়ে আসছে, লোকগুলো তাদের ঘিরে ধরছে। হঠাৎ তার খোলা কাঁধে কারও হাত স্পর্শ করল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুরে তাকিয়ে দেখে—ক্রুদ্ধ লরা।

কোনো দেওয়াল ভেঙে পড়ল না। বাজনা ধীর হয়ে বাজতে লাগলো। দর্শক আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে। জেরির চোখ দূরের বারের দিকে নিবদ্ধ। সে আরও একবার পান করতে চাইলো।

"এখন বাড়ী চল," খুব মিষ্টি গলায় লরা বলল।

ততোধিক মিষ্টি গলায় জেরি বলল, "না এখন নয়।"

"তুমি কি পুরো পাগল হয়ে গেলে?"

"হ্যা,—জেরি তার পানীয় তুলে নিল।"

BanglaBook.org

"তোমার মাথায় ভূত ভর করেছে—

"আমার কিছু হয়নি লরা"—জেরি অনুযোগের সুরে বলল। তার গলা ভেঙে গেল।

"কুড়ি—মাত্র কুড়ি বছর পরে কেউ মনে রাখবে না যে তুমি এখানে এসেছিলে অথবা গ্রেগ এখানে ছিল না। আমারও অনেক···অনেক কিছু মনে থাকবে না···কিন্তু আমি ঐটা মনে রাখবো।" সে আঙুল দেখিয়ে যেখানে নেচেছিল সেই জায়গাটা দেখালো।

ঠিক আছে তাই হবে। উন্মত্তের প্রলাপ যত সব।

"আমি যথেষ্ট মজাতে আছি। আমি তোমার সঙ্গে বাড়ী যেতে চাই না।"

"তুমি কি এক মুহূর্তেও চিন্তা করেছো। যে আমি তোমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে চাই এবং তা তোমার ভালর জন্যই।"

জেরি পান করল এবং বলল, "তাতে কি এসে যায়?" "আমি তোমাকে বলছি তাতে কি এসে যায়। আমার নামে, আমার ছেলের নামে, আমরা কখনোই চাই না আজ রাতে তুমি নষ্ট হয়ে যাও। তুমি এত নীচ, এত সস্তা, তোমার মূল্য মাত্র দুডলার-এর রাস্তার মেয়েদের মতো?"

"ঠিকই, আমার দাম ঠিক অতই, লরা, আমি কি তোমাকে আর কিছু বলব?"

"তোমার এবং আমার ছেলের বদনাম হওয়ার আগেই তোমাকে আমি এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই। সে এসব ঘটনা সবই জানতে পারবে, আমার বলার দরকার হবে না।"

"কিন্তু লরা, তুমি ওকে যেন বোলো এই ঘটনাটা কেমন?"

"তুমি আমার সঙ্গে আসবে কিনা আমি জানতে চাই, আমি ট্যাক্সি ডাকছি।"

জেরি আরও একগ্লাস পানীয় খেলো এবং লরার দিকে তাকালো। এক মুহূর্তের জন্য সে ভীষণ ভদ্র হয়ে গেল।

"লরা আমি তোমার সঙ্গে যাবো না, আমি কারও সঙ্গে যাব না। তোমরা আমাকে ঘৃণা করো তাই না? কিন্তু আমি আমাকে যতটা ঘৃণা করি তার চেয়ে বেশী তো তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পারবেনা। তুমি ঠিকই বলছো, আমি উন্মত্ত হয়ে গেছি। প্রত্যেকেই হবো, এমন কি আমার এখানে আসার ব্যাপারটাও একটা উন্মত্ততা। সুতরাং মোটেই ভেবো না যে আমি তোমার বংশ মর্যাদা মাটিতে লুটিয়ে দেবো। তুমি, তুমি, এখান থেকে চলে যাও।"

জেরি দ্রুত তার কাছ থেকে চলে গেল। অনেকেই এটা লক্ষ্য করছিল। জেরি দৌড়তে লাগলো, সে গ্রেগ এবং এই ভদ্রমহিলার কাছ থেকে স্বাধীনতার আশায় দৌড়তে লাগলো। সে দৌড়ে গেল যতক্ষণ না আধা অন্ধকার তাকে গ্রাস

BanglaBook.org

করল এবং বাজনার শব্দ গেল মিলিয়ে।

শ্রান্ত হয়ে সে ঠান্ডা ঘাসের ওপরে বসে পড়ল, বাধাহীন ভাবে চোখের জলের ধারা নামালো। গ্রেগ যা করেছে তা সত্যিই ভয়াবহ। কিন্তু আজ রাতে যা এখানে ঘটে গেল তা ক্ষমা করা যায় না। সেও এই সমাজের অঙ্গ, সেও এই শহরের সভ্য, তারও কিছু দাবী আছে। সে নিঃশব্দে কয়েক মিনিট কেঁদে গেল। যখন সে পায়ের শব্দ শুনলো, সে চমকালো না। সে পাপের শাস্তি চাইছিল। ভাবছিল এটা নিশ্চয়ই লরার পাপের শব্দ। লরা হয়তো অতিথিদের কাছ থেকে তার পুত্রবধূর এই রকম ব্যবহারে জন্য ক্ষমা চাইছে।

যখন সে তার চোখ খুলে তাকালো দেখলো সে অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে সে ভেবেছিল সামনে একটা ঝোপ আছে। আসলে সে পড়ে গিয়েছিল সেই পথের ওপর, যেখান দিয়ে খেলার মাঠে যাওয়া যায়। যে কেউ রাস্তা দিয়ে যেত সেই দেখতে পেত তাকে একটা বিধ্বস্ত মেয়ে মনের দুঃখে কাঁদছে, সে হঠাৎ নীচের দিকে তাকালো। নিশ্চয়ই অনেক লোক তার দিকে দেখছে কারণ তার স্কার্টটা হাঁটুর অনেক ওপরে উঠে গেছে।

সে আবার পায়ের শব্দ পেলো, বুঝতে পারলো কেউ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"তুমি ঠিক আছো তো ?" হার্ভে প্রশ্ন করল।

তার গলার স্বর একটু অন্যরকম শোনালো, কয়েক ঘণ্টা আগেও তার এই গলার স্বর ছিল না। সে বুঝতে পারলো গলার মধ্যে একটু ভদ্রতার ছোঁয়া রয়েছে। সে উঠে দাঁড়াতে গেল।

সে আবার কেঁদে ফেলল, অত্যন্ত নিলজ্জের মতো কেঁদে ফেলল। হার্ভে তার পাশে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে শান্ত করতে চেষ্টা করছিল। পিঠে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। এর মধ্যে আগেকার কোনো লোভ, পতার ইঙ্গিত ছিল না।

জোর তার এই নির্দোষ বন্ধুটার হাত হয়তো জড়িয়ে ধরতে পারতো। হঠাৎ সে অনুভব করল হার্ভে তার পিঠ থেকে হঠাৎ হাতটা সরিয়ে নিলো। সে তাকিয়ে দেখলো সামনে ম্যারিয়ন দাঁড়িয়ে।

BanglaBook.org

"তোমাকে মাঠের মধ্যে এখানে বাধা দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। ঐ ঝোপটা কোনো পর্দা নয়।" ম্যারিয়ন শান্তভাবে বলল। ম্যারিয়ন তাদের দিকে তাকালো না, স্বামীর দিকেও না, সে সোজা জেরির দিকে দেখলো। তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা চাপা আছে এবং যে কোন মুহূর্তে তা বিস্ফারিত হতে পারতো। জেরি তার দিদির এইরকম সংযত চাউনি আগেই দেখেছে, অতীতে তখন তাদের মা-বাবা জীবিত ছিল এবং তাদের বিশাল বাড়ী ছিল। জেরি ঠিক এইরকম দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতো যখন তার বাবা জেরিকে কোলে বসিয়ে আদর করতো কিন্তু ম্যারিয়ন ফেটে পড়লো না। এটা তার পক্ষেই সম্ভব।

"দেখো ম্যারিয়ন" হার্ভে ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে করতে মাটি থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তার গাল দুটো লজ্জায় লাল। হঠাৎ তার বৌ এর ঐ রকম বাঁকা দৃষ্টি দেখে সে কথা বলার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলল। তুমি মোটেই মনে করো না যে আমি এখন কিছু করছিলাম।"

"না, ন, আমি মোটেই তা মনে করিনি। সে মাথা নাড়ল, কিন্তু তার চোখ থেকে ঐ ঝোড়ো দৃষ্টিটা গেল না। "আমার ছোট বোন সম্বন্ধে খারাপ ভাববার কোনো কারণ নেই। সে মোটেই কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। প্রত্যেকেই সেই কথাই বলে। বাবা তো সবসময়েই বলতো জেরী আমার রাণী। জেরি খুবই শান্ত মেয়ে, সাত চড়ে রা কাড়ে না।"

খুব কষ্ট করে জেরি শক্তি সংগ্রহ করল, উঠে দাঁড়াতে গেল। হার্ভে তার স্ত্রীর ঐ ক্ষুব্ধ চাউনির সামনে অসহায় ভাবে তা দেখতে লাগলো। ম্যারিয়ন নিজের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে ব্যাপারটা আয়ত্বের মধ্যে আনতে চেষ্টা করছে জেরি হাতের তালুর ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াছে। কিছু বলতে চেষ্টা সে করল, কিন্তু পারলো না। ঐ বীভৎস্য নাচের পর তার সমস্ত শক্তি চলে গেছে। হঠাৎ সে অত্যন্ত নম্র হয়ে গেল। লরা যে সব কথাগুলো বলেছে তা সবই ঠিক বলেছে বলে তার মনে হল।

"হার্ভে, ফিরে চল।" ম্যারিয়ন তার দিকে ফিরে না তাকিয়ে নির্দেশ করল।

"এখানে নাটক কেরোনা"—হার্ভে বলল।

"এখানে নাটক করার মতো কিছুই ঘটেনি। আসল কথা হল আমি এখনো আমার এই রাণীটিকে একটি চড় মারিনি। অবশ্য মারলে আগামী দু'সপ্তা ধরে আমাদের মহিলা সমাজে তা আলোচনার বিষয় হয়ে থাকতো।

BanglaBook.org

তুমি এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও। গাড়ী নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাবে। এক্ষুণি, বুঝতে পেরেছো! তুমি এখনোও হাঁটু বার করে কি দাঁড়িয়ে রয়েছো। আমাদের এই শহরের যে কোন স্বামীকে তোমার জয় করা উচিত, তাই না।"

অবশেষে, জেরি কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে ম্যারিয়ন চলে গেছে এবং হার্ভে তার পিছু পিছু চলেছে।

তার হাতে, গায়ে কিছু ঘাস লেগেছিল, তার গাউনটা সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গেছে। যেখানটা কিছুটা চেরা ছিল সেখানে ছিঁড়ে গেছে। স্কার্টের সেলওটাও খুলে গেছে। গাউনটার জায়গায় জায়গায় বাদামী মাটিলেগে রয়েছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে আবার বাজনার শব্দ এবং অতিথিদের গলার আওয়াজ শুনতে পেল। হঠাৎ দূরে বাজ পড়ার শব্দ হল কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার কোনো লক্ষণ ছিল না। বছরের এই সময়টাতে এই রকমই হয়। নিজেকে ঠিক করে গুছিয়ে নিয়ে জেরি আবার চলতে লাগলো সে ভীড়টা এড়িয়ে যেতে চাইলো, তার দরকারও ছিল। সে মনে করতে চেষ্টা করল ক্লাবে আসলে কি হয়েছিল। তবু বেশ কয়েকজন পুরনো মুখ জেরির দিকে তাকিয়ে রইল। তার সর্বাঙ্গে মাটি লেগে রয়েছে। সে ধীরে ধীরে চলতে লাগল, তার মনে পড়ল তার ব্যাগটা হারিয়ে গেছে। ওটা কোনো ব্যাপারই নয়। বাড়ীর চাবি সমেত ব্যাগটা হারিয়ে ফেলা কোনো ব্যাপারই নয়। যেটা আসল ব্যাপার তা হল প্রকৃত বন্ধু—ম্যারিয়নকে সে আজ হারিয়েছে।

হার্ভের সঙ্গে ফিরে আসতে সে বুঝতে পারলো দূরে কিছু পরিচিত লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে একটা দিক লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলো বোঝাতে চাইলো যেন কেউ তাকে বিরক্ত না করে। পোশাক রাখার ঘরটা সামনে দেখতে পেয়ে সে হঠাৎ তার মধ্যে ঢুকে পড়ল মনে হল তাকে মরীচিকা তাড়া করেছে।

"আরে, মিসেস হালিস্টার এখানে যে।" পোশাক পরার সেবিকা চেঁচিয়ে উঠল; তার রূপ মোটামুটি সুন্দর তার গলার স্বর খুবই সহানুভূতিপূর্ণ।" "তোমার কি হয়েছিল, তুমি ওখানে শুয়েছিলে।"

একটা কোচের দিকে সে জেরিকে নিয়ে গেল, জেরি অসহায়ের মতো সেখানে বসে পড়ল। আবার একটা বাজ পড়ার শব্দ শোনা গেল। এবং সে শুনলো কেউ হেঁটে এদিকে আসছে। সে চুপচাপ শুয়ে রইল, মেয়েটি তার মাথায় ভিজে তোয়ালে বোলাতে লাগলো।

"তুমি বরং গাউনটা খুলে ফেলো, আমি মাটির দাগটাকে পরিষ্কার করে দেবো। একটা ছুঁচ সুতো দিয়ে আমি গাউনটা সেলাই করে দিচ্ছি।"

"আচ্ছা তুমি আমাকে এক কাপ গরম কফি খাওয়াতে পারো?"

"বেশ আমি তার বন্দোবস্ত করছি। তুমি আগে তোমার পোশাকটা খুলে

BanglaBook.org

ফেলো।" মাথা গলিয়ে গাউনটা খুলে ফেলতে ফেলতে জেরি বলল, "বৃষ্টি শুরু হয়েছে, মনে হচ্ছে একটু পরে জোরে শুরু হবে, সন্ধ্যার সময়ে আমি ফ্রেডরিককে এ ব্যাপারে বলেছিলাম কিন্তু ও আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমার অনুমান একদম ভুল হয়নি।"

জেরি কোচের ওপর চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে তার এখনো নেশা পুরোপুরি কাটেনি। তার খুব শীত করছে। তার দেহে একটা ব্রা এবং ছোট প্যান্ট ছাড়া আর কিছু ছিল না। সে একটা কম্বল চাইল। কিন্তু সে নিজে গিয়ে তা আনতে পারল না অথবা মেয়েটিকে বলতে পারল না। সে জিজ্ঞাসা করতে পারল না পাশের ঘরে কে আছে। আজ সন্ধ্যার পর হার্ভের গাড়ীতে বসার পর থেকে সে যা কিছু করেছে তা নিতান্তই শিশু সুলভ, সে একটা নিতান্ত শিশুর মতোই তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছে।

বয়স্ক লোকেরা ঠিক এইভাবে কাজ করে না, বয়স্ক লোকেরা তাদের নিজেদের মতো ব্যবস্থা করে নেয়।

অবশ্য তার পক্ষে তা মোটেই করা সম্ভব নয়, জেরি মনে মনে বলল।

সে চোখ খুলে ভাবলো ম্যারি আসছে। কিন্তু না, সে হল ফ্রান্স মরো। তার পুরনো, অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ফ্রান। সে কখনোও নীতি বাক্য শোনায় না। সে এই শহরে তার প্রিয়তম বন্ধু।

তার কাছেই একটা ভদ্র মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেকে খুব হীন এবং নোংরা মনে হল। সে তার প্রিয় বান্ধবীর কাছ থেকে তার কৃতকার্যের জন্য বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলো।

"জেরি, তুমি দুঃখ কোরো না।" ফ্রান শান্তভাবে বলল।

"তুমি আমার পাশে বোস না। কাউকেই বোলো না তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।"

ফ্রান একটা কম্বল খুঁজে নিয়ে এলো, সেটা জেরির গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল, কোচে এসে বসল।

"তুমি কি এখন মনে করছ যে বাড়ী যেতে পারবে জেরি?"

"প্রথমে আমি এক কাপ গরম কফি খাবো, তারপর কোন রকমে বাড়ী যাওয়ার চেষ্টা করব। আমার মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"টনি আর আমি তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবো।"

"না, ফ্রান তার দরকার নেই, ধন্যবাদ।"

"না, না, এরজন্যে ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার নেই, বৃষ্টি তো অনেক আগেই শুরু হয়েছে, রাত্রিও হয়ে এলো। এখন আর মনে হয় কেউ এখানে থাকতে চাইবে না। সবাই নিজের নিজের গাড়ীর দিকেই দৌড়চ্ছে।"

"ফ্রান তুমি কেন আমার জন্য আমার কষ্ট করতে যাচ্ছ? আমার জন্য

BanglaBook.org

ব্যগ্র হবার প্রয়োজন নেই।"

তুমি অত মুষড়ে পোরো না। তোমার শাশুড়ী তো এখানে সকলের কাছ থেকেই আন্তরিক ক্ষমা চেয়ে গেছে। এর ফলে আর কেউ বদনাম দেবে না।"

"না, না, আমি এখন অচ্ছুত, আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে··· ···"

"তুমি কি সব বাজে কথা বলছ। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আমার মনে হয় এই প্রথমবার তুমি এরকম বোকার মতো কোনো কাজ করলে। যাক্ এর জন্য দুঃখ করার কিছু নেই। টনি আর আমি তোমার টাকার ব্যাগ এবং গুড়নাটা খুঁজে পেয়েছি। সুতরাং আমরা সবাই মাথা উঁচু করে এখান থেকে বেড়িয়ে যাবো।"

মাথার যন্ত্রণাটা এবার যেন চাগাড় দিয়ে উঠল যখন মেয়েটা গরম কফি নিয়ে এলো সে সান্ত্বনার সুরে বলল, "তোমার গাউনটা আমি ঠিক করে দেবো তুমি বরং কফিটা খেতে থাকো, এই সুযোগে আমি তোমার গাউনটা সেলাই করে দিচ্ছি।

জেরি গরম কফিতে চুমুক দিলো, ফ্রান তার পাশে বসে রইল। মেয়েটা গাউন মেরামত করতে লেগে গেল।

কয়েক মিনিট পরে ফ্রান এবং মেয়েটা ধরাধরি করে জেরিকে বসালো তাকে পোশাক পরতে সাহায্য করল। সে যখন চোখে মুখে জল দিচ্ছিল তখন তার বারবার গ্রেগের কথা মনে পড়ছিল। সে চুল আঁচড়ে নিল, সামান্য একটু লিপস্টিক লাগালো।

···তুমি কেন আমাকে চিকাগোতে নিয়ে যাচ্ছ না। তোমরা কেন আমার যাওয়ার কথা বলার সুযোগ দিচ্ছ না। তাহলে তো, এসব কিছুই ঘটতো না। তাহলে ঐ সব হাঁ-করা লোলুপ শয়তানদের সামনে আমার দেহের প্রত্যেকটি অংশ দেখাতে হতো না। তোমার সঙ্গে আমি আবার হাত ধরে ঘুরে বেড়াতাম, তোমার মধ্যে আমাকে আবার ফিরে পেতাম। গ্রেগ, আমাদের তো সুযোগ এসেছিল—আমরা তো পরস্পরকে ভালোবাসতে পারতাম, বিশ্বাস করতে পারতাম। ওঃ, গ্রেগ তোমার দোহাই·····

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল, তখন তারা নীচের বারান্দাতে নেমে এলো। টনি ফ্রানের মতোই ভদ্র মিষ্টি স্বভাবের। সে তার দিকে তাকালোই না, নাক কুঁচকালোর না। আরও ছয়-সাত জোড়া তখনও বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আছে, তারা চিন্তা করছে কি ভাবে ঐ বৃষ্টির মধ্যে গাড়ীর কাছে পেঁছোনো যায়। জেরি বুঝতে পারছিল ওরা ইচ্ছে করে তাকে না দেখার ভান করছে। তারা এই নীচ স্বভাবের মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছিল না যে তার স্বামী শহর থেকে চলে যাওয়ার পরই নিজের স্বরূপ উন্মোচন করতে লেগে গেছে।

BanglaBook.org

"আমাকে মাপ করবেন, মহাশয়, আপনারা কি আপনাদের গাড়ীটা পেয়েছেন" সে একটা গলার শব্দ শুনতে পেলো।

ওটা ক্রিস্টের গলা। জেরি আপনা আপনি নিজেকে সংকুচিত করে ফেলল। সে টনির পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকাল না। ক্রিস্ট কাজ দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল।

টনি একটু অবাক হয়ে উত্তর দিলো, "কি বললে, গাড়ী,হাঁ, ওটা ঠিকইআছে।

ক্রিস্ট ধূর্তভাবে ঘাড় নাড়লো এবং ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল যেন তার জন্য অনেক কাজ জমা হয়ে রয়েছে।"

টনি প্রশ্ন করলো, "কি ব্যাপার বলো তো? আমার গাড়ীর ব্যাপারে তার মাথা ব্যথার কি দরকার। সে তো জানে যে গাড়ীটার মালিক ফ্রান নিজে।"

"ও হঃ, তুমি ঐ শয়তানটাকে চেনো, ওরা তোমার গাড়ী নিয়ে বেশ একটা লম্বা চক্কর দিয়ে আসবে।"

"যাক, আমার কিন্তু ঐ লোকটাকে মোটেই ভালো লাগলো না। সে সব সময়ই আমাদের চারপাশে ঘুর ঘুর করছে আর মন ভোলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওর কথা বলার ধরনটা যেন অনেক বিজ্ঞ লোকের মতো। ওকে আমার বেশ সন্দেহ হচ্ছে। ওর মুখটা এমন যেন ও জোর করে কাউকে ভালবাসতে চায়।"

"দোহাই তোমরে, তুমি একটু শান্ত হও। ঐ দেখলুক আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে। চল আমরা গাড়ীর দিকে দৌড়ে যাই।"

BanglaBook.org

এগারো

তারা জেরিকে চুপচাপ থাকতে দিলো, পথে তাকে কোন প্রশ্ন করল না। ফ্রান অবশ্য মাঝে মাঝে ক্লাবের মধ্যে কিছু মেয়ের ছেনালীপনার কথা বলছিল বৃষ্টি খুব জোরে পড়ছিল, প্রায়ই টনিকে গাড়ীটা আস্তে করতে হচ্ছিল। জেরি ভাবল, এই এক সুবর্ণ মুহূর্ত যে ফ্রান তাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারে। ফ্রানের স্বভাব মার্টিন টাউনের স্ত্রীর মতো, তার ব্যবহার সত্যিই ভালো। সে আর পাঁচজনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তার পরিবার সত্যি সুখী পরিবার। ওদের সুখ উপছে পড়ছে। এখন যখনই একজন অপর কে ভালোবাসে, তখন কে কতটা ভালোবাসে তার প্রদর্শন করার দরকার হয়না।

হালিস্টার বাড়ীটা কেমন যেন নিঝুম আর অন্ধকার দেখাচ্ছে। বাড়ীতে আসার আগে থেকেই জেরি তার পোশাক ঠিকঠাক করে চাবিটা হাতে নিলো। কিন্তু টনির গাড়ী যতই বাড়ীর দিকে এগুতে লাগলো ততই জেরির মনে হল সে বাড়ী থেকে দূরে থাকবে। সে ঐ অসুখী বাড়ীর মধ্যে আর ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু সে তার কর্তব্য বোধ সম্পর্কে সচেতন হল, অন্যদের সঙ্গে থাকাটা ঠিক যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করল না।

"তোমাকে কি ভেতরে ছেড়ে দিয়ে আসবো, কিছু আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আসবো" ফ্রান বলল।

"না, ফ্রান তার দরকার নেই, আমি ঠিকই আছি। তোমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ।" বেরিয়ে আসতে আসতে জেরি বলল।

"আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারতে। কাল সকালে তোমার ছোট বোন তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসতো, অবশ্যই তোমাকে কিছু গরম চকোলেট না খাইয়ে ছাড়তাম না। আমাদের ঘরে আছে তাই না ফ্রান? অবশ্য জেরি যদি যেতে না চায় তাহলে অন্য কথা।"

ফ্রানও তাকে যাওয়ার জন্য বলল, কিন্তু জেরি তাকে চুমু খেয়ে বলল, "এখন তোমরা দুজন বাড়ী ফিরে যাও। আমি সোজা বিছানাতে শুতে যাবো। তোমাদের দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ, ধন্যবাদ।"

সে ফিরল, দৃঢ় চিত্তে দরজার দিকে দৌড়ে গেল। সে ভাবলো যে ধরণের ব্যবহার তাদের সঙ্গে করল, তার ফলে তারা নিশ্চয়ই ভালো ধারনা করবে। সে দরজা খুলল, আলো জ্বালাল এবং দরজাটা বন্ধ করার জন্য ফিরলো।

BanglaBook.org

সে তাকিয়ে দেখলো ওরা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্লার্ন হাত নাড়লো, জেরি বাতাসে একটা চুমু উড়িয়ে দরজা বন্ধ করে ভেতরে এলো।

সে অবশেষে ঘরে ফিরে এসেছে।

সে আরও আরও আলো জ্বালিয়ে নিজের নিঃসঙ্গতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বিছানায় শুতে যাওয়ার কথা তার মাথায় এলো না, বিছানাটা তার কাছে বিষময় হয়ে উঠলো, মনে হল ওটা একটা বন্ধ জেলখানা যেখানে সে নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ করতে পারে নি। সে ঠিক করল, সারারাত জেগেই কাটিয়ে দেবে, সে এগোতে লাগলো। বসার ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলো। জেরি নিজেকে যেন প্রচন্ড ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল। জেরি ক্লায়েন, হালিস্টারের নামটার তাৎপর্য ব্যাখ্যার সময় এসে গেছে, সে ভাবলো।

বাইরে আবার বাজপড়ার শব্দ, অজানা ভয়ে তার সারা দেহ শিউরে উঠলো রাতে এই রকম বিদ্যুৎ চমকাবার কারণ কি? এর মধ্যে কোনো কুসংস্কার আছে নাকি? আলোগুলো কি সব নিভিয়ে দেবে না জ্বালিয়ে রাখবে? সে কি তার টেলিফোনের ডাকা আর সাড়া দেবে না? সে কি আলমারীর পেছনে লুকিয়ে থাকবে? বিয়ের পর থেকে গ্রেগের চলে যাওয়া পর্যন্ত সে কখনও বিছানাতে একা ঘুমায়নি। বাইরে যখন বজ্রপাত আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল তখন তার এই সব কথা মনে পড়ল। এই গুরু গর্জনের ভয় থেকে তার মনকে সে মুক্ত করতে পারলো না। ও হ্যাঁ আজ গ্রেগ তার পাশে থাকলে সে নিশ্চয়ই তাকে রক্ষা করত। সান্ত্বনা দিতো। সে যখন ছোটো ছিল তখন বাবা তাকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য ছুটে আসতো, তার মা কিন্তু কোন দিন আসে নি। তার বাবা তার কাছে এসে মৃদু স্বরে বলত, "ভয় পেয়ো না লক্ষ্মীটি। শব্দ এখনই থেমে যাবে। আমি তো তোমার পাশেই রয়েছি, ভয় কি?"

এটা খুব পরিষ্কার যে তার পক্ষে সারারাত এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। আবার তার পক্ষে সিঁড়ি দিয়ে ওঠাও খুব কষ্টকর ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। সে তার ওড়নাটা চেয়ারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, তার গাউনটা তখনও ভিজে। মাত্র গত সকালে সে এই সুন্দর আর দামী গাউনটা কিনেছে আর আজ রাতেই মেয়েটা এটাকে সেলাই করে দিয়েছে। তার মনে পড়লো: নাচের নাচের সময়ে সে কেমন ভাবে চিন্তা করেছিল যে সে সব পোশাক খুলে ফেলবে। ভাবতেই তার গা শিউরে উঠলো। ব্যাপারটা তার কাছে এখন ছেলে মানুষী ও হাস্যকর বলে মনে হল। আবার বাজ পড়লো, বিদ্যুৎ চমকালো। কিন্তু তাতে কি হয়েছে, এখন সে আর বাচ্চা নয় যে তার বাবা তাকে এখন সান্ত্বনা দিতে আসবে। কিন্তু সিঁড়ির কাছে যেতে গিয়ে সে আবার মত পরিবর্তন করল, না সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাবে না।

BanglaBook.org

সে অবার সামনের ঘরে ফিরে এলো। সেখানে গ্রেগের পোর্টেবল বারটা চোখে পড়ল। ওটা টেলিভিসনের পাশেই আছে। সে প্রায়ই তার অতিথিদের বলত, "আমি যদি ঐ বারটাকে পরিস্কার না করতাম তাহলে অনেকেই জানতে পারতো না যে আমাদের একটা বার আছে।"

কিন্তু আজ রাতে, যদিও সে চিন্তাটা তার মাথার মধ্যে এসেছে তার জন্য নিজেকে তিরস্কার করলো, তবু সে ভাবলো—একটা গোটা বার তার আয়ত্তের মধ্যে আজ রয়েছে এবং সে তার পুরো সদ্ব্যবহার করতে পারে বিশেষ যখন সে পুরোপুরি নিঃসঙ্গ। হয়তো একটা গ্লাস তার মনের মধ্যে থেকে এই গ্লানি মুছে দিতে সাহায্য করবে।

সে তার গাউনটা দেহ থেকে খুলে চেয়ারের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। ঠিক আছে, আর একটু মদ খেলে ক্ষতি কি? কেন সে আজ তা করবে না। সারা জীবন ধরে সে তার বাবার কঠোরতার জন্য এসব জিনিস স্পর্শ করতে পারে নি। তার বাবা তাকে ভালোবাসতো, কিন্তু একটা আদর্শের ছোঁয়া তার মধ্যে ছিল। বাবা তাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতো একথা ঠিক। কিন্তু জোরিকে যতক্ষণ না কেউ কোনো কথা বলছে সে ততক্ষণ কারও সঙ্গে কোন কথা বলত না। সে কখনও আনন্দ করতো না যদি না তাকে কেউ উৎসাহিত করতো। ক্যালেব ক্রায়েনের ছোট মেয়েকে এমন ভাবেই বড় হতে হয়েছিল।

হঠাৎ তার সমস্ত রাগটা ডাক্তার এনরাইটের ওপরে গিয়ে পড়ল। সে ক্ষিপ্র পায়ে বারের দিকে এগিয়ে গেল।

আধা ভর্তি একটা স্কচের বোতল বার করল, একটা গ্লাসে তা পূর্ণ করল। প্রথম চুমুকটা দিতে তার অবশ্য কাশি হল কিন্তু পরে সেটা সে মসৃণভাবে খেয়ে ফেলল।

তার মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণাটা আর বেশীক্ষণ থাকলো না। ঐ ভয়াবহ বাজ পড়ার শব্দটাও যেন মিলিয়ে গেলো।

একটা ঠান্ডা ধমকের সুরে সে নিজের দিকে চাইলো। তার দেহে আরো পোশাক রয়েছে। মনে হয় তার বাবা তাকে ধমকে কিছু বলতে চাইছে। তার বাবা কি বলত তার মনে পড়ে গেল। একথাটা সে বাড়ীতে হাজার বার বলত। তার বাবা পিতৃত্ব সুলভ ভালোবাসা নিয়ে তার কাছে আসতো আর বেশ দৃঢ় স্বরে তাকে বলত, "তুমি এখন বেশ বড় হয়েছো। তুমি এখন থেকে কোন ভাবেই তোমার হাঁটু দেখাবে না।" অথবা "তুমি আর কখনও অত আঁট করে সোয়েটার পরবে না, ঠিক আছে?" অথবা কি বলছো, ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে ঘোরা? ঐ মুখ্যু অকর্ম্মা ছেলেগুলোর সঙ্গে থাকা? জীবনে কখনও আমাকে এসব কথা আর বলবে না। যতোদিন তুমি আমার বাড়ীতে আছো ততোদিন তুমি ঐ বাজে ছেলেদের সঙ্গে যাবার কথা চিন্তার মধ্যেও এনো না। তুমি যদি সত্যিই তোমার বাবাকে ভালোবাসো তাহলে আমি যা বলবো

BanglaBook.org

তা শুনবে আর তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।" অবশ্য বাবা কখনও তার ওপরে ক্রুদ্ধ হয়নি। এবং সে সব সময় যুক্তি দিয়ে বোঝাতো যে গুরুজনদের কেন শ্রদ্ধা করা উচিত। কেমন করে নিজের দেহ ঢেকে রাখতে হয় সে তা শিখেছিল। যদিও সে জানতো যে ধীরে ধীরে সে নারী হতে যাচ্ছে।

সে কখনও তার বাবার অবাধ্য হয় নি। কেবলমাত্র বার্নি বল্ড-উইনের ঘটনাটা ছাড়া···

তার হাসি পেলো, মনে হল সামনের আয়নায় তার পুরোনো দিনের ঘটনা প্রতিফলিত হচ্ছে। সে অনেকদিন বার্নির কথা মনে করেনি। সে খুব আরাম করে গ্লাসটার দিকে তাকালো এবং একটা অদ্ভুত স্বস্তি অনুভব করল। গ্লাসটা প্রায় খালি হয়ে এসেছিল। পানীয়ের কি গুণ—বজ্র বিদ্যুতের শব্দটা সে মিষ্টি করে দিতে পারে। বেশ, যদি প্রথমবার পান করার পর ঐ শব্দটা মৃদু মনে হয় তাহলে দ্বিতীয়বার পান করলে নিশ্চয়ই ঐ শব্দটা আর হবে না। গ্লাস-এর মধ্যে যেটুকু বাকী ছিলো সে খেয়ে ফেলল, আবার বারের দিকে ধীর পায়ে ফিরে গেল। গ্লাস ভর্তি করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দেহকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। দেহটা খুব একটা খারাপ নয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই দেহটার দিকে ঐ লোকগুলো হাঁ করে দেখছিল। তার চুলগুলো আগোছালো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। বাবা আগে সব সময় চুল পরিষ্কার করতে বলতো। কিন্তু এখন সে সব কথা ভাবলে নিজেকে ছেলে মানুষ বলে মনে হয়। বাবা যদি তাকে এই স্বল্প পোশাকে দেখতো তাহলে নিশ্চয়ই তাকে ধমকে উঠতো।

গ্লাসটা উঁচুতে তুলে ধরে সে চেঁচিয়ে বলল, বাবা শোনো, তুমি আমার কাছে সত্যিই খুব প্রিয় মানুষ ছিলে। এখন দেখো তোমার ধন্য মেয়ে কি করতে চলেছে। এখন পুরোটা করেনি, তবে তাড়াতাড়ি করবো।

ক্লাবে যত তাড়াতাড়ি সে গ্লাসগুলোকে শেষ করছিল তার চেয়ে আস্তে আস্তে সে এখন পান করছিল, সেখানে অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলারা ছিলেন, কিন্তু এখানে তার নিজের বসার ঘরে সে এই দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী। সে আয়নার কাছ থেকে ফিরে, ঘরের মধ্যে হাঁটতে লাগলো। এরকম স্বাধীনভাবে আগে কখনোও হাঁটেনি, পরে কি ফল হতে পারে তা চিন্তা না করে এরকম কাজ সে কখনোও করেনি।

সে গ্লাসটা আবার ডিভান থেকে তুলে নিলো এবং বলল—"গ্রেগ, এই আয়নার মধ্যে দিয়ে আমি তোমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। মজা করো, যতো পারো মজা কর মণিকা কোরেলের সঙ্গে। দেখ তার ফল কি হয়।" তোমরা মনে করো না আমি খুব বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। অবশ্য আজ রাতে ঐ লোকগুলো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তোমার মিষ্টি স্বভাবের মা জেনে রাখুক তুমি এখানে আসার অনেক আগেই বার্নি বল্ডউইন উত্তেজিত

BanglaBook.org

হয়ে পড়েছিল।

বার্নি বন্ডউইন হয়তো আমাকে ভালো বেসেছিল—

এই মার্টিন টাউনে বার্নি ছিল গ্রীক দেবতার মতো। ছ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, কালো কোঁচকানো চুল। পেশীবহুল দেহ, চওড়া কাঁধ, দ্বিতীয় দিন জেরির সঙ্গে প্রেম করার সময়ে সে তো বলেছিল জেরি তার বৌ হবে। হয়তো সে জেরির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য একথা বলেনি। কিন্তু অন্যান্য মেয়েরা যেই বার্নিকে দেখতো ওমনি গলে যেতো, কিন্তু সেখানকার সেরা পুরস্কার বিজেতা নিজেই জেরিকে পছন্দ করলো। শুধু তাকে বার্নির জন্যে গলে যেতে হয়নি। তার গলায় যে স্বর ছিল তা জেরিকে অভয় দিয়েছিল, সে জেরিকে সত্যিই খুব ভালোবেসে ফেলেছিল। অবশ্য পোশাকের ব্যাপারে তার বিশেষ আপত্তি ছিল। সে জেরিকে ঐ সব বস্তা পচা পোশাক ফেলে দিতে বলেছিল। এমন পোশাক পরতে বলেছিল যাতে জেরিকে আরও আকর্ষনীয় বলে মনে হয়। সে বিদায় জানানোর আগে ভীরুভাবে জেরিকে চুম্বন করতো। জেরী আরও বেশী আশা করেছিল। কেনই বা সে আরও বেশী চাইবে না। তাকে যথেষ্ট সুন্দরী দেখতে ছিল; সেও আশা করতো তাকে আরও আকর্ষণীয় দেখাক। সে তখনো যুবতী, তার যৌবনের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে বিন্দুমাত্র পিছ পা নয়।

সে অবশ্য প্রলোভন এড়িয়ে চলতো। অপরদিকে ম্যারিয়ন সারারাত হোটেলে একপাল ছেলের সঙ্গে মিশতো—একথা সে নিজে মুখে স্বীকার করেছে —সে এসব ঘটনাই জানে।

জেরি দুটো রাত জেগে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল। একদিন যখন বার্নি বাস্কেট বল খেলতে তাদের বাড়ীর কাছে আসে তখন সে বার্নিকে ডাকা করে আর বারান্দায় নেমে এসে মৃদু স্বরে বলে, আগামীকাল বিকেলবেলায় সে দেখা করবে ও সে তাকে দূরে ক্রফোর্ডের মাঠে নিয়ে যাবে, সেখানে সে তার প্রকৃত সঙ্গিনী হবে।

বার্নি একথাটা বিশ্বাস করতে চায় নি। জেরির ভয় হয়েছিল সে বুঝি বার্নিকে হারাবে। সে বার্নিকে তার কমনীয় দেহ দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিজেকে বার্নির দেহে পিষ্ট করে দিতে দিতে মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। বার্নিকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল। বার্নি তাকে প্রচন্ড জোরে জড়িয়ে ধরে তার সারা মুখে বিশ্বাসের চুম্বন দিয়েছিল এঁকে আর দিয়েছিল বৃহত্তর

BanglaBook.org

প্রতিশ্রুতির আশ্বাস।

তখনও বার্নি তাকে ছাড়ে নি। জেরি ভয় করেছিল যে কোন মুহূর্তে তার বাবা দরজা খুলে দেখে ফেলবে। অবশ্য ভেতরের কাঁচের মধ্যে দিয়ে তার বাবা সবই প্রত্যক্ষ করেছিল।

জেরি ভাবল বাবা যখন তাকে একা পাবে তখন নিশ্চয়ই তাকে চাবুক দিয়ে মারবে, ঠিক যেমন দিদিকে মেরেছিল।

কিন্তু বাবা তাকে স্পর্শ করলো না। সে গম্ভীর গলায় তাকে ডাকলো, 'আচ্ছা জেরি, বলতে পারো, তুমি হঠাৎ এমন বর্বর হয়ে উঠলে কেমন 'করে?

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত, বাবা"

"আমি কি কখনও তোমার কাজে বাধা দিয়েছি?"

"না। আপনি কখনও তা করেন নি। আমাকে এবারের মতো ছেড়ে দিন।"

তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার মনে হয় তুমিও আমাকে আর ভালবাসতে পারবে না। আজ পর্যন্ত তোমাকে যা শিক্ষা দিলাম তা সবই ব্যর্থ হয়ে গেল।

"বাবা, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

'তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমি সারাজীবনের জন্য ওকে জেলে পাঠাতে পারি। যে কোন বিচারক, যার মেয়ে আছে, সেই আমার কথা শুনবে, হয়তো তোমারও জেল হয়ে যেতে পারে। একজন উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত মেয়ে যদি বর্বরের মতো কাজ করে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। আমার মনে হয়—তোমার যথেষ্ট শাস্তি হওয়া উচিত—তাই না?"

তার বাবা তাকে উপহাস করে চলতে লাগল। অবশেষে জেরি বাইবেল স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করল এখন থেকে তার পরিচয় ক্যালের ক্রায়েনের মেয়ে ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তার মা সেখানে এসেছিল কিন্তু কোন কথা বলেনি। জেরির মনে পড়ল, তারপর থেকে তার মা একটি ছায়াতে পর্যবসিত হয়েছিল, সে হয় চুপচাপ থাকতো অথবা বাবার কথায় সায় দিয়ে যেতো।

সে আর কখনও বার্নির সঙ্গে কথা বলেনি। যতক্ষণ না গ্রেগের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হচ্ছে ততদিন সে কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলেনি। গ্রেগ ছিল ঐ শহরের একজন উচ্চাশা-সম্পন্ন ছেলে। তাদের বিয়ে হওয়ার প্রায় দু-বছর আগে

BanglaBook.org

তাদের পরিচয় হয়েছিল। প্রতিবারেই গ্রেগ যখন তাকে চুমু খেতো। ততবারই সে শিহরিত হয়ে উঠতো ঐ বুঝি তার বাবা বাগান থেকে দেখে ফেলল।

সে প্রায় আজ রাত পর্যন্ত বার্ণিকে ভুলে গিয়েছিল। এখন তার মনে পড়ল আজ বার্ণি কোথায়—তার কি বিয়ে হয়ে গেছে ?

সে গ্লাসটা আবার পূর্ণ করতে চাইছিল, তার ভীষণ ইচ্ছে করছিল যে গ্লাসটা আবার ভর্তি করে।

ডিভান থেকে দেহটা তুলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবুও সে তুলল। ব্যঙ্গের হাসি হাসতে হাসতে সে টলতে টলতে বারের দিকে এগিয়ে গেল। সে দেখতে পেলো তার মা আয়নার মধ্যে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে তার হাত নাড়লো। খুব খারাপ দেখতে লাগছে না। খুব মুক্ত স্বাধীন—আজ সে মুক্ত—

অন্যান্য বোতলগুলোর সঙ্গে ঐ স্কচের বোতলটাকে কেমন যেন বেমানান লাগছিল। সে বোতলটা ওখান থেকে বার করে নিয়ে এলো, তারপর গ্লাসটা পূর্ণ করে বোতলটা তার কাছেই রাখলো।

বৃষ্টি আস্তে আস্তে থেমে আসছিল। গ্রেগ এখন নিশ্চয়ই বেশ নজর করছে। তার একদিকে রয়েছে একটা মদের বোতল, অন্যদিকে রয়েছে কামসম্ভোগেচ্ছু একজন নারী। ঠিক আছে—গ্রেগ তুমি যতো পারো তত মজা লোটো। সমস্ত শহরের মজা তুমি একাই লুটে নাও।

গত কয়েক মিনিট ধরে নীচের সদর দরজাতে একটানা বেল বেজে চলেছে। এখন তার হঠাৎ সম্বিত ফিরে এলো। শব্দটা তাকে বেশ বিরক্ত করেছে। সে হঠাৎ অদ্ভুতভাবে চেয়ারের মধ্যে এলিয়ে পড়ল এবং শুনতে লাগলো ঘন্টার শব্দ। কেউ হয়তো বাইরে রয়েছে। হয়তো ভিজে যাচ্ছে—হয়তো ভেতরে আসতে চায়। হয়তো তার সঙ্গে কেউ দেখা করতে চায়।

জোর নিঃশব্দে হাসলো। গ্রেগ ? গ্রেগ কি ফিরে এসেছে ? সে কি এত তাড়াতাড়ি মণিকা কোরেলের বাহুবন্ধন ছিন্ন করে জেগে উঠবে এবং দ্রুত ফিরে এসে দেখবে যে তার ভালোবাসায় কেউ নেশায় চুর হয়ে পড়ে রয়েছে ? গ্রেগ ? গ্রেগ তাকে এখন কতটা ভালোবাসে।

সে দেখে কি ভাববে যে তার বউ মদের বোতল ধরে রয়েছে ? বুড়ো গ্রেগ তাকে কেমন দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখবে ?

BanglaBook.org

হয়তো বাইরে লম্বা ভিজে সপসপে হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘড়িতে তখন তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট। সকাল তিনটে এখন-নিশ্চয়ই লম্বা তার পরচুলাটা পরছে।

দরজার বেলের শব্দ আবার শোনা গেল। জেরির চোখ নেশায় বন্ধ হয়ে আসছিল, সে কয়েক মুহূর্ত অত্যন্ত উৎসাহভরে চিন্তা করল যে এ গ্রেগ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। সে মনে প্রাণে তাই কামনা করল।

বোতল এবং গ্লাসটা হাতের মধ্যে নিয়ে সে টলতে টলতে দরজার দিকে এগোতে লাগলো। সে কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখলো ক্লিন্ট ডসন দাঁড়িয়ে আছে। ক্লিন্ট তার জ্যাকেট-এর কলার দিয়ে বৃষ্টি আটকাতে চাইছে। সে নিজের অজান্তে দরজার কাছে এসে তালা খুলে দিলো।

জেরি তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করল।

"মিসেস হালস—"

জেরি বাধা দিয়ে বলল, আরে ডসন, তুমি তো পুরোপুরি ভিজে গেছ।"

ক্লিন্ট পিছন ফিরে দরজা বন্ধ করল এবং তালা লাগিয়ে দিল।

"তুমি এতক্ষণ আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন? আর তুমি যদি এতই নেশা করছ তাহলে সামনের ঘরে একটা বন্দোবস্ত করছ না কেন?

"তুমি আমার ঘরের সমালোচনা করছ এ্যাঁ?"

হাসতে হাসতে ডসন তার দেহ থেকে ভিজে জ্যাকেটটা খুলে ফেলল। সে পেছনে ঘুরল এবং জেরিকে দেখতে পেলো। জেরির তখন হুঁশ হলো যে কাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিয়েছে। সে এও বুঝতে পারলো যে তার দেহে স্বল্প পোশাক রয়েছে।

সে নিজেকে কখনও এত অদ্ভুত, এত অসহায় বোধ করে নি। সে ক্লাবে ঐ লোকটাকে অনেক ব্যঙ্গ করেছে, নাক সিটকেছে এবং অত্যাচার করেছে। সে বুঝতে পারলো যে তার জীবনটা এখন ফাঁকা। তার দেহটা একটুও কাঁপলো না ক্লিন্ট যখন তার কাছে এলো। সে স্বৈরিনী নারীর মতো কায়দাটা কাজে লাগাতে দ্বিধা করল।

"তোমাকে চাই বার্ণি, বার্ণি তোমাকে চাই?"

"তুমি বার্ণি নামটা কোথায় পেলে, আমার নাম বার্ণি নয়—আমার নাম ক্লিন্ট-মনে থাকবে তো?

BanglaBook.org

"বার্ণি কে বলেছে" জেরির দেহটা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল।

"তুমি, তুমি এইমাত্র আমায় বার্ণি বলে ডাকলে।"

"আমার ভুল হয়েছে, আমার ভুল হয়েছে।" জেরি থেকে থেকে বলল।

"বাড়ীতে আর কেউ আছে?"

"তোমার প্রয়োজনটা কি তাই বলো।"

ক্রিস্ট ডসন তার জায়গা থেকে একটুও নড়লো না,। তার ঠোঁটে অমায়িক হাসি ফুটিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "মিসেস হালিস্টার—এর পর কি ঘটতে পারে? তুমি তো কিছুক্ষণ লোক দেখানো সংগ্রাম করবে, তাই না? প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে যে তুমি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং আমি একজন লোক। অথবা তুমি হয়তো তা করবে না।"

BanglaBook.org

বারো

তার গলায় ঐ শান্ত স্বর শুনে জেরির চিন্তা আরও বেড়ে গেল। ক্লিন্ট বেশ কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার গলার স্বরটা মনে হচ্ছিল তার কানের পাশেই হচ্ছে। সে যেন তাকে নিষ্পেষন করতে করতে এই কথা গুলো বলে চলেছে।

"আমি নাটক করছি না। এসব কথা বলা তুমি বন্ধ কর" গলার মধ্যে যেন কোনো কর্তৃত্বের সুর ছিল না। ধীরে ধীরে সে পিছিয়ে যাচ্ছিল। তার কথার মধ্যে এমন কোন স্বর ছিল না যাতে মনে হয় সে তাকে অভ্যর্থনা করছে। সে কেন তাকে ঘর ছেড়ে যেতে বলল না। সে মনে মনে গজরাতে লাগলো। সে তো স্বতস্ফূর্ত ভাবে দরজা খুলে দিয়েছে। সে আবার কেন দরজা খুলছে না এবং তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না। সে চেচালে তার পাশের প্রতিবেশী মিষ্টার জেনিংসে এখনই দৌড়ে আসবে।

সে কেন তাকে এখনই চলে যেতে আদেশ দিচ্ছে না ?

"তুমি কি চিন্তা করছো, মিসেস হালিস্টার ?"

"ঐ নামে আমাকে ডাকা বন্ধ করো।"

"কেন, ওটা কি তোমার নাম না। আমি ভুল ঠিকানাতে এসে পড়িনি তো ?

ক্লিন্ট মৃদুভাবে হাসলো। এতে বুঝিয়ে দিলো যে সে আর আদেশ শুনতে চায় না। তার চোখ দুটো জেরির ঐ অদ্ভুত পোশাক থেকে হাতে ধরে রাখা বোতল আর গ্লাসটার দিকে ফিরলো। কিছু একটা করতে হবে এই ভেবে জেরি হাতের বোতলটা টেবিলের উপর রাখলো। তার চোখ দুটোকে ক্লিন্টের দিক থেকে ফিরিয়ে নিতে লাগলো।

ক্লিন্ট তাকে খুব ভালোভাবেই জানতো, এই পৃথিবীতে তার চেয়ে বেশী ভালো হয়তো আর কেউ বেশী জানতো না। সে কেন এখনও ভান করছে ? সে কি প্রমান করতে চায় ?

হঠাৎ সে তার রাগ এবং ভয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলল। হঠাৎ সে তাকে আহ্বান জানালো। সে তার মাথাটা পেছনে হেলিয়ে এক নিশ্বাসে সবটা

BanglaBook.org

পান করে ফেলল। তপ্ত পানীয়টা তার পাকস্থলীর দিকে যেতে যেতে তাকে সাহস জুগিয়ে গেল। হ্যাঁ, সে চেয়েছিল সে এখানে আসুক এবং সে সত্যিই এসেছে। ক্রিস্টকে দেখে মনে হচ্ছিল তার মুখটা হীন চাটুকরের মতো। কিন্তু ওটা অবশ্য কোনো ব্যাপার নয়।

জেরি যখন তার গ্লাসটা নামিয়ে রাখছিল তখন হয়তো ক্রিস্ট কিছু বলছিল। সে গোয়েন্দার মতো এত পরিশ্রম করে জানতে পেরেছে যে তার স্বামী এই শহরে নেই। এবং সে এই কয়টা দিন তার সঙ্গে এক সাথে থাকতে চেয়েছে। জেরি সেজে দাঁড়িয়ে আলাদা দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। সে বুঝতে পারছে যে সে আবার পাপ কাজ করতে চলেছে। সে তার হাত দুটো পেছনে দিয়ে আলমারীর হাতল স্পর্শ করলো। সে ইচ্ছে করেই তার পা দুটো আড়াআড়ি করে রাখলো। ধূর্ত খেকশিয়ালীর হাসিতে তার মুখ ভরে গেল। সে লক্ষ্য করল ডসন তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। একটা অস্পষ্ট শব্দ তার গলার কাছে এসে আটকে গেল। তাকে স্পর্শ করার ঠিক আগের মুহূর্তে সে পাশ কাটিয়ে ঘরের দিকে চলে গেল। সে ডসনকে মনে প্রাণে কামনা করছিল। সে চাইছিল ডসন তার হোক।

"তুমি কি আমাকে এক গ্লাস পানীয় দেবে? তুমি কি একা একা পান করবে নাকি? সে ধীরে ধীরে জেরিকে অনুসরণ করছে, তার হাতে ধরা বোতল এবং গ্লাস।

হঠাৎ সে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল।

"আমার নাম জেরি।"

"ও দারুণ নাম তো? তা ওদের কি হল।"

হঠাৎ জেরির মধ্যে প্রচন্ড কামনার উদ্রেক হল। সে ভীষণ ভাবে প্রমাণ করতে চাইলো যে সে ইতিমধ্যেই পান করেছে। এবং তার এই মাদকতা কিছুতেই হিসেব করা যাবে না।

"ক্রিস্ট,—সাহস সঞ্চয় করে সে তার দিকে তাকিয়ে বলল।

"ঠিক, ওটা আমার নাম।" সে জেরির হাতে বোতল এবং গ্লাসটা তুলে দিতে দিতে বলল।

"তুমি কি—সত্যই পান করতে চাও।"

নিজের মধ্যে বিজাতীয় কামজ আনন্দ উপলব্ধি করল যখন সে দেখল ক্রিস্ট তার দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে।

BanglaBook.org

নিজের আনন্দে বিভোর হয়ে ক্লিন্টের হাত ফসকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বলল। "কি ব্যাপারে, প্রিয়তম ক্লিন্ট। আমি কি তোমাকে খুব বিরক্ত করেছি?"

"তুমি—তুমি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের মেয়ে। আর মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই আমি তোমাকে ধরে ফেলব।"

তার চোখ দুটো বিশেষ বিশেষ স্থানে ঘুরতে লাগলো। জেরি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তার শিথিল হাসি দিয়ে সে ক্লিন্টকে উত্তেজিত করতে লাগলো সে চাইলো তার ঐ সোনালী দেহ সে নিষ্পেষিত করুক।

"তুমি কি মনে করছ যে আমি হাঁফিয়ে যাবো, প্রিয় ক্লিন্ট, তুমি মনে হয় সেই রকম চিন্তা করছ। তুমি আমাকে একটা মাছের মতো মনে করছ তাই না? দেখো, আমার দিকে আরও ভাল করে তাকিয়ে দেখো, দুচোখ ভরে আমাকে উপভোগ করো।"

লাস্যময়ী হাসি হেসে জেরি তার গোড়ালিটার ওপরে ঘুরে গেল এবং বারের কাছে গিয়ে একটা হুইস্কির বোতল ধরল। বৃষ্টি পড়ার একটা অদ্ভুত মিষ্টি শব্দ আসছে। সে রেকর্ড প্লেয়ারের ঢাকনাটা তুলল ও ডসনকে আড়চোখে দেখল। কেউ যদি তার পাশ দিয়ে চলে যেতো তাহলে দেখতে পেতো যে মিসেস হালিস্টার একদম মাতাল হয়ে গেছে। এবং দেখতো সে একাই বোতল ধরে রয়েছে। তার যদি একদল শ্রোতা থাকতো তাহলে সে তাদের অদ্ভুত সব কথা শোনাতো। জাহান্নামে যাক এই সব চিন্তা।—

হঠাৎ তার মনে হল ঐ শ্রোতার মধ্যে যদি গ্রেগের মা থাকতো সে নিশ্চয় চলে যেতো। কিন্তু তার ভয় হল না। সে দেখলো যে ক্লিন্ট তাকে অনুসরণ করছে না। ক্লিন্ট হয়তো কিছু বলছিল কিন্তু জেরি তা শোনার জন্য কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল না। সে হয়তো মিষ্টি সুরে কিছু বলছিল। তার গলার স্বরে বিকৃত কামের শব্দ মেশানো ছিল। দেখা যাক। শেষ পর্যন্ত কি হয়।

টার্ন-টেবিলের উপরে রেকর্ড চাপাতে চাপাতে সে একবার আড়চোখে তাকালো। মনে মনে কিছু বিশ্রী কথা উচ্চারণ করল। এবং সে অবশেষে "সফিস্টিকেটেড লেডী" এই রেকর্ডটা চালিয়ে দিলো। এই রেকর্ডটাই সে এখন পছন্দ করছে। এই গানটা শুনলে সে অনেক পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করার সুযোগ পায়।

BanglaBook.org

"প্রিয়া, এসো—তুমি কি তোমার গ্লাসটা নেবে না? ক্লিন্টের স্বরে আহ্বানের সুর।

"আমি যা বলছি তাই শোনো। যদি তা না করো তাহলে আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।

একটু সামান্য বিরতি, তারপর ক্লিন্ট থেমে গেল। সে আর্ম-চেয়ারে গিয়ে বসল—গ্রেগের আর্ম-চেয়ার—এবং আবার হেসে বলল,—"ঠিক আছে, তুমি আমার সম্রাজ্ঞী মহাশয়া।"

"তুমি সব সময়ে সেটা মনে রাখবে।"

অবশেষে বেশ কয়েকটা রেকর্ড খোঁজার পর সে "সফিস্টিকেটেড লেডী" খুঁজে পেলো, সেটাকে টার্ন টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে পিন আপটা লাগিয়ে দিলো। তার মনে হল সে যেন অন্য কাউকে আদেশ করছে। সে কি নিজেকে আদেশ করছিল? ওঃ, প্রিয় গ্রেগ, তুমি জানতে পারছো না যে তুমি কি হারাতে চলেছো! তোমার ছোট্ট বৌ আজ কি দারুণ রোমাঞ্চ করতে চলেছে তা তো তুমি জানতে পারছো না। এমন একটা দারুণ সময়ে উপস্থিত হতে না পেরে তুমি হয়তো নিশ্চয়ই খুব আফশোষ করছ। অথচ মণিকা তোমার সঙ্গে বেড়ালীর মতো ব্যবহার করছে।

তুমি মনের সুখে থাকো গ্রেগ।

রোমাঞ্চকর বিষাদের সুরটা কোনো সুদূর থেকে ভেসে এলো। জেরি মাথা নাড়াতে শুরু করল। হয়তো নরকেও তার জায়গা হবে না। হয়তো তাকে আরও সে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে, হয়তো—

ক্লিন্টের চোখ জেরির দেহের ওপর ঘুরছে। একটা প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতা ফেটে পড়তে চাইছে। সে হাত দিয়ে তার হাতের ওপর চাপ দিলো। জেরি তার হাতের মুঠোর মধ্যে পুরো জমে গেল। তার সমস্ত ব্যঙ্গাত্মক কথা, তার মনে মনে টিটকারী, সবই যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। ক্লিন্ট পশুর মতো জেরিকে চুম্বন করল। সে জেরির ব্যগ্র ঠোঁটে প্রচণ্ড চুম্বন করল। সে পালিয়ে যেতে পারলো না। তার চুম্বন সত্যিই ভয়াবহ।

সে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু ক্লিন্ট খুব জোরে চেপে ধরেছিল। সে ছাড়ার কোনো লক্ষণ দেখলো না।

"অবশেষে তুমি তোমার মত পরিবর্তন করলে তাই না? আমি জানি ক্লিন্ট একবার মত করলে তা কখনোও পরিবর্তন করে না।

BanglaBook.org

এখন, তার চোখ ভয়ে বড় বড় হয়ে গেল, বাজরের চিন্তায় সে ভয়ানক ভাবে কুঁচকে গেল। সে বুঝতে পারলো যে সে তার হাত দিয়ে ওর বুক এবং কাঁধের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু তার শক্তির কাছে ওর শক্তি খুবই দুর্বল এবং প্রয়োজনহীন ব্যর্থ মনে হল।

"কি হল, এত ছটফট করছ কেন, তুমি তো স্থির করে ফেলেছ যে তুমি আর মিসেস হালিস্টার হতে চাও, তাই না? সে ঘড় ঘড় করে বলল।

"দোহাই, থামো।"

"না, আমার মানে হয় তুমি তোমার সঙ্গী খুঁজে পেয়েছো। তুমি ক্লাবের ঐ লোকটাকে ব্যঙ্গ করতে পারো, কিন্তু তুমি এখানকার এই ক্লিন্টের সঙ্গে তা করতে পারবে না।

ক্লিন্ট হাসতে হাসতে জেরিকে সজোরে একটা ধাক্কা মারলো এবং সে ডিভানের ওপর ছিটকে পড়ল।

আলো নিভে যাওয়ার আগে সমস্ত পৃথিবী, ডাক্তার এনরাইট, বাবা, গ্রেগ, হার্ভে, বার্নি সব মিলে মিশে একটা কামুক লোকের মধ্যে মিশে গেল,—সে হল এই ক্লিন্ট ডসন। জেরি চিৎকার করে উঠলো।

তখন হাত দিয়ে ক্লিন্ট জেরির গাল টিপে দিলো, তখনোও সে হাসছে, শুধু হাসছে।

BanglaBook.org

তেরো

ফোনের শব্দ জেরির ঘুম ভাঙিয়ে দিলো। সে বসার ঘরের ওপর থেকে মাথা তুলল, কিন্তু মনে করতে পারলো না ঠিক কোথায় ফোনটা বাজছে। তার মন তখনোও স্বপ্নালু, সারা দেহে একটা অসহ্য ব্যথা।

এই প্রথমবার অবশ্য ফোনটা বাজেনি। তার এই সকালে অনেক বার ঘুম ভেঙেছিল, সে আগেও শব্দ শুনেছিল, কিন্তু এতো জোরে নয়। সে ঘড়িতে দেখল দশটা বেজে পঁচিশ মিনিট। সে পুরোপুরি উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে, কেবলমাত্র একপায়ে একটা মোজা কুঁচকে গোড়ালীর কাছে গুটিয়ে গিয়েছে। ফোন সকালে বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে বসল এবং সে ক্ষীণ আশা করছিল তখনো বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু জানলার কাঁচের মধ্যে দিয়ে ঝকঝকে রৌদ্রের আলো আসছে—আজ চমৎকার দিন।

ফোনটা তখনও বেজে চলছে কিন্তু জেরি অনড় হয়ে বসে রইল। কোনো জবাব দিতে পারলো না। নিষ্ঠুর পরিচ্ছন্নতার রূপ ধরে গত রাত্রির আতঙ্ক তার সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। সে চাইলো ফোনটা আর ধরবে না।

অবশেষে সে পা ঝাঁকিয়ে উঠে বসল এবং একটা সিগারেট ধরালো। ভাবতে তার অবাক লাগলো যে সে এই অবস্থায় রান্নাঘরে গিয়ে কালো কফি খাবে। দশটা পঁচিশ। সকালতো প্রায়ই শেষই হয়ে গেছে। গত রাত্রের অত্যাচারের মুখোমুখি হয়তো তাকে শীঘ্রই হতে হবে। অবশ্য অত্যাচার কথাটা তার কাছে পুরোনো লাগছিল—হাস্যকর মনে হচ্ছিল, অবশ্য সে প্রথম থেকেই একটা অজ্ঞ কৃষকের পবিত্র মেয়ে কোনদিনই ছিল না।

ফোনের শব্দটা থেমে গেল। জেরি সিগারেট লাইটারটার খোঁজ করল কিন্তু সেটা কফি টেবিলের ওপর ছিলনা। ব্যাপারটা অদ্ভুত তো। ওটা তো ওখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা নয়। সে বসার ঘরের চারপাশে তাকালো—সব কিছু সম্পূর্ণ ঠিকঠাক আছে। সে ঝুঁকে পড়ে মেঝের আলোটা জ্বালালো। ঘরের অন্ধকার কোনগুলো বীভৎস ভাবে আলোকিত হয়ে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিলো। সে ভাবতে লাগলো লাইটারটা কোথায় আছে।

BanglaBook.org

ফোনটা আবার নির্দয়ভাবে বেজে উঠলো, জেরি উঠে দাঁড়ালো বলার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সে ভাবলো যেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই ফোনটা থেমে যাবে। খাবার ঘরে যাওয়ার মুখে সে একটু দাঁড়ালো, মনের মধ্যে থেকে সমস্ত গ্লানি জোর করে মুছে ফেলতে চাইলো। তার আবার মনে পড়ে গেল যে তার দেহে কোন পোশাক নেই। সে বাইরের ঘরে ফিরে অন্তর্বাসগুলো নিয়ে ওপরে উঠে গেল। খুব ক্ষীণ ভাবে তার মনে হল হয়তো গ্রেগ ওপরে থাকতে পারে। হয়তো সে কাছেই কোথাও আছে। সে নিজেকে ভীষণ ভাবে দুর্বল বলে মনে করল। কিন্তু সে বুঝতে পারলো যে আত্মগ্লানি এবং অনুশোচনা হাত ধরাধরি করে আসছে। এবং ওরা যে কোন মুহূর্তে ওর পাপ কাজের কথা কাউকে বলে দিতে পারে। সে ধীরে হাঁটতে লাগলো। জেরি অনুশোচনাকে অনুরোধ করল সে যেন ওর সঙ্গে না আসে।

সে শোবার ঘরের দরজায় পা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

তার ড্রয়ারের গয়নার বাক্সটা খোলা—ওটা টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে।

এই সকালবেলাতে হঠাৎ সে পাগলের মতো তার গয়নার বাক্সের দিকে দৌড়ে গেল।

মাত্র এক সপ্তা আগের কথা। গ্রেগ তাকে বলেছিল ওটা বন্ধ করে রাখতে। জেরি প্রতিক্রিয়া করেছিল সে তাই করবে। তার মনে পড়ল সে বারের চাবিটার জন্য সে এটাকে বাইরে রেখেছিল। সে এটা বের করেছিল এবং পরে ছিল, কিন্তু হায়—হে ভগবান, ওগুলো এখন এখানে নেই।

হঠাৎ সে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। চাবিটা তো তার হাত থেকে পড়ে যায় নি। ঐ চাবির রিংটা তার জন্যে গ্রেগ বিয়ের মাত্র একমাস পরে কিনে দিয়েছিল, কারণ এই সময়ে তার অফিসে প্রমোশন হয়েছিল। জেরি হঠাৎ হিস্টিরিয়াগ্রস্থ হয়ে পড়ল। সে নিস্ফলভাবে ওর মধ্যে হাত ঢোকাতে লাগলো। গত রাতে হয়তো তাড়াহুড়ো ছিল কিন্তু সে তো বাক্সটাকে ওপরে তুলে রেখে যায় নি। না, তার বেশ মনে পড়ছে যে ওটাকে খুলে রেখে যায় নি। তার মনে হল ক্রিস্ট এটা করেছে—সে এখানে নিশ্চয়ই এসেছিল। এবং সে এই বাক্সর মধ্যে থেকে সবচেয়ে দামী জিনিসগুলোকেই নিয়ে গেছে।

সে দেখতে পেলো গ্রেগের সস্তা টাইপিন আর নকল মুক্তোর গয়নাগুলো পড়ে রয়েছে। কিন্তু তার ব্রুচটা পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রেগের হাতের সোনার বোতামটাও পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রেগ ওটা তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিল। তার

BanglaBook.org

পান্না বসানো ব্রেসলেট তার ঘড়ি—তার বাবা তাকে দিয়েছিল—এ সবই গেছে।

ভীষণ হতাশায় তার সমস্ত দেহমন ভেঙ্গে পড়ল। জেরি পাগলের মতো ড্রয়ারের ভেতরটা বার বার খুঁজলো। শোয়ার ঘরে খুঁজলো, সে প্রায় সব ঘরগুলোতেই খুঁজলো—। না, সেই সব জিনিসগুলো আর পাওয়া গেল না যেগুলো ছোট দামী এবং মূল্যবান, সেগুলো একান্ত ভাবে তার ও গ্রেস্কের ছিল।

সে রিসিভারটা তুলে অপারেটরকে চাইলো। সে পুলিশকে ডাকতে যাচ্ছিলো। কিন্তু সে রিসিভারটাকে আবার রেখে দিলো।

সে তাদের কি বলতো? ক্লিন্ট ডসন নামে একজন লোক তার তন্ন তন্ন করে খুঁজে সব দামী জিনিসগুলো নিয়ে গেছে? তারা হয়তো জিজ্ঞেস করত, মিসেস হালিস্টার দোষী কে? সে তো খুব স্বাভাবিকভাবে ডসনের নাম চাপতে পারতো না। অথবা সে বলতে পারতো না যে রাতের নাচের আসর থেকে ফিরে এসে দেখেছে এইসব জিনিসগুলো হারিয়ে গেছে। পুলিশের কাজ হল চোরকে খুঁজে বার করা। তারা চোরকে ঠিক খুঁজে বার করত। তারা তাকে তার কাছে নিয়ে আসতো এবং ক্লিন্ট তার বক্তব্য রাখতো। নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য সে রাতের সমস্ত ঘটনাগুলোই বলত। এর মধ্যে অবশ্যই অতিশয়োক্তিও থাকতো তখন জেরি হেরে যেতো—তার আর কিছু বলার থাকতো না।

ম্যারিয়ন—হ্যাঁ সে তাকে সাহায্য করতে পারে। তাকে সব সময়েই বিপদে পাওয়া যায়। সে সব সময়ে তাকে সাহায্য করেছে।

ম্যারিয়নের বুদ্ধি আছে, বিচার করার ক্ষমতা আছে। সে জানে কি করতে হবে।

উন্মত্তের মতো হাতের কাছে যে পোশাকটা পেলো সে পরে ফেলল এবং দ্রুত চুল আঁচড়ে দরজার ও গাড়ীর চাবি খুঁজে বের করল। এখন ম্যারিয়নকে ফোন করা অর্থহীন। তাই সে নিজেই যেতে মনস্থ করল।

"তাহলে তুমি আমাকে কি করতে বল।" ম্যারিয়ন অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল। "ড্রাগনেটকে ডাকো, একজন সেরা লোককে তদন্ত করার জন্যে পাঠিয়ে দিক।" সে একটা খুব সস্তার পোশাক পরেছে, তার কাঁধটাকে বেশ শক্ত মনে হল।

জেরি নড়তে চাইলো না, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল।

BanglaBook.org

"ম্যারিয়ন, আমার কিছু করা উচিত।"

তার বোন দুর্বোধ্যভাবে ঘাড় নেড়ে ডিসগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। "তুমি ঠিকই বলেছো, তোমার কিছু করাই উচিত! আমি এখন ছেলেমেয়েদের জন্য রান্না করছি। ওরা এখনই খেলার মাঠ থেকে ফিরে আসবে।"

"ওঃ ম্যারিয়ন"—জেরি অনুযোগ করল.....তার গলা ভেঙ্গে পড়েছে।

"ওঃ ম্যারিয়ন কি?"

আমি তোমার সাহায্য চাই। দয়া করে—"

অবশেষে তার বড় বোন তার দিকে ঘুরল এবং পরিষ্কার ভাবে তার দিকে তাকালো।

"তুমি কি তোমার হীন, নির্বুদ্ধি সম্পন্ন প্রেমের কাহিনী শোনাতে চাও? তোমাকে সাহায্য করার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই"

জেরি সশব্দে চেয়ারের ওপর বসে পড়ল। সে দেখলো মৃদু হাসি মাখা ঠোঁটের ফাঁক থেকে কেমন করে ঐ ঠান্ডা কথাগুলো বেরিয়ে এলো।

"তুমি যতোদিন হাঁটতে পারোনি ততদিন তুমি আমার সাহায্যের জন্যে বলেছো, "ম্যারিয়ন এটা করো না, ওটা করো না।" তুমি ছিলে বাবার গর্ব এবং আনন্দের উৎস। তোমার কথায় তার কাছে সূর্য উঠত এবং অস্ত যেতো। আর আমি? আমি যদি সামান্য নাক সিটকাতাম তাহলে বাবা আমায় চড় মারতো। তুমি সব সময়েই তার পক্ষপাত পেয়ে এসেছো, তা সত্বেও তোমার সমস্যার জন্যে তুমি আমার কাছে ছুটে এসেছো। তখন আমি বিনা সংকোচে তোমাকে সাহায্য করেছি।"

"ম্যারিয়ন, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—"

"অবশ্যই, তোমার জীবনে কখন কোন সমস্যা ছিল না বলতো? তুমি সব সময় তো সমস্যা ডেকে নিয়ে আসতে। আমি ছিলাম তোমার চিন্তা। তোমার চেতনা। এখন তুমি যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছ। তুমি তোমার এবং আমার বন্ধুদের সঙ্গে অত্যন্ত সস্তা ব্যবহার করেছ। এমন কি তুমি আমার স্বামীকে— ।"

"না, না। তুমি বুঝতে পারছো না—"

"তুমি জানলে কেমন করে সে আমি বুঝতে পারছি না?"

তার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে রাগ ফুটে উঠতে লাগলো। "মনে পড়ে সেই দিনের কথা যখন তুমি হার্ভেকে এখানে নিয়ে এসেছিল এবং

BanglaBook.org

আমি যখন দেখলাম তখন তোমার আর হার্ভের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। গতরাতে যতক্ষণ না হার্ভে তোমার কাছে আসে ততক্ষণ তুমি কোপের মধ্যে শুয়েছিলে। কেন বলতে পারো? কারণ সে মেয়ে ভালোবাসে অথবা সে আমার স্বামী এবং তুমি কখনও এটা সহ্য করতে পারোনি। আমার কোনো কিছু ভালো জিনিস থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য সুখী বিবাহিত জীবনের কথাই বলছি।……"

"ম্যারিয়ন—"

"বল ম্যারিয়ন তোমার জন্য পুরস্কার এনে দিয়েছে। তুমি সব সময়ই আমাকে ব্যবহার করছো কারণ যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই পাশে থেকেছি। এখন অবশ্য তুমি সত্যিই বিপদে পড়েছো, তাই না? তুমি তো কখনোই ওই চওড়া কাঁধওয়ালা শয়তানটাকে ফাঁকা বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছো না। পাছে তাকে আমি তোমার বাড়ীর মধ্যে দেখতে পেয়ে যাই তার জন্য আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও। একটা মাতাল মেয়ের কাছ থেকে এর চেয়ে আর কিছু সৌজন্য আশা করা যায়, তাই না? তুমি তো সারারাত ওর কোলের মধ্যে শুয়েছিলে আর যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলে যে ঘরের মধ্যেকার সব মনিরত্ন হারিয়ে গেছে। তুমি কি আমার শেষ কথাটা শুনতে চাও? আমি সাহায্য করতে পারবো না।"

জেরি অত্যন্ত ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো।

"এই অবস্থায় তোমাকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না মনে রেখো। মনে হয় এই ঘটনাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমি জানি না—হয়তো তুমি অনেক মিথ্যে কথা বলে এই ঘটনা থেকে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টা করবে। আমার কাছে কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো সাহায্য বা সান্ত্বনা পাওয়ার আশা কোরো না। এখন থেকে তুমি আমার একটি সুন্দরী বোন, যে মূর্খের মতো কাজ করেছে, বিপথে চালিত হয়েছে, যাক্। তুমি এখন নিজেই সিদ্ধান্ত নাও। তুমি কি করতে চাও।"

সাড়ে এগারোটার কিছু পরে ক্রিস্ট ডসন আলস্য ভেঙ্গে ঘুম থেকে উঠলো। তার পাশে শুয়ে থাকা ক্রেডা একবার তাকে দেখলো, ঘোঁত ঘোঁত করে হাসলো, তারপর আরামে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

গত রাতের স্মৃতি হঠাৎ তাকে জাগিয়ে দিলো, সে উঠে বসল। বোবা, মূর্খ, আচ্ছন্ন-র মতো মনে হল তাকে। সে বার বার নিজেকে ধিক্কার দিতে

BanglaBook.org

লাগলো। নিজেকে অত্যন্ত বোকা মনে হল এই ভেবে যে সে আজ আগুন নিয়ে খেলা করছে। সে এমন একটা মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে যার চোখ দুটো অত্যন্ত উত্তপ্ত। এতদূরে এগোনো হঠাৎ উচিত হয়নি। সবচেয়ে বোকামীর কাজ হয়েছে গয়নার বাক্সের মধ্যে থেকে ওগুলো হাতিয়ে নেওয়া। যদি ভালো পথে থাকা যেত তাহলে ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রীকে আবার ডাকা যেতো, না, গয়নাগুলো নিয়ে নেওয়া বিশেষ গর্হিত কাজ হয়ে গেছে।

ক্লিন্ট ডসন একজন বার টেন্ডার হিসাবে ও একজন মানুষ হিসাবে তার ক্ষমতার কথা জানতো, কিন্তু নিজেকে কখনোও লোভী আর বোকা ভাবে নি।

সে ব্রেন্ডার ওপর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল, বিছানার অনেকটাই সে দখল করে রেখেছে। ব্রেন্ডা নাম শুনেই তার হাসি পায়। তার নাম ছিল বার্থা— সে ড্রাইভারের লাইসেন্সের মধ্যে এই নামটা দেখেছে। সত্যি, তাকে দেখলে হাসি পায়। কারণ তার ওজন একশ ষাট পাউন্ড। মেয়েটা একটা জালা। তুমি ওর ঘাড়ের ওপর চেপে বসতে পারো, ওর গলাটা জল দিয়ে পরিস্কার করতে পারো। তবু মেয়েটা ঐ রকমই থাকবে। কয়েক মাস আগে ফ্লাগার্স টাভার্ণে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এই ঘটনাটা ঘটে তার মার্টিন টাউনে গিয়ে কাজ খুঁজতে চেষ্টা করার কিছু আগে। ক্লিন্ট বারে বসে নেশা করেছিল। সে বিনা পয়সাতে বেশ কিছু পান করে ফেলেছিল। সে জানতে পেরেছিল মেয়েটা দারুণ আর তার পাশে অনেকে ঘুর ঘুর করে।

মাত্র দুগ্লাস খাওয়ার পর মেয়েটা হঠাৎ ক্লিন্টর গলা জড়িয়ে ধরল, যেন সে তার পুরনো প্রেমিককে হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে। ব্যাপারটা হল, ক্লিন্ট কিছু পান করার পর আর দেখল না যে তাকে ততটা খারাপ লাগছে। একটু মোটা, ভীষণ রঙ করা, এবং তার মধ্যে বেশ একটু সৌন্দর্য ছিল যতটা থাকে না ঐ ঘিনঘিনে কাজ করা দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে। সে তাকে এই ঘরের কথা বলেছিল। একত্রে শোবার অনুরোধ জানিয়েছিল। সে তার সঙ্গে আসতে রাজি হয়। কেবল মাত্র কিছু মদের বিনিময়ে।

পরে সে তাকে বরাবরের জন্য এই ঘরে থাকতে বলল তখন ব্রেন্ডা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলো যে অন্য কারও কাছে যাবে না। অবশ্য সকলের সঙ্গেই মদ পান করেছে এবং ভেবেছে যে তার সঙ্গে কেউ মজার খেলা খেলবে না। ক্লিন্ট তাই তাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নি। যদিও মেয়েটি তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম করতে দিতে বিন্দুমাত্র বাধা দেয়নি তবু সে ভেবেছিল মেয়েটার নিশ্চয়ই দেমাক

BanglaBook.org

আছে। সে তার সঙ্গে গত দেড় সপ্তাহ ধরে বাস করেছে কিন্তু নিশ্চিত হতে পারে নি। সে তাকে আগে অনেক খেলা দেখিয়েছে, সে নিজে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল মেয়েটার ক্ষমতা আছে। সে নিজে কফি আর সিগারেটের দাম মিটিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা কখনোও নিজের দুর্ভাগ্যের কথা নিয়ে ঘিনঘিন করেনি। তাকে অজস্র চুম্বন করতে দিয়েছে। সত্যিই মেয়েটাকে দেখলে হাসি পায়।

ক্লিন্ট বিছানা থেকে নেমে কফি তৈরি করল। তার খুব হাসি পেলো। সে জীবনে হাসির জন্য অনেক সময় নষ্ট করেছে। অবশেষে সে যখন হাসির সন্ধান পেয়েছে তখন সে অবাক হয়ে গেছে। যখন সে ছোটো ছিল তখন সে ভাবতেই পারেনি যে তার বাকী জীবনটা হাসতে হাসতে অতিবাহিত হবে। সে ক্লীভ-ল্যান্ডের এক নরক সমান বস্তি থেকে এসেছে। তার বাবা ছিল পাঁড় মাতাল। তার মাকে অবশ্য তার মনে পড়ে না। তার মা বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে ছিল। তখন তার বয়স মাত্র এক বছর। সে স্কুলে আট ক্লাসও পড়েনি। সে আজ পর্যন্ত অনেক কাজ করেছে কিন্তু কোনোটাই মনঃপূত হয়নি। সে জো বুশের সঙ্গে দশ মিনিটের মধ্যে একটা বন্ধ কার দোকান লুট করেছিল। তার এক মাসের খরচ তার থেকে তুলে নিয়েছিল। অবশ্য এর ফলে তার দু সপ্তাহ বেতন নিতে পারেনি।

কিন্তু সে স্থির করেছিল যে জীবনে আর কখনো অপরাধ করবে না, অবশ্য ছোট ছোট দুয়েকটা কাজ তার মন্দ লাগেনি। কিন্তু প্রতি বারই সে আশঙ্কা করেছে ঐ বুঝি তার পেছনে পুলিশ লেগেছে আর তাকে যে কোনো মুহূর্তেই ধরে ফেলবে।

অবশ্য হালিস্টার এর বাড়ী থেকে গুলো নেয়া কোনো ক্ষতির ব্যাপার বলে তার মনে হয়নি। অন্ততঃ গত রাতের তার সমস্ত চিন্তাই ঠিকমতো কাজ করেছিল। সবচেয়ে বড় কথা হল যে কাজটা ঠিকমতো করতে পেরেছিল। ব্যাপারটা যেন একটা নেশাগ্রস্ত শিশুর কাছ থেকে লজেন্স চুরি করা। সে যদি পুরো বাড়ীটাকে তুলে নিয়ে যেতো তাহলেও জেরি চীৎকার করতে পারতো না সে অবশ্য একটা জড় বস্তু ছিল না। সে জানতো যে জেরি এর জন্য মোটেই পুলিশকে খবর দেবে না। কারণ তাহলে তাকে অনেক বাধার মধ্যে পড়তে হবে। জেরি মোটেই তা পারবে না বরং সে চুপচাপ থাকার চেষ্টা করবে।

হঠাৎ কি খেয়াল হল, সে হঠাৎ হাত মুঠো করে, স্টোভের গায়ে ঘুসি

BanglaBook.org

মারলো। ব্যাপারটা খুব সহজ হয়েছে বলেই সে অবশ্য চুরি করেনি। সে অবশ্য এইজন্য চুরি করে যে তার ফলে সে ওগুলোকে টাকাতে পরিণত করতে পারবে। তারপর সে এই নোংরা বস্তি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্যত্র উজ্জ্বল জীবন যাপন করবে। সে এর থেকে কত টাকা পেতে পারে? এক হাজার —দু'হাজার—? সে নিশ্চয়ই রিভিয়েরাতে গিয়ে সূর্যের উত্তাপ পোয়াবে না।

না, সে যা করেছে তার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। এবং তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল যখন সে গয়নার বাকস থেকে ও গুলো তুলে নেয়। এই লুঠ থেকে লাভ করা নিছকই একটা ঘটনা মাত্র।

তার মধ্যে একটা বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয় তার ফলে সে এই কাজটা করেছে। সে যা করেছে, সে যা দেখিয়েছে, সে যা কিছু ভেবেছে এ সবই তার কাছে অত্যন্ত হীন বলে মনে হয়েছিল। জেরি বুঝতেও পারেনি যে ক্লিন্ট তাকে বশীভূত করতে পেরেছে। সে অবশ্য জানতো যে তার কোন কাডিলাক গাড়ী নেই। হয় তো এই জন্যই সে তার ওপর এমন উষ্মা প্রকাশ করেছিল। সে তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে তাকে শান্ত হতে বলেছিল। তাকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিল যে সে একশ বছরের মধ্যেও তার আনুগত্য ছেড়ে যাবে না। না, ক্লিন্ট তা করবে না।

সে তো দৌড়ে চলে যায়নি. যখন তার উষ্ণ নিঃশ্বাস ওর গলাতে পড়ছিল। গত সপ্তাহে গ্রেস পোর্টার যেমন করেছে সে তো তেমন করে নি। কিন্তু এই হালিস্টার স্ত্রী তো তাকে বরং বিশেষ উৎসাহ দিয়ে তাকে প্রলোভন দেখিয়েছে।

একটা হাসি তার মধ্যে আবার এলো। আমি তোমাকে নিষ্পেষিত করব আমি তোমাকে আমার পেছনে দৌড়তে বাধ্য করাবো। তোমার কাছে আমি একজন তৈরী পোশাক পরিহিত লোক। ডসন তুমি তেমন ভালো লোক নও। কেবলমাত্র বারে কাজ করা ছাড়া। তুমি আমাকে চুম্বন করো। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলো না।

বিছানাতে শুয়ে ব্রেন্ডা অস্পষ্ট করে কিছু অসংলগ্ন কথা বলছিল। ক্লিন্ট তার কফি খেয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। সে তার ঠান্ডা হাতটা ঘষতে ঘষতে গত রাতের কথা তার মনের মধ্যে উঠতে লাগলো। ব্যাপারটাকে সে যতটা হালকা করে দিতে চাইছে ততটা কিন্তু হালকা নয়। সে বুঝতে পারলো খুবই নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলেছে। সে ব্যস্ত হয়ে হাঁটতে থাকার

BanglaBook.org

ফলে কাপ থেকে চলকে কিছু কফি পড়ে গেলো। দুমিনিট আগে সে যখন গাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিল সে তার গাড়ীটা হালিস্টারের বাড়ীর দুটো বাড়ী আগে রেখে ছিল। সে তার কাজের জন্য যথেষ্ট অনুতপ্ত হয় এবং ঠিক করে সে সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে ফিরে যাবে। হ্যাঁ, সে তাই করেছে এবং ঠিকঠাক ভাবেই করেছে। জিনিসগুলো এখনো তার জামা এবং প্যান্টের পকেটের মধ্যে রয়েছে। সে এসব নিয়ে গভীর ঘুম দিয়েছিল। সে বুঝতে পারেনি যে ব্রেন্ডা তার কাছে শুনতে এসেছে।

এখন সে তার দিকে দেখলো। ব্রেন্ডা গিড়বিড় করে বকা থামিয়ে দিয়েছে। সে তার বিশাল দেহটা নিয়ে পাশ ফিরে শুলো, আবার ঘুমিয়ে পড়লো। তার হাত দিয়ে চোখদুটো আড়াল করা ছিল।

ব্রেন্ডা, সে মৃদু স্বরে বলল—এটাই তোমার বাড়ী। এখানে তুমি নিরাপদ। তুমি অবশ্য যা চাও তা কখনও হতে পারবে না। হয়তো জানো না আমি কি চাই। কিন্তু তুমি আমার কাছে নিরাপদে আছো। আমি আবার আমার এই অবস্থাতে ফিরে আসতে চাই না। আমি চাই এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে। অবশ্য তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকবো। ব্রেন্ডা ছোট্ট শিশু তোমাকে দেখলেই আমার হাসি পায়। আমার মনে হয় এটাই নিরাপদে বাঁচবার একমাত্র পথ—তাই না ব্রেন্ডা ?

ভসন স্থির ভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। দেখছিল মেয়েটার মধ্যে একটা যেন উজ্জ্বলতা আছে। কিন্তু এখন সেটা কমে গেছে। একটা ব্যর্থ নিরাশা নিয়ে সে তার দিকে এগোতে লাগল। চাইলো তাকে চুম্বন করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবে। হয় তো সে হো হো করে হেসে বলবে "কি মজার খেলা শুরু করেছো ?" কিন্তু সে এটাকে তেমন গুরুত্ব দেবে না। ঠিক যেমন আগে কখনও এসব ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। সে তার বিশাল হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবে। এবং তার দেহকে আবার উষ্ণ করবে।

কিন্তু তার কাজ এখনও শেষ হয়নি। জেরিকে একটা ফোন করতে হবে যা সে একটু আগে চেষ্টা করেছিল। সে জানতো, যদিও সে তা করবে না তবু সে খেলাতে জিতে গেছে এবং এটা তাদের তিরিশ মিনিটের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

তার চোখটা ব্রেন্ডার দিকে নিবদ্ধ, সে ধীরে ধীরে ফোনের রিসিভারটা তুলল। হালিস্টারের নাম্বারটা ডায়াল করল, আশা করল জেরি তার সঙ্গে

BanglaBook.org

স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে।

দুপুরের একটু আগে জেরি ম্যারিয়নের বাড়ী থেকে ফিরে আসে, একটা চরম ব্যর্থতা তার চারপাশে ঘিরে ধরেছে। সে এসেই শুনতে পেলো ফোন বাজছে কিন্তু সে কোন আগ্রহ বা অনিচ্ছা দেখালো না। সে দরজা বন্ধ করে ফিরলো এবং চেষ্টা করল বসার ঘরের জঘন্য পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে। একজন বাইরের লোক ঘরের এই পরিচ্ছন্নতা দেখে কখনো ভাবতে পারবে না যে গত রাতে কি কার্যে তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু জেরি তা জানতো, জানতো যে সে তা কখনো ভুলতে পারবে না।

সে ধীরে ধীরে ফোনের দিকে এগিয়ে গেল, তখনোও তার চোখের সামনে ম্যারিয়নের আবছা সুদৃঢ় মুখটা ভাসছিল। আমি এখন আর ছোট মেয়ে নই, বাচ্চা বৌ নই—সে ভাবলো। এখন থেকে আমাকে কেউ সাহায্য করবে না—আমাকে নিজেকেই সমস্ত কাজ করে যেতে হবে। এবং এভাবেই সব কাজ করেছিল।

"হ্যালো"—সে রিসিভারটা তুলে বলল।

"গুডমর্নিং মিসেস হালিস্টার ভালো তো?" ডসনের প্রানোচ্ছল দুঃস্বর ভেসে এলো।

জেরি ভয় পেলো না। রেগে গেল না অথবা আতঙ্কিত হল না। অত্যন্ত এই প্রথম তার মনে পড়ল যে তার জীবনে ওর কিছু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে যে কাছেই রয়েছে—তার জন্য সে ভয় পেলো না।

"ওহে, চোর"—সে পরিষ্কার ভাষায় বলল। ডসন হাসতে লাগলো। জেরি বুঝতে পারলো না যে এটা নিষ্ঠুরতা অথবা ভীতির হাসি।

"আরে, তুমি অত রেগে যাচ্ছ কেন? আমি কেবলমাত্র জানতে চাইছিলাম আজ সকালে তুমি কেমন বোধ করছ?"

বৃষ্টি এখনো পড়ছে, মনে হল সারাদিন ধরে বৃষ্টি হবে।

"আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?"

"আমি তো সব সময়েই দারুণ থাকি, তা কি তুমি জানো না?"

"তোমার কি ইচ্ছে আমি পুলিশকে ডাকবো আর তোমাকে জেলে পাঠানোর বন্দোবস্ত করবো?"

"তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি? আমি ভালোমতো জানি তুমি পুলিসের কাছে যাবে না।"

BanglaBook.org

"চুপ করো বদমাস", জেরি ঝাঁকিয়ে উঠল।" তা তুমি আমাকে ফোন করলে কেন ?

"না, মানে তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করলাম আর কি ? একটা কথা, তুমি যেন অত নেশা কর না।"

"আমি মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে সবকিছু ফেরত চাই, যদি না ফেরত দাও তাহলে খুব মুশকিল হবে।"

"তুমি বৃথাই বিরক্ত করছ। তুমি আমার টিকিও ধরতে পারবে না আমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে পারি।" ক্লিন্ট ফোনটা নামিয়ে রাখল।

জেরি বেশ দ্বিধায় পড়ে গেল। তার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো।

তার মন হতাশাতে ভেঙ্গে পড়ল। তার সর্বস্ব খোয়া গেছে। তাকে ব্ল্যাকমেল পর্যন্ত করা হতে পারে। সে বুঝতে পারলো না কেমন করে এর মধ্যে থেকে বেরোনো যেতে পারে।

তার মায়ের কথা মনে পড়ল। শান্ত, সমাহিত, ধীর-স্থির মায়ের কথা।

জেরির অতীতের ঘটনা মনে পড়ল। মা তাকে কোনদিন শাসন করেনি। বাবাই তাকে শাসন করে এসেছে। সে তার বাবার বিরুদ্ধে কখনো বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। শুধু দু-একটা ঘটনা ছাড়া।

তার মিঃ এ্যালকটের ব্যাপারটা মনে পড়ল। লোকটা তার মায়ের গোপনে কথাবার্তা বলছিল। তবে কেউ এ ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেয় নি।

পরে বাবা এতে ভীষণ রেগে যায়। একটা চাপা নিস্তব্ধতা সারা বাড়ীর মধ্যে বিরাজ করছিল। মা যখন বাবাকে বিয়ে করে তখনও তাদের বিয়েতে উভয় পক্ষের মত ছিল না। মাকে যথেষ্ট অপবাদ সহ্য করতে হয়েছিল। সে তা মুখটি বুজে সহ্য করেছে।

এই মুহূর্তে জেরির মায়ের কথা মনে পড়ল যে কোনদিন কখনোও বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি।

সে ক্লাবে ফোন করল। দক্ষিণী উচ্চারণে একটা মেয়ে ফোন ধরল, বলল যে সে ক্লিন্টের বোন। সে সবে মাত্র ভার্জিনিয়া থেকে এসেছে। তারপর আর কোনো কথা হল না।

সে দরজা বন্ধ করে গাড়ীর দিকে গেল। তখন ঐ বদমাশ ক্লিন্ট ডসনের মুখটা ভেসে উঠল, আবার তার মনে পড়ল শান্ত, সমাহিত মায়ের মুখটা। সে

BanglaBook.org

খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল।

সে কয়েক মিনিটের মধ্যে অ্যারিস্টটল এ্যাভিনিউতে গিয়ে পড়ল। সে এই রাস্তাতে আগেও এসেছে। এটা মার্টিন টাউনের বস্তিতে ভর্তি।

ছোট বয়সে জেরিকে তার বাবা বারণ করে দিয়েছিল সে যেন এই দিকটাতে না আসে। কারণ এই জায়গাটা নিষিদ্ধ অঞ্চল।

৩১৩ নম্বর বাড়ীটার থেকে একটু দূরে সে গাড়ীটা থামালো।

সে ক্রিস্ট ডসনের নাম লেখা দরজাটা দেখতে পেয়ে ঘন্টা বাজালো।

বার চারেক ঘন্টা বাজানোর পর দরজা খুলল, সে খুব সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকে গেল। দেওয়ালের একটা জায়গাতে লেখা "ধার নেই—নগদে কারবার হয়।"

সে সরু সিঁড়িটা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

BanglaBook.org

পনেরো

একটা মোটা মেয়ে দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে। মেয়েটাকে দেখে জেরির মনে হল ক্লিস্ট নিশ্চয়ই একা বাস করে না। সে মেয়েটার দিকে তাকালো—বেশ মোটা নরম রুপোলী চুল। বিশ্রীভাবে পরা নাইট গাউনটা দেখে তার মনে হল তার ভাগ্যটা নিছকই মন্দ।

"আমি মিঃ ডসনকে খুঁজছি"—জেরি ঘোষণা করল। সে মেয়েটাকে কোনরকমে পাশ কাটিয়ে ঢোকার চেষ্টা করল!

মেয়েটা এই দেখে একটু ঘাবড়ে গেল কিন্তু দরজা থেকে সরল না। জেরি দেখল মেয়েটার হাতে একটা কফির কাপ ধরা রয়েছে।

"কাকে চাই?" আপনার নাম কি?"

"মিসেস হালিস্টার," সে উত্তর দিলো।

"মিসেস হালিস্টার?—সে একটু সন্দেহের চোখে তাকালো এবং বলল," 'ক্লিস্ট এখানে নেই।'

"তাই নাকি, ও বলল যে সে এখানে থাকবে তার সঙ্গে একটু বিশেষ দরকার।"

এই কথায় কাজ হল। সে ভেতরে ঢুকতে পেলো। জেরির মনে হল তাকে পথে নামতে হবে না। তাকে একমাত্র ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। জেরি ভাবলো ক্লিস্ট হয়তো অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকবে।

সে ঘরটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। খুবই নোংরা ঘর! অগোছালো এবং দুর্গন্ধযুক্ত। জেরির মনে হল এই চুরির ব্যাপারে মেয়েটা মনে হয় কিছু জানে না। হয়তো সে সবকিছু জানে এবং সে ক্লিস্টকে আগে থাকতে সাবধান করে দিয়েছে।

"আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আসলে মিঃ ডসনের সঙ্গে এমন প্রয়োজন যে তা ফোনে বলা যেত না।" জেরি পরিবেশটা হাল্কা করতে চাইলো। তার মনে হল ক্লিস্ট ডসনের পক্ষে এটাই আদর্শ ঘর।

অবশেষে সে চেয়ারে বসল এবং হাল্কা স্বরে বলল, "কি ব্যাপার বলো তো,

BanglaBook.org

কিছু ঘটেছে নাকি। তুমি বললে ক্লিন্ট জানে তুমি আসবে।"

"হ্যাঁ, সেকি এখনিই ফিরবে?"

"তোমার নামটা ভুলে গেলাম।"

"মিসেস হ্যালিস্টার।"

"সে একটু আগে বাজারে গেছে। ও তো আমায় তোমার কথা বলে নি। তুমি কি একটু কফি খাবে?"

"না, ধন্যবাদ। আসলে মিঃ ডসন আমাকে একটা সমস্যার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেছেন আমি তার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। আপনি কি মিসেস ডসন?"

"না, ঠিক তা নয়। কেন কি ব্যাপার?"

"আসলে আমি আমার কিছু গয়না মি; ডসনের কাছে বিক্রীর জন্য দিয়েছিলাম। তা, আমার স্বামী বললে যে এখন কোনো পয়সার প্রয়োজন নেই। তাই আমি এগুলো ফেরত নিয়ে যেতে এসেছি।"

"জিনিসগুলো কি তোমার। নাকি কোথা থেকে চুরি করেছো?

"না, না, ওগুলোআমারই জিনিস।"

"তা তোমার ক্লিন্টকে পছন্দ হল কেন"

"ও আসলে বলেছিল যে কাছে কয়েকজন ক্রেতা আছে তাই ওকে দিয়েছিলাম। আমি অবশ্য ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছিলাম।"

"ক্লিন্ট কোনো কিছু তো আমায় লুকোয় না। তুমি বলেছ যে এটা তোমার এবং তোমার স্বামীর। তা তোমার স্বাকী এসব জানে।"

"সেটা কি তোমার খুব কাজে লাগবে?"

"আমার মনে হচ্ছে তুমি জুয়াতে আর তোমার স্বামীর অজান্তে এই কাজটা করতে চাও।"

জেরি বুঝতে পারলো এইভাবে প্রশ্ন করে সে তার কাছ থেকে সব তথ্য-গুলো জেনে নেবে। জেরি যখন এতদূর এসেছে সে তার জিনিসগুলো ফেরত না নিয়ে যাবে না।

"আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমার এবং ক্লিন্টের মধ্যে কোনো গোপন সম্পর্ক আছে।"

"না, না, দেখুন—"

"ক্লিন্টের কপালে দুসপ্তাহ আগেই এমন ঘটনা ঘটেছিল। দুদিন আগে

BanglaBook.org

তোমার মতো একটা মেয়ে এখানে এসেছিল। সে বুঝতে পারে নি যে আমি ক্লিন্টের লোক ?"

"না, এ ব্যাপারটা অবশ্য তেমন খারাপ নয়। আমি কেবল—"

"আচ্ছা তাহলে, তুমি একটু বোসো। ক্লিন্ট এখুনিই এসে পড়বে। তখন বোঝা যাবে আসল ঘটনাটা কি। তুমি তো গয়নার কথা বলছো। তাই না। ঠিক আছে ওকে আসতে দাও।"

জেরির কিছু বলার ছিল না। সে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেখলো একটা প্যান্ট দরজা থেকে ঝুলছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল ঐ প্যান্ট পরেই তো ক্লিন্ট গতরাতে তার বাড়ীতে গিয়েছিল। জেরি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজার হুক থেকে প্যান্ট খুলে নিয়ে ঝাঁকালো। মেয়েটা এটা লক্ষ্য করে জ্বা জ্বা করে দৌড়ে এলো।

প্যান্ট এর মধ্যে কিছুই ছিল না। তার আবার চোখ গেল কাল রাতে ক্লিন্ট যে জ্যাকেটটা পরে ছিল তার দিকে সে সেদিকে গিয়ে সেটাকে ধরে ঝাঁকালো। মনে হয় এর মধ্যে কিছু রয়েছে।

মেয়েটা জেরির হাত চেপে ধরে বলল, "কি ব্যাপার বল তো।" কিন্তু ইতিমধ্যেই জেরি তার ব্রেচ আর সোনার ঘড়িটা পকেট থেকে বের করে ফেলেছে। মেয়েটা এটা দেখে একটু ঘাবড়ে গেল।

মেয়েটা বলল, "ও এগুলো কোথা থেকে পেলো।"

"আমি তো বলছি তোমাকে এগুলো আমার" জেরি বলল।" আসলে প্রথমে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম।" সে পকেট হাতড়ে আরও জিনিস পেয়ে ভাবলো যে এই মেয়েটা তাকে বিশ্বাস করবে। "আমি ওকে এগুলো দিই নি, ও চুরি করেছে।"

ক্লিন্ট চুরি করেছে"—মেয়েটা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো এবং জেরির হাত থেকে গ্রেগের লাইটারটা পড়ে গেল। মেয়েটটা লক্ষ্য করল যে জেরি তার সম্পত্তিগুলো একত্রিত করছে।

"হ্যালো"—সে বলল।

"হ্যাঁ, সে এখানে আছে।"

"না, সে এখনোও এখান থেকে যায়নি। সে কিছু গয়না বের করছে। বলছে যে এগুলো তরাই। তুমি যখন এগুলো এনেছিলে আমাকে তখন বলনি কেন।"

জেরি অপেক্ষা না করে দরজার দিকে যেতে লাগলো। জেরি শুনতে

BanglaBook.org

কিছু ঘটেছে নাকি। তুমি বললে ক্লিন্ট জানে তুমি আসবে।"

"হ্যাঁ, সেকি এখনিই ফিরবে?"

"তোমার নামটা ভুলে গেলাম।"

"মিসেস হালিস্টার।"

"সে একটু আগে বাজারে গেছে। ও তো আমায় তোমার কথা বলে নি। তুমি কি একটু কফি খাবে?"

"না, ধন্যবাদ। আসলে মিঃ ডসন আমাকে একটা সমস্যার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেছেন আমি তার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। আপনি কি মিসেস ডসন?"

"না, ঠিক তা নয়। কেন কি ব্যাপার?"

"আসলে আমি আমার কিছু গয়না মি; ডসনের কাছে বিক্রীর জন্য দিয়েছিলাম। তা, আমার স্বামী বললে যে এখন কোনো পয়সার প্রয়োজন নেই। তাই আমি এগুলো ফেরত নিয়ে যেতে এসেছি।"

"জিনিসগুলো কি তোমার! নাকি কোথা থেকে চুরি করেছো?

"না, না, ওগুলোআমারই জিনিস।"

"তা তোমার ক্লিন্টকে পছন্দ হল কেন"

"ও আসলে বলেছিল যে কাছে কয়েকজন ক্রেতা আছে তাই ওকে দিয়েছিলাম। আমি অবশ্য ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছিলাম।"

"ক্লিন্ট কোনো কিছু তো আমায় লুকোয় না। তুমি বলেছ যে এটা তোমার এবং তোমার স্বামীর। তা তোমার স্বাকী এসব জানে।"

"সেটা কি তোমার খুব কাজে লাগবে?"

"আমার মনে হচ্ছে তুমি জুয়াতে আর তোমার স্বামীর অজান্তে এই কাজটা করতে চাও।"

জেরি বুঝতে পারলো এইভাবে প্রশ্ন করে সে তার কাছ থেকে সব তথ্য-গুলো জেনে নেবে। জেরি যখন এতদূরে এসেছে সে তার জিনিসগুলো ফেরত না নিয়ে যাবে না।

"আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমার এবং ক্লিন্টের মধ্যে কোনো গোপন সম্পর্ক আছে।"

"না, না, দেখুন—"

ক্লিন্টের কপালে দুসপ্তাহ আগেই এমন ঘটনা ঘটেছিল। দুদিন আগে

BanglaBook.org

তোমার মতো একটা মেয়ে এখানে এসেছিল। সে বুঝতে পারে নি যে আমি ক্লিন্টের লোক ?"

"না, এ ব্যাপারটা অবশ্য তেমন খারাপ নয়। আমি কেবল—"

"আচ্ছা তাহলে, তুমি একটু বোসো। ক্লিন্ট এখুনিই এসে পড়বে। তখন বোঝা যাবে আসল ঘটনাটা কি। তুমি তো গয়নার কথা বলছো। তাই না। ঠিক আছে ওকে আসতে দাও।"

জেরির কিছু বলার ছিল না। সে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেখলো একটা প্যান্ট দরজা থেকে ঝুলছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল ঐ প্যান্ট পরেই তো ক্লিন্ট গতরাতে তার বাড়ীতে গিয়েছিল। জেরি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজার হুক থেকে প্যান্ট খুলে নিয়ে ঝাঁকালো। মেয়েটা এটা লক্ষ্য করে জাঁ জাঁ করে দৌড়ে এলো।

প্যান্ট এর মধ্যে কিছুই ছিল না। তার আবার চোখ গেল কাল রাতে ক্লিন্ট যে জ্যাকেটটা পরে ছিল তার দিকে সে সেদিকে গিয়ে সেটাকে ধরে ঝাঁকালো। মনে হয় এর মধ্যে কিছু রয়েছে।

মেয়েটা জেরির হাত চেপে ধরে বলল, "কি ব্যাপার বল তো।" কিন্তু ইতিমধ্যেই জেরি তার ব্রেচ আর সোনার ঘড়িটা পকেট থেকে বের করে ফেলেছে। মেয়েটা এটা দেখে একটু ঘাবড়ে গেল।

মেয়েটা বলল, "ও এগুলো কোথা থেকে পেলো।"

"আমি তো বলছি তোমাকে এগুলো আমার" জেরি বলল।" আসলে প্রথমে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম।" সে পকেট হাতড়ে আরও জিনিস পেয়ে ভাবলো যে এই মেয়েটা তাকে বিশ্বাস করবে। "আমি ওকে এগুলো দিই নি, ও চুরি করেছে।"

ক্লিন্ট চুরি করেছে"—মেয়েটা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো এবং জেরির হাত থেকে গ্রেগের লাইটারটা পড়ে গেল। মেয়েটটা লক্ষ্য করল যে জেরি তার সম্পত্তিগুলো একত্রিত করছে।

"হ্যালো"—সে বলল।

"হ্যাঁ, সে এখানে আছে।"

"না, সে এখনোও এখান থেকে যায়নি। সে কিছু গয়না বের করছে। বলছে যে এগুলো তরাই। তুমি যখন এগুলো এনেছিলে আমাকে তখন বলনি কেন।"

জেরি অপেক্ষা না করে দরজার দিকে যেতে লাগলো। জেরি শুনতে

BanglaBook.org

পেলো সে বলছে থামতে।

সে দরজা নব বন্ধ করার সময়ে শুনতে পেলো মেয়েটার ভারী পায়ের শব্দ।

"তুমি পালিয়ে যাচ্ছো কোথায়" মেয়েটা ডান হাতে ছুরি নিয়ে জেরির পথ রোধ করল। "গুলো সব রেখে যাও।"

জেরি তার হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু সে জোরে হাতটা মুচড়ে তাকে ভয়ানক ভয় দেখাল। জেরি ভাবল তার গয়নার প্রয়োজন নেই, সে কেবল এখান থেকে চলে যেতে চায়। সে জোর করে মেয়েটার হাত থেকে ঐ গয়নাগুলো ছাড়িয়ে নিলো।

হঠাৎ জেরি হাতের মধ্যে প্রচণ্ড যন্ত্রনা অনুভব করল। ছুরিটা তার ডান হাতের মধ্যে অনেকটা বসে গেছে। জেরি রক্ত দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো।

"চুপ কর হতভাগী, তোকে মেরেই ফেলবো।" সেই মেয়েটা কর্কশ স্বরে বললো।

জেরি আবার চীৎকার করে উঠলো, হিষ্টিরিয়া রোগীর মতো সে হঠাৎ এক ধাক্কা দিয়ে সে মেয়েটাকে ছিটকে ফেলে দৌড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হাঁফাতে হাঁফাতে সে নীচের তলায় নেমে এসে দেখলো ক্রিস্ট আসছে। তাকে অবজ্ঞা করে সে গাড়ীর দিকে দৌড়ে গেল তখনো তার হাতে যন্ত্রনা হচ্ছে।

সে প্রায় আধঘণ্টা মাতালের মতো গাড়ী চালালো যতক্ষণ না তার হুশ এলো।

BanglaBook.org

ষোলো

যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে সে ডাক্তার উহ্লের কাছে এলো। তার আঘাতের দিকে তাকাতে ভয় লাগছিল।

"জেরি, তোমার এমনভাবে কি করে কাটলো?"

এই বলে ডাক্তারটা রক্তটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে দিলো। ক্ষতস্থানটার চারপাশে ময়লাগুলো সরিয়ে সেটা বেঁধে দিলো।

জেরি বলল, "রান্নাঘরে ছুরিতে এমন হয়েছে। অন্যান্য দিন গ্রেগ পেঁয়াজটা কাটে, আজ আমি একটু বেশী চাপ দিয়ে ফেলেছিলাম তাই এমনটা হয়েছে।"

"যাক, তুমি ঠিক সময়েই আমার কাছে এসে গেছ। আমি তো এক্ষুণি বাড়ী যাচ্ছিলাম।

ডাক্তার হাতটা তাড়াতাড়ি সেড়ে যাবে তো?

"আরে ঘাবড়ানোর কি আছে। খুব তাড়াতাড়ি সারবে।" জেরি চলে যাওয়ার আগে ডাক্তার কয়েকটা ওষুধের নাম লিখে দিলো। "তুমি কয়েক দিন পরে এসো। ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করে দেবো।"

"আমার অনেক রক্ত বেরিয়েছে। আসলে আমার আগে কখনো এমন হয় নি।"

"তোমার অন্য সব খবর ভালো তো? আর অন্য কিছু ঝামেলা নেই নিশ্চয়ই।"

সে গাড়ীটা ঘুরিয়ে ডোনেল বিল্ডিং-এর দিকে চলতে শুরু করল। ডোনেল লাবিতে যাওয়ার সময় সে শুনলো কেউ তাকে ডাকছে,—ডাক্তার এনরাইট।

হঠাৎ তার ঐ লোকটার উপরে চরম ঘৃণা হল। সে জানে না এমন হওয়ার কারণ কি।

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বেশ খুশি হলাম, মিসেস হালিস্টার" সে হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো।

জেরি হাত ধরল না, শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল। "আপনার কাজ কেমন চলছে ডাক্তার?"

BanglaBook.org

"কাজ সাত মিনিট আগেই শেষ হয়েছে। আমরা আগামীকাল বেটিং সবার্গ যাচ্ছি। আপনি বেশ সুস্থ আছেন তো?"

"আপনার কাজ ঠিক চলুক আমি এই আশা করি।"

"আপনার হাতে কি সময় আছে, চলুন না আমার অফিসে একসঙ্গে একটু সিগারেট খাওয়া যাবে।"

জেরি একটু ঘাবড়ে গেল, সে ভাবলো এই কম সময়ের মধ্যে যে কোনো বে-ফাঁস কথা বলে ফেলেনি তো।

সে ডাক্তারের সঙ্গে তার অফিসে প্রবেশ করল, সেই চেয়ারে বসল সে চেয়ারে গত কয়েকদিন আগে বসেছিল।

"আপনি সেদিন অনেক কথাই আমাকে বলেন নি। আজ আপনাকে প্রশ্ন করব ঠিক মতো উত্তর দেবেন।"

"আপনি আমাদের শহরের কতজন মহিলাকে প্রশ্ন করেছেন? তারা কতজন তাদের গোপন রহস্য আপনাকে ব্যক্ত করেছে?

আমি অনেকের কছে গেছি আর পরীক্ষা করেছি। আপনি কি এতে হতাশ হলেন।"

সে যখন সমস্ত ঘটনাগুলোকে বিবৃত করছিল তখন সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কোনো কথা ব্যবহার করেনি। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ডাক্তার মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনল। তার মুখে কোনো রাগের ভাব প্রকাশ পেলো না।

সে অনেকক্ষণ ধরে সমস্ত ঘটনাগুলো খোলাখুলিভাবে বলে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এসব শুনে কি মনে করছেন?"

ডাক্তার এনরাইট একটু নড়েচড়ে বসল। পাইপটা ধরালো এবং বলতে শুরু করল "আপনার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তা আমি বুঝতে পারছি। আপনি যখন কয়েকদিন আগে আমার এখানে এসেছিলেন তখন আপনার কথাবার্তা কেমন ছিল তা কি আপনার মনে পড়ে? আপনি সেদিন আপনার রাগ চাপতে পারেন নি। কিন্তু আজ একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ের মতো আপনি কথাগুলো বললেন, তাই না?"

"ডাক্তার·· ···"

"আমি বুঝতে পেরেছি যে ঐ লোকটার সঙ্গে আপনার আলাপ আপনাকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আপনার মধ্যে থেকে এখন রাগটা চলে গেছে। তাই আপনি এখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। এখন নিজের ওপর

BanglaBook.org

আপনি যথেষ্ট খবরদারী শুরু করেছেন, তার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

জেরি হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। তার ঘৃণা নিমেষের মধ্যে উবে গেল। সে বুঝতে পারলো যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

ডাক্তার তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল "মিসেস হালিস্টার, আমার মনে হয়, আপনি আমাকে সব সময়ে দোষারোপ করছেন, তাই না? কিন্তু এখন ঘটনাগুলো সব পরিষ্কার হয়ে এসেছে এবং আপনাকে বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে। কারণ আপনি খুব রাগী মেয়ে। কিন্তু আপনার রাগ থাকার জন্য অনেক ঘটনাই আপনার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছিল।"

জেরি ডাক্তারের দিকে সরাসরি মুখ তুলে তাকালো, সে তাহলে তার মধ্যে একটা রাগের সম্পদ বয়ে নিয়ে চলেছে।

"আপনি এই রাগটা অভিনয়ের মতো কাজে লাগান মিসেস "হালিস্টার" ডাক্তার বলল, "আপনি নিজেকে এইভাবে নষ্ট করে ফেলবেন না। আপনার মধ্যে যথেষ্ট গুণ আছে। আমি চাই তার পূর্ণবিকাশলাভ ঘটুক, আমি জানি আপনি কাজটা খুবই ভুল করেছেন কারণ যে কোনো ছেলে বা মেয়ের পক্ষে যখন-তখন বিছানা পাল্টে ফেলা একটা খুব ভালো ব্যাপার নয়। অতীতে যা করেছেন তা ভুলে যান, তার জন্য অনুশোচনা করে লাভ নেই। বরং ভবিষ্যতে কিভাবে আপনি আপনার ভালোবাসাকে পূর্ণতা দিতে পারবে তার চেষ্টা করুন। আপনার ভালোবাসাকে কেউ থামিয়ে রাখতে পারবে না।

জেরি রাতারাতি ব্যাগ গুছিয়ে এয়ারপোর্টে ফোন করতে জানতে পারলো যে রাত আটটা বেয়াল্লিশ মিনিটে একটা চিকাগো যাওয়ার প্লেন আছে ওটা কোথাও থামে না। সে একটা টিকিট কেটে ফেলল।

তার হঠাৎ গ্রেগের জন্য ভীষণ মন কেমন করতে লাগলো। সে ভাবতে লাগলো কখন সে আবার গ্রেগের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।

এখন তার মনের মধ্যে একটু নতুন চিন্তা এলো। সে ভাবলো যে সে জানাবে গ্রেগ তার স্বামী। সে তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে। এখন সে গ্রেগের স্পর্শে কুঁকড়ে যাবে না। তাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করবে। বুক ভরে ভালোবাসবে।

সে তাড়াতাড়ি বাক্স গুছিয়ে পোশাক পরে নিলো। এমনভাবে সব কাজগুলো করে গেল যেন মনে হল যে ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল সে গ্রেগকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছে। গ্রেগ খুব ভালো,

BanglaBook.org

দয়ালু, জীবনে তার প্রয়োজন আছে। সে তার ভালোবাসার সাহায্য নেবেই।

নীচে নেমে আসতে আসতে সে দেখতে পেলো একটা ট্যাক্সী এগিয়ে আসছে। সে ট্যাক্সীটাকে আটকানোর জন্যে দ্রুত নীচে নামতে লাগলো। কিন্তু ট্যাক্সীটা তার বাড়ীর সামনে এসে থামলো।

সে আরও ভালো করে দেখলো—গ্রেগ বেরিয়ে আসছে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে আসতে শুরু করেছে।

হঠাৎ জেরির মনটা ভীষণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। সে দরজা খুলে চীৎকার করে উঠলো। "ডারলিং—"

গ্রেগ ঘরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করল। জেরি গ্রেগের ওপর দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে ভীষণ জোরে তাকে জড়িয়ে ধরল। গ্রেগ জেরির গালে চুম্বন করল। বলল "কেমন আছো—জেরি।"

BanglaBook.org

সতেরো

জেরি লক্ষ্য করল গ্রেগের মুখটা হঠাৎ থমথমে হয়ে গেল। এটা সে অনেক-বার দেখেছে।

"তুমি তো নির্ধারিত সময়ের আগেই চলে এলে, তাই না গ্রেগ?" জেরি এক ইঞ্চি পেছিয়ে এসে গ্রেগের দেহ থেকে কোটটা চেয়ারের উপর রেখে দিলো।

"হ্যাঁ, কয়েক দিন আগেই।" বলতে বলতে সে বসার ঘরের দিকে এগোতে লাগলো। জেরির হাতের ব্যাণ্ডেজটা তার চোখে পড়ল না। সে যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছে।

জেরির সব আশা যেন এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

তুমি ঠিক ঠিক ভাবে আসতে পেরেছো।" তাকে অনুসরণ করতে করতে সে বললো, বীয়ার বারের কাছে এসে ছোট একটা গ্লাসে ঢেলে ফেলল।

"আমি দারুণভাবে এখানে এসেছি। তুমি তা ভাবতেই পারবে না।"

বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। গ্রেগ তার পান শেষ করে যেখানে তার স্ত্রী বসেছিল সেখানে গিয়ে বসল।

"তারপর কি বল। হ্যাঁ তুমি মণিকার কথা জিজ্ঞেস করছিলে। তাই না। অবশ্য এ ব্যাপারে যা কিছু শুনেছো তা সবই সত্যি, আমি ঠিক করেছিলাম তোমাকে সব বলব কিন্তু—আরে তোমার হাতে কি হল?"

'না, তেমন কিছু নয়—আসলে এটা কোনো ব্যাপার নয়—হ্যাঁ আমি অবশ্য মণিকার সম্বন্ধে তেমন কোনো চিন্তা করি নি।'

"তুমি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলছ।"

"না, তেমন আর কি, আমি তো একটা ধোপার দোকানের সকলের মতো ভদ্র। তুমি অবশ্য এই কথাটা আমাকে একদিন বলেছিলে। ঠিকই বলেছিলে।"

"কি ব্যাপার বলোতো জেরি, তুমি মনে হচ্ছে আজ একটু অন্যরকম ব্যবহার করছো?"

BanglaBook.org

"আসলে তুমি আমাকে মূল্যায়ন করতে ভুল করছো।"

"তোমার হাতে কি হয়েছে তাতো তুমি বললে না?"

"একটা ছোট দুর্ঘটনা হয়েছিল। তা তুমি যে এখানে আসছো, "তোমার মাকে তা জানিয়েছো?"

"না, আমি আমার কাজ শেষ করেই চলে এসেছি। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম, অবশ্য মণিকার এ-ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না।

"তুমি বার বার মণিকার নাম উল্লেখ কোরোনা তো গ্রেগ। আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে ঐ মেয়েটা তোমাকে ভালোবাসে।"

"সত্যি বলতে কি আমি ফিরে এসেছি কেবলমাত্র তোমাকে দেখবো বলে।"

জেরি তার সিগারেটটা মাঝপথে ধরে রাখলো, একটু থেমে তার সিগারেট ধরালো। আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

"ওঃ, তাই নাকি?" জেরি বলে উঠলো।

"তুমি এ ব্যাপারে যা খুশি ভাবতে পার। তবে তুমি জেনে রাখো আমি মণিকার সঙ্গে বেশ মজা করেছি। তবে এটাও জেনে রাখো যে এর মধ্যে কোনো অর্থ নেই। ব্যাপারটাই খুবই মূর্খের মতো হয়ে গেছে। জেরি, তোমার যদি কোনো পরিবর্তন দরকার হয় তাহলে তা তোমার ওপর নির্ভর করছে। আসলে আমাদের একত্রে কাজ করে যেতে হবে।

"ঠিক আছে, বলে যাও"—

"ঠিক আছে বলে যাও·····এই কথাটার মানে কি?"

"তুমি কি কি জিনিস-এর মধ্যে পরিবর্তন আনতে চাও তা কি তুমি একটা তালিকার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছো? আমার মনে হয় তুমি চাও আমি একজন খুব উত্তাপ যুক্ত স্ত্রী হই—এটাই তো প্রথমে আছে—তাই না—আচ্ছা, তারপর কি লিখেছো?—

"জেরি, তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো। তোমার কি হয়েছে বলো তো।"

"গ্রেগ, ডারলিং তুমি জানো না যে তোমার এর জন্য কোনো দোষ নেই।"

"সে তো তুমি স্ত্রী-সুলভ কথার মতো বলছ। আমার মনে হয় স্বামী হিসেবে আমি তোমার কাছে ব্যর্থ হইনি। এখন তুমি শুধু বলো যে তোমার আসল সমস্যাগুলো কি এবং—"

"আচ্ছা, আমরা কি মণিকাকে ভুলে যেতে পারি না?"

BanglaBook.org

"আবার এর মধ্যে তার নাম উঠছে কেন ? এর মধ্যে তাকে টেনে আনার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"আচ্ছা গ্রেগ, তুমি কি সত্যিই এই ব্যাডেজটার রহস্য জানতে চাও ?"

"তুমি, মনে হচ্ছে, কোনো ঘটনা এড়িয়ে যাচ্ছিলে, তাই না ?"

"না-না, আমি এড়িয়ে যাই নি। তবে আমি তোমাকে সবই বলব, গ্রেগা একটা ঈর্ষাকাতর মেয়ে তার রান্না-ঘরের ছুরিটা আমার হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

"গ্রেগ প্রায় দাঁড়িয়ে উঠে বলল "ক্লাবের কেউ নাকি ?"

"না, তুমি তাকে চেন না। একরাতে আমার সঙ্গে একটা লোকের একটা ব্যাপার হয়েছিল। সেই লোকটা ক্লাবের বারটেন্ডার। আর মেয়েটা তার—"

"তুমি কি আমার সঙ্গে মজা করছ ?"

"না, গ্রেগ কোনো মজার কথা নয়। তুমি যখন চিকাগোতে মণিকার সঙ্গে মজা করছিলে তখন ঐ লোকটা এই চেয়ারে বসে আমার সঙ্গে মজা করছিল।"

গ্রেগ একদৃষ্টে হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"আমি একদিন রাতে ক্লাবে নাচতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ঐ বার-টেন্ডারটা আমার সঙ্গে আসে।"

"জেরি, তুমি আমাকে সত্যি কথা বলছ তো ?"

"হ্যাঁ, একদম সত্যি কথা, গ্রেগ তুমি যদি চাও আমি বিশদভাবে সব ঘটনা তোমাকে বলতে পারি। গ্রেগ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি অবিশ্বাসীর মতো কাজ করেছি। ঐ বারটেন্ডারের নাম ডসন। সে আমার গয়না চুরি করেছে। আচ্ছা ডারলিং, তুমি বলো তো, এসব শোনার পরও তুমি কি আমাকে চাও ?"

গ্রেগ একভাবে জেরির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বারের দিকে গিয়ে কিছু বীয়ার খেয়ে জেরিকে প্রশ্ন করতে লাগলো। জেরি সাধ্য মতো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল। যখন গ্রেগ বুঝতে পারলো যে জেরি সব সত্যি কথা বলল তখন, খুব সাদামাঠাভাবে গ্রেগ মন্তব্য করল, "যাকগে যা হওয়ার হয়ে গেছে।"

"তুমি আর মণিকা এর অর্থ শূন্য আর আমি এবং ডসন এর অর্থ দুর্ঘটনা—তাইতো ?"

BanglaBook.org

"আসলে তুমি আমাকে মূল্যায়ন করতে ভুল করছো।"

"তোমার হাতে কি হয়েছে তাতো তুমি বললে না?"

"একটা ছোট দুর্ঘটনা হয়েছিল। তা তুমি যে এখানে আসছো, "তোমার মাকে তা জানিয়েছো?"

"না, আমি আমার কাজ শেষ করেই চলে এসেছি। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম, অবশ্য মণিকার এ-ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না।

"তুমি বার বার মণিকার নাম উল্লেখ কোরোনা তো গ্রেগ। আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে ঐ মেয়েটা তোমাকে ভালোবাসে।"

"সত্যি বলতে কি আমি ফিরে এসেছি কেবলমাত্র তোমাকে দেখবো বলে।"

জেরি তার সিগারেটটা মাঝপথে ধরে রাখলো, একটু থেমে তার সিগারেট ধরালো। আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

"ও, তাই নাকি?" জেরি বলে উঠলো।

"তুমি এ ব্যাপারে যা খুশি ভাবতে পার। তবে তুমি জেনে রাখো আমি মণিকার সঙ্গে বেশ মজা করেছি। তবে এটাও জেনে রাখো যে এর মধ্যে কোনো অর্থ নেই। ব্যাপারটাই খুবই মূর্খের মতো হয়ে গেছে। জেরি, তোমার যদি কোনো পরিবর্তন দরকার হয় তাহলে তা তোমার ওপর নির্ভর করছে। আসলে আমাদের একত্রে কাজ করে যেতে হবে।

"ঠিক আছে, বলে যাও"—

"ঠিক আছে বলে যাও·····এই কথাটার মানে কি?"

"তুমি কি কি জিনিস-এর মধ্যে পরিবর্তন আনতে চাও তা কি তুমি একটা তালিকার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছো? আমার মনে হয় তুমি চাও আমি একজন খুব উত্তাপ যুক্ত স্ত্রী হই—এটাই তো প্রথমে আছে—তাই না—আচ্ছা, তারপর কি লিখেছো?—

"জেরি, তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো। তোমার কি হয়েছে বলো তো।"

"গ্রেগ, ডারলিং তুমি জানো না যে তোমার এর জন্য কোনো দোষ নেই।"

"সে তো তুমি স্ত্রী-সুলভ কথার মতো বলছ। আমার মনে হয় স্বামী হিসেবে আমি তোমার কাছে ব্যর্থ হইনি। এখন তুমি শুধু বলো যে তোমার আসল সমস্যাগুলো কি এবং—"

"আচ্ছা, আমরা কি মণিকাকে ভুলে যেতে পারি না?"

BanglaBook.org

"আবার এর মধ্যে তার নাম উঠছে কেন ? এর মধ্যে তাকে টেনে আনার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"আচ্ছা গ্রেগ, তুমি কি সত্যিই এই ব্যাপারটার রহস্য জানতে চাও ?"

"তুমি, মনে হচ্ছে, কোনো ঘটনা এড়িয়ে যাচ্ছিলে, তাই না ?"

"না-না, আমি এড়িয়ে যাই নি। তবে আমি তোমাকে সবই বলব, গ্রেগা একটা ঈর্ষাকাতর মেয়ে তার রান্না-ঘরের ছুরিটা আমার হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

"গ্রেগ প্রায় দাঁড়িয়ে উঠে বলল "ক্লাবের কেউ নাকি ?"

"না, তুমি তাকে চেন না। একরাতে আমার সঙ্গে একটা লোকের একটা ব্যাপার হয়েছিল। সেই লোকটা ক্লাবের বারটেন্ডার। আর মেয়েটা তার—"

"তুমি কি আমার সঙ্গে মজা করছ ?"

"না, গ্রেগ কোনো মজার কথা নয়। তুমি যখন চিকাগোতে মণিকার সঙ্গে মজা করছিলে তখন ঐ লোকটা এই চেয়ারে বসে আমার সঙ্গে মজা করছিল।"

গ্রেগ একদৃষ্টে হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"আমি একদিন রাতে ক্লাবে নাচতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ঐ বার-টেন্ডারটা আমার সঙ্গে আসে।"

"জেরি, তুমি আমাকে সত্যি কথা বলছ তো ?"

"হ্যাঁ, একদম সত্যি কথা, গ্রেগ তুমি যদি চাও আমি বিশদভাবে সব ঘটনা তোমাকে বলতে পারি। গ্রেগ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি অবিশ্বাসীর মতো কাজ করেছি। ঐ বারটেন্ডারের নাম ডসন। সে আমার গয়না চুরি করেছে। আচ্ছা ডারলিং, তুমি বলো তো, এসব শোনার পরও তুমি কি আমাকে চাও ?"

গ্রেগ একভাবে জেরির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বারের দিকে গিয়ে কিছু বীয়ার খেয়ে জেরিকে প্রশ্ন করতে লাগলো। জেরি সাধ্য মতো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল। যখন গ্রেগ বুঝতে পারলো যে জেরি সব সত্যি কথা বলল তখন, খুব সাদামাঠাভাবে গ্রেগ মন্তব্য করল, "যাকগে যা হওয়ার হয়ে গেছে।"

"তুমি আর মণিকা এর অর্থ শূন্য আর আমি এবং ডসন এর অর্থ দুর্ঘটনা—তাইতো ?"

BanglaBook.org

"আসলে তুমি আমাকে মূল্যায়ন করতে ভুল করছো।"

"তোমার হাতে কি হয়েছে তাতো তুমি বললে না?"

"একটা ছোট দুর্ঘটনা হয়েছিল। তা তুমি যে এখানে আসছো, "তোমার মাকে তা জানিয়েছো?"

"না, আমি আমার কাজ শেষ করেই চলে এসেছি। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম, অবশ্য মণিকার এ-ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না।

"তুমি বার বার মণিকার নাম উল্লেখ কোরোনা তো গ্রেগ। আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে ঐ মেয়েটা তোমাকে ভালোবাসে।"

"সত্যি বলতে কি আমি ফিরে এসেছি কেবলমাত্র তোমাকে দেখবো বলে।"

জেরি তার সিগারেটটা মাঝপথে ধরে রাখলো, একটু থেমে তার সিগারেট ধরালো। আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

"ওঃ, তাই নাকি?" জেরি বলে উঠলো।

"তুমি এ ব্যাপারে যা খুশি ভাবতে পার। তবে তুমি জেনে রাখো আমি মণিকার সঙ্গে বেশ মজা করেছি। তবে এটাও জেনে রাখো যে এর মধ্যে কোনো অর্থ নেই। ব্যাপারটাই খুবই মূর্খের মতো হয়ে গেছে। জেরি, তোমার যদি কোনো পরিবর্তন দরকার হয় তাহলে তা তোমার ওপর নির্ভর করছে। আসলে আমাদের একত্রে কাজ করে যেতে হবে।

"ঠিক আছে, বলে যাও"—

"ঠিক আছে বলে যাও·····এই কথাটার মানে কি?"

"তুমি কি কি জিনিস-এর মধ্যে পরিবর্তন আনতে চাও তা কি তুমি একটা তালিকার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছো? আমার মনে হয় তুমি চাও আমি একজন খুব উত্তাপ যুক্ত স্ত্রী হই—এটাই তো প্রথমে আছে—তাই না—আচ্ছা, তারপর কি লিখেছো?—

"জেরি, তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো। তোমার কি হয়েছে বলো তো।"

"গ্রেগ, ডারলিং তুমি জানো না যে তোমার এর জন্য কোনো দোষ নেই।"

"সে তো তুমি স্ত্রী-সুলভ কথার মতো বলছ। আমার মনে হয় স্বামী হিসেবে আমি তোমার কাছে ব্যর্থ হইনি। এখন তুমি শুধু বলো যে তোমার আসল সমস্যাগুলো কি এবং—"

"আচ্ছা, আমরা কি মণিকাকে ভুলে যেতে পারি না?"

BanglaBook.org

"আবার এর মধ্যে তার নাম উঠছে কেন ? এর মধ্যে তাকে টেনে আনার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"আচ্ছা গ্রেগ, তুমি কি সত্যিই এই ব্যাপেজটার রহস্য জানতে চাও ?"

"তুমি, মনে হচ্ছে, কোনো ঘটনা এড়িয়ে যাচ্ছিলে, তাই না ?"

"না-না, আমি এড়িয়ে যাই নি। তবে আমি তোমাকে সবই বলব, গ্রেগা একটা ঈর্ষাকাতর মেয়ে তার রান্না-ঘরের ছুরিটা আমার হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

"গ্রেগ প্রায় দাঁড়িয়ে উঠে বলল "ক্লাবের কেউ নাকি ?"

"না, তুমি তাকে চেন না। একরাতে আমার সঙ্গে একটা লোকের একটা ব্যাপার হয়েছিল। সেই লোকটা ক্লাবের বারটেন্ডার। আর মেয়েটা তার—"

"তুমি কি আমার সঙ্গে মজা করছ ?"

"না, গ্রেগ কোনো মজার কথা নয়। তুমি যখন চিকাগোতে মণিকার সঙ্গে মজা করছিলে তখন ঐ লোকটা এই চেয়ারে বসে আমার সঙ্গে মজা করছিল।"

গ্রেগ একদৃষ্টে হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"আমি একদিন রাতে ক্লাবে নাচতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ঐ বার-টেন্ডারটা আমার সঙ্গে আসে।"

"জেরি, তুমি আমাকে সত্যি কথা বলছ তো ?"

"হ্যাঁ, একদম সত্যি কথা, গ্রেগ তুমি যদি চাও আমি বিশদভাবে সব ঘটনা তোমাকে বলতে পারি। গ্রেগ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি অবিশ্বাসীর মতো কাজ করেছি। ঐ বারটেন্ডারের নাম ডসন। সে আমার গয়না চুরি করেছে। আচ্ছা ডারলিং, তুমি বলো তো, এসব শোনার পরও তুমি কি আমাকে চাও ?"

গ্রেগ একভাবে জেরির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বারের দিকে গিয়ে কিছু বীয়ার খেয়ে জেরিকে প্রশ্ন করতে লাগলো। জেরি সাধ্য মতো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল। যখন গ্রেগ বুঝতে পারলো যে জেরি সব সত্যি কথা বলল তখন, খুব সাদামাঠাভাবে গ্রেগ মন্তব্য করল, "যাকগে যা হওয়ার হয়ে গেছে।"

"তুমি আর মণিকা এর অর্থ শূন্য আর আমি এবং ডসন এর অর্থ দুর্ঘটনা—তাইতো ?"

BanglaBook.org

"ঠিক তাই।"

জেরি ঘাড় কাত করল, সে অবাক হয়ে গেল এই ভেবে যে কেউ তাদের মধ্যে জোরে কথা বলেনি। পৃথিবীর অন্যান্য কাজকর্মগুলো যেমন চলছিল ঠিক তেমনিই চলছে। কোথাও কোনো পরিবর্তন আসে নি। কিছু করাও সম্ভব ছিল না।

"গ্রেগ, আমার আটটা বিয়াল্লিশের টিকিট কাটা ছিল। এতক্ষণে হয়তো আমি প্লেনে চেপে বসতাম।"

"তার মানে আমি আসতাম আর তুমি বেরিয়ে যেতে, তাই তো? অবশ্য তার এখন কোনো প্রয়োজন নেই। তবু আমাকে প্লেনে চড়তে হবে। আমি এখন মার্জ ওয়াশসনের কাছে যাবো আর তার কাছে কিছুদিন থাকবো। সে এখন পিটসবার্গে আছে। আমি বরং আমার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিই, কেমন?"

একটু চুপ করে থেকে গ্রেগ বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি বরং যাও। আমি তোমার মালপত্র পেঁছে দিচ্ছি।"

"গ্রেগ -"

"তুমি তোমার ঠিকানাটা দিয়ে দিয়ো। ঐ ঠিকানাতে মালপত্র পাঠিয়ে দেবো।"

"আচ্ছা গ্রেগ তুমি কি আমার মতো দুঃখিত?"

ধীরে ধীরে গ্রেগ সামনে এগিয়ে গ্লাসটা ওপরে তুলে ধরল। একটা ভ্রূ-কুঞ্চন—। যেটা সে প্রায়ই দেয়—এর মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই।

"যথেষ্ট দুঃখিত।" গ্রেগ ভাবলেশহীন মুখে বলল।

জেরি একটু থামলো।

"আমি ভাবতেই দুঃখবোধ করছি গত এগারো মাস ধরে তুমি কেন অনেক ছেলেকে এখানে আনো নি। এর ফলে আমাদের মধ্যে এত ঝগড়া—ক্ষয়ক্ষতি হতো না। তুমি থেমো না, তাড়াতাড়ি যাও। দেরী হলে প্লেনটা তোমাকে না নিয়েই চলে যাবে। তা, পিটসবার্গে কতজন ছেলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে?"

জেরি ফোন করল। পনের মিনিটের মধ্যে একটা ট্যাক্সী এসে গেল।

সে চেয়ারের দিকে ফিরলো—বললো, "বিদায় গ্রেগ..."

গ্রেগ কোনো উত্তর দিল না। সে চুপ করে বসে রইল, তখন জেরি তার

BanglaBook.org

কোটটা আলমারি থেকে নিয়ে বাইরের দরজাটা খুললো।

জেরি গাড়ীর পেছনের আসনে বসে অন্যমনে একটা সিগারেট ধরালো—তার নিজের বাবার কথা, মায়ের কথা মনে পড়ল—সে পেছনের বাগানে বসে কাজ করছে। তার মা কখনো জোরে কথা বলেনি—কখনো বলেনি এটা কোরো না, ওটা কোরো না। কেউ যদি জীবনে কিছু কাজ না করে তাহলে নিশ্চয়ই আত্মচিন্তা সে করবে।

জেরির চোখে বাঁধভাঙা জলের ধারা নামলো। সে মনে মনে তার মায়ের উদ্দেশ্যে হাত তুলে নমস্কার জানালো।

সে এয়ারপোর্টে গিয়ে নিজের টিকিটটা পরিবর্তন করে পিট্‌সবার্গের টিকিট নিলো, তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। আবহাওয়া আরও খারাপ হবে মনে হচ্ছে।

ওয়েটিং রুমের দিকে যেতে যেতে সে মনে করল এখনো তার একটা কাজ করা বাকী রয়ে গেছে। তার টাকার ব্যাগ থেকে একটা ডলার বের করে সে ফোনবুথের কাছে গিয়ে মার্টিন টাউন পুলিস স্টেশনকে ডাকলো।

"আমি মিসেস গ্রেগ হালিস্টার কথা বলছি"—সে নিজের ঠিকানা দিলো। সে বলল যে তার বাড়ীতে গত রাতে চুরি হয়েছিল। সেগুলো কোথায় আছে এবং তার স্বামীকে দেখালে যে সে চিনতে পারবে সে কথাও সে বলল।

তার কথা শেষ হল। ভেবে দেখলো সে, হঠাৎ ক্লিন্ট ডসনের অবস্থাটা কি হবে তা, হঠাৎ তার হাসি পেল, দমফাটা হাসি গভীর উচ্চৈঃস্বরে হাসি—এমন হাসি আগে সে কখনোও হাসেনি।

BanglaBook.org

আঠারো

দীর্ঘক্ষণ ধরে গ্রেগ হালিস্টার তার ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সেই এই বাড়ীটা কিনেছিল কারণ এটা জেরির পছন্দ হয়েছিল। অনেকদিন ধরে এই বাড়ীটা তাদের কাছে আদর্শ বাড়ী বলে মনে হয়েছিল। এখন কেমন নিথর নিশ্চুপ। আধা-মোহগ্রস্ত অবস্থা কাটিয়ে উঠে গ্রেগ বুঝতে পারলো যে চিরকালের জন্য চলে গেছে। সে প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিসের ওপর চোখ ফেলতে লাগলো। সে অনুভব করল এতকাল ধরে তারা একত্রে বসবাস করেছে।

এই বাড়ীটা এখন তার। একান্তভাবে তারই। প্রতিটি ঘর প্রতিটি ইঞ্চি তারই। ঐ বড় খেলনা কচ্ছপটা সে গত বছর একটা পার্কের মেলা থেকে জিতেছিল। সে যখন পরপর তিনটে বোতল একটিপে ভেঙে দিয়েছিল সে ঐ আড়াই ডলার দামী কচ্ছপটা তখন জিতেছিল। জেরি বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উঠেছিল। সে ঠিক করেছিল ওটা ফেলে দেবে কিন্তু জেরি ওটা ফেলতে দেয়নি। সেটা ঐ টেবিলের উপর রয়েছে।

যাক—যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছে। তার এছাড়া আর কি করার ছিল? সে তার পেছনে দৌড়ত। তাকে ডাকতো। তার কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত। এবং তাকে এখানে থাকার জন্য অনুরোধ জানাতো। মেয়েটা ভয়ানক মূর্খের মতো কাজ করেছে। এই রকম একটা নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে ভীষণ ভুল করেছে। এর জন্য তার অনুশোচনা করার কিছু নেই।

সে একটা সিগারেট ধরালো। জ্বলন্ত কাঠিটা এ্যাশট্রের মধ্যে ফেলতে গেল কিন্তু সেটা না পড়ে মেঝের ওপর গিয়ে পড়ল, খানিকটা জায়গা পুড়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিভিয়ে দিলো।

বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। সে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করল। চারিদিকে বড় নিশ্চুপ। সে ক্লান্ত পায়ে রান্নাঘরের দিকে এগুলো, ফ্রিজের মধ্যে একবার উঁকি মারায় হঠাৎ তার মনে পড়ল সে আর একা নয়। তার মায়ের কথা মনে পড়ল।

সে খুব সংক্ষেপে এবং শান্ত গলায় ফোনে বলল যে জেরি চলে গেছে। লরা একথা শুনে এখানে আসতে চাইল। কিন্তু গ্রেগ বাধা দিয়ে বলল, "না, তোমার এখানে আসার প্রয়োজন নেই। বরং আমি তোমার ওখানে যাবো।"

BanglaBook.org

সে রেনকোটটার খোঁজ করল, তার মনে পড়ল সেটা সে পরিষ্কার করতে দিয়েছে। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে মায়ের বাড়ী পৌঁছে গেল।

"তোমার রেনকোটটা কোথায় গেল?" লরা তাকে তিরস্কারের সুরে বলল। "আমি যদি জানতে পারতাম যে তুমি তোমার সম্বন্ধে কোনো যত্ন না নাও তাহলে আমি তোমাকে কখনোই এভাবে বেরোতে দিতাম না।" ওর মা একটা সাদা হাউস কোট পরেছিল, ছোট মেয়েদের মতো পেছন দিকে টান টান করে একটা রিবন দিয়ে চুল বাঁধা। গ্রেগের মা ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বসার ঘরে নিয়ে এলো। টি-ভিটা চালু ছিল।

লরা তাকে জ্যাকেটটা খুলে ফেলতে বলল কারণ ঠান্ডা লাগতে পারে। গ্রেগ সেটা খুলে দিতে তার মা নিয়ে টি-ভিটা বন্ধ করে দিলো।

"এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার।" সে বলল, আমার মনে হয় এখন তুমি এই মার্টিন টাউন শহরে একমাত্র সুখী বালক।

"মা, যে গেছে তার জন্য আমরা কি করতে পারি?" সে বলল।

"হ্যাঁ, তুমি ঠিক কথাই বলেছো।" মা বলল।

"জেরি তাহলে অবশেষে গেল।"

"তুমি তো ফোনে সেকথা বলেছিলে।"

"ঠিক তাই, সে চিরকালের জন্য চলে গেছে পিট্‌সবার্গে।"

"তাহলে কি এখন আমি তার জন্য কাঁদবো।"

"হ্যাঁ, কাঁদাই উচিত, তোমার সুন্দর চুলওলা ছেলেটা জানে বিয়ে কি জিনিস। একজন লোক কখনোই এই রকম জঘন্য কাজের জন্য দোষী হ'তে পারে না। না, তা কখনোই সম্ভব নয়। আচ্ছা, বল তো আমার এত দণ্ড কেন?"

"গ্রেগ, আমার মনে হয় তোমাকে কিছু ঘটনা বলা উচিত।"

"জেরি সম্বন্ধে বলবে তো। যখন আমি এখানে ছিলাম না? দোহাই মা, সে যাওয়ার আগে আমাকে সব কিছু বলে গেছে।

"ঠিক আছে, তাহলে আর বলার প্রয়োজন নেই, কিন্তু নিজেকে এইভাবে শাস্তি দেওয়া—আমি তা মোটেই চাই না। এই ধরণের ছেলেমানুষীর জন্য তোমরা দুজনেই দায়ী। এটা মনে হয়, তুমি জানো।"

পুরো ব্যাপারটাই কেমন জটিল। দুটো ছেলেমেয়ে প্রেম করল, বিয়ে

BanglaBook.org

করল এবং পরে ঠিক করল যে কেউই কখনোও জীবনের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটা কাউকে বলবে না।"

"গ্রেগ, আমার কথা শোনো, তুমি ভাব তো, আমার জীবনে তো কখনোও এমন ঘটেনি।"

"তোমাদের কথা আলাদা।"

"আলাদা কেন হবে? তোমার বাবা তো ঐ বুড়ো বয়সে একজন লেখক হতে চেয়েছিলেন। যদি হতেন তাহলে কি হতো বলো তো। আমি চাইলাম তিনি কাঁচা আনাজের ব্যবসায়ে থাকুন—তিনি তাই করলেন এবং নাম করলেন। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কেমন ভাবে আমি তাঁর ওপর প্রভাব খাটিয়েছিলাম। তোমাদের ঐ কাউন্টি ক্লাব তো প্রায় হাতে-পায়ে ধরে ওনাকে মেম্বার হতে বলেছিল। তবু তোমার বাবা আমাকে ডিভোর্স করলেন। এতে কি আমার কোনো দোষ ছিল। কিছুই ছিল না। আসলে তুমি একটা ভুল মেয়েকে বিয়ে করেছ। তোমার বাবা যেমন গোঁয়ার ছিলেন তুমি ঠিক তেমনিই।"

গ্রেগ মুখটা কুঁচকে মায়ের দিকে তাকালো। তার মা যা বললে সবই ঠিক কথা।

ধীরে ধীরে সে বলল, "তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন মনে হচ্ছে আমি আর জেরি এখুনি কোর্টে ডিভোর্সের কেস করতে যাচ্ছি।"

লরা একটু ভদ্রভাবে বলল। "তাই নাকি, তুমি তাহলে তা করছ না? তুমি কি মনে করছো তোমার মা বোবা, কালা, কানা। সে কিছুই জানে না। আমি প্রথম থেকেই জানতাম যে এই বিবাহ বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না।"

"তুমি—তুমি এটা চেয়েছিলে—তুমি চেয়েছিলে জেরি এবং আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়।"

একটু বিরতি—লরা একটা সিগারেট ধরালো এবং ঘাড় নাড়লো।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই, বাজে কথা বলে লাভ নেই। আমি প্রথম থেকেই জানতাম তুমি আমার অবাধ্য হবে। জেরি সুন্দরী মেয়ে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে মনে রেখো যে তোমাকে আরও অনেক বিজ্ঞ হতে হবে।" লরা একটু থামলো, গ্রেগের হাত ধরল।

"গ্রেগ, দোহাই তোমার তুমি অমন বিশ্রীভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থেকো না। আমি কি তোমার মনে দুঃখ দিয়েছি?"

BanglaBook.org

"মা, গ্রেগ কর্কশ স্বরে বলল, "মা. এতটা কি সম্ভব যে এতদিন ধরে তোমাকে আমি চিনতে পারিনি ?"

"গ্রেগ, ঐ মেয়েটা একটা ফাঁদ, লরা সান্ত্বনা দিলো। "এই শহরের প্রত্যেকেই তা জানে। গর রাতে ক্লাবে তার আসল রূপটা ধরা পড়েছিল। সে ভীষণ ভাবে মদ খেয়ে প্রায় সব পোশাক খুলে ফেলেছিল। এবং প্রত্যেকের সঙ্গে ছেনালী করেছিল। ওর বোনটাও ওর সঙ্গে ছিল। ম্যারিয়নের ঐ সাদাসিধে স্বামীটা ঝোপের পেছনে—"

হঠাৎ গ্রেগ প্রচন্ড জোরে চীৎকার করে উঠলো। "চুপ করো।"

লরা হঠাৎ চুপসে গেল—"গ্রেগ"—ঢোক গিলে বলল।

"তুমি একটা মহা শয়তান, ষড়যন্ত্রকারী···চুপ করো।" লরা তাকে ছেড়ে দিয়ে অসন্তুষ্ট মুখে অন্যদিকে চলে গেল।

"ও, তুই আমাকে মুখের উপর ঐ নোংরা কথাগুলো বলতে পারলি ? আমি বেশ বুঝতে পারছি তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

গ্রেগ ঝড়ের মতো আলমারীটার দিকে দৌড়ে গেল।

"গ্রেগ, তুই কোথায় যাচ্ছিস···গ্রেগ, শোন—"

গ্রেগ এক ঝটকায় আলমারীটা খুলে ফেলল, তার জ্যাকেটটা বের করল এবং ওটার মধ্যে হাত গলাতে গলাতে দরজার দিকে ছুটলো।

লরা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে গ্রেগের হাত ধরে ফেলল, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস ? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ? তাই তো আগে সব সময় আমার শুনতিস—গ্রেগ···"

সে ঘুরে দাঁড়ালো। "মা তুমি ভুল করছো। জেরিকে ছাড়তে চাই না। তুমি সবসময়ে আমার বুটের লেস লাগিয়ে দিয়েছো আর আমাকে একটা ছয় বছরের ছেলে বানিয়ে রেখে দিয়েছো।"

লরা তখন তাকে অনুসরন করছিল। সে গ্যারেজের মধ্যে এসে লাফিয়ে গাড়ীর মধ্যে বসল।

"না, গ্রেগ তুই বুঝতে পারিসনি। তুই আমাকে ভুল বুঝেছিস। গ্রেগ—শোন যাসনি—তোর মাকে একা ফেলে যাসনি—গ্রেগ···"

সে ঘুরিয়ে গাড়ীটাকে রাস্তার উপরে নিয়ে এলো এবং এয়ারপোর্টের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ী চালাতে লাগলো। সে মনে মনে প্রার্থনা করল যেন রাস্তা না ভুল করে বসে। রাস্তার মধ্যে কোনো বাধা যেন না আসে। সে প্লেন

BanglaBook.org

ছাড়ার আগেই গিয়ে পৌঁছতে পারে।

তার অনেক কথা বলার ছিল—তার বৌকে বিশ্বাস করার ছিল। সে তার স্ত্রী, সে তাকে ছোটবেলা থেকে ভালোবাসে। সে কেবল এই একটা মাত্র মেয়েকে গভীর ভাবে ভীষণভাবে এবং তার জীবনের মতো ভালোবেসেছে। তার কর্কশতা, নৃশংসতা সে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবে। সে যে কোনোভাবেই হোক তার সঙ্গে আবার দেখা করবে ওর কাছে নতুন ভাবে নিজের পরিচয় দেবে। এবং বিবাহ থেকে সঞ্জাত পূর্ণ সুখ না পাওয়া পর্যন্ত সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, তারা দুজনেই দোষ করেছে। কিন্তু সে অপেক্ষাকৃত দুর্বলতার কারণ লরা হালিস্টারের কঠোর শাসনের মধ্যে থাকার ফলে তার স্ত্রী তার জন্য যে ভালোবাসা উজাড় করে দেওয়ার জন্য তৈরী ছিল তা সে পেতে পারেনি। সে তাতে বঞ্চিত হয়েছে।

তার অনেক কথা বলার আছে, বিশ্বাস জন্মানোর জন্য অনেক কাজ করার আছে। কিন্তু সবার আগে তার কাজ হল প্লেন ছেড়ে দেওয়ার আগে তাকে খুঁজে বের করা। সে তাকে প্লেন থেকে নামিয়ে আনবে। সে তাকে বাড়ীতে নিয়ে যাবে এবং—

সে খুব দ্রুত গাড়ীটাকে এয়ারপোর্টের মধ্যে নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলো। প্রার্থনা করল যেন সে তাকে খুঁজে পায়।

BanglaBook.org

উনিশ

ঘোষকের গলা ভেসে এল—"ফ্লাইট নাম্বার তিন সাতের যাত্রীরা বি গেটের দিকে যান—"

জেরি ওয়েটিং রুমের চেয়ারে বসে বিরস মুখে কাগজ পড়ছিল। এতে তার মনটা একটু অন্যদিকে ছিল।

সে দেখলো যাত্রীরা বি-গেটের দিকে যাচ্ছে। একটা সাদা দাঁড়িওয়ালা লোক কিছু বলতে বলতে যাচ্ছিল। হয়তো আবহাওয়া সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করছিল। সে জেরির দিকে তাকিয়ে একটু ভাবলো। বলল যে প্লেনটা করে খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে চলবে তা ঐ লোকেরাই জানে। বলল যেন পথের মধ্যে কোনো বিপদ না হয়।

জেরির হাতে টিকিট ছিল। ঘোষকের গলা ভেসে আসছিল। সেও উঠে দাঁড়িয়ে গেট বি এর দিকে হাঁটতে শুরু করল। যেতে যেতে ফোনটার দিকে চোখ পড়লো। ভাবলো গ্রেগ হয়তো তাকে ফোন করবে না। একটা নিছকই অবান্তর কল্পনা, গ্রেগের মতো দোয়ার ছেলে কখনো ফোন করতে পারে না।

জেরি হঠাৎ বুঝতে পারলো তাদের মধ্যে কোনো ঘৃণা নেই। সে এখন একজন ভালো স্ত্রী হতে চাইলো। সে সৎ হতে চাইলো। কিন্তু সে পারলো না—সম্ভব ছিল না।

বৃষ্টি তখনোও পড়ছিল। এর মধ্যে লোকগুলো প্লেন চালাবে? বাবা ওদের বলত নির্বোধ পাগল। একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা তার হাত ধরে বলল "এই প্রথম বার আমি প্লেনে চড়ছি। তুমি কি এর আগে চড়েছো?"

জেরি বলল সে একবার চড়েছে।

ভদ্রমহিলা ইলিনয়ে তার মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে—সে কথা বলল। জেরি মহিলাটির হাত ধরে চলল। "তাহলে আমরা একসঙ্গে যাই।"

প্লেনে ওঠার সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখতে সে মহিলাটিকে সাহায্য করল। সে সবে সিঁড়িতে পা দিতে যাচ্ছিল এমন সময় গেটের দিক থেকে একটা হৈ চৈ এর শব্দ এলো, গেটটা প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে।

BanglaBook.org

দারোয়ানকে ধাক্কা দিয়ে কেউ মনে হয় ভেতরে ঢুকতে চাইছে। দারোয়ান তাকে ধরে রাখতে পারলো না। সে ধাক্কা দিয়ে ঢুকলো এবং এরারফিল্ডের দিকে দৌড়োতে দৌড়োতে সে কি যেন একটা চীৎকার করল—জেরি ঠিক শুনতে পেলো না। ঐ ভদ্রমহিলা জেরির দিকে তাকিয়ে ভাবলো সে কেন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে না। জেরি ঐ মহিলার হাত শক্ত করে ধরল এবং দেখলো গ্রেগের অস্পষ্ট আবয়ব।

গ্রেগ তাহলে তাকে নিতে আসছে।

এখন দুজনের মধ্যে কোন কথা হল না। দুজনেই অজস্র চিন্তা করছে। এই চিন্তা গুনে শেষ করা যাবে না। হঠাৎ জেরি বুঝতে পারলো সে কতটা ভালোবাসা গ্রেগ কে দিতে চেয়েছিল—সে ঐ মহিলার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে চুম্বন করল এবং দৌড়ে সিঁড়িদিয়ে নেমে গেল তখনই প্লেন ছেড়ে চলে গেল।

সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে তার মনের মানুষের দিকে দৌড়ে গেল—সে যাকে ভীষণ ভালোবাসে।

সেই ফ্ল্যাট, হাজার সুখের স্মৃতি মাখা সেই বেডরুম। জেরি ঢুকলো। গ্রেগ তার দিকে মোহময় চোখে তাকিয়ে আছে। তার চাউনিতে আর অস্বস্তি হচ্ছে না জেরির, শীতল নীরবতা এখন ভেঙ্গে যাক। ক্রিস্ট ডসন অথবা মণিকা কোরেলের মুখ ছায়া ছবির মতো হারিয়ে যাক অন্ধকারে।

বার ক্যাবিনেট থেকে বীয়ারের বোতল তুলে নিল গ্রেগ। গ্লাসে ঢেলে বললো—এসো জেরি, আমাদের হারানো সুখের আবিষ্কারে পান করা যাক।

—উহুঁ, একটু হাসলো জেরি, আর নয়, তরল মদিরার নেশায় সে যা করেছে তা কি কোনদিন ভুলতে পারবে ?

—কি হলো তোমার ?

গ্রেগ প্রশ্ন করে।

এতদিনের জমে থাকা কান্নাটা যেন প্রথম বর্ষায় বৃষ্টি হয়ে অঝোরে ঝড়ে পড়লো জেরির চোখে...সব ঝাপসা মনে হচ্ছে তার—এই ঘর, ঐ আসবাব, মনের মানুষ, দূরের আকাশ...সব কেমন ধূসর ছবি।

অনুশোচনা, যাকে সে দূরে থাকতে বলেছিল, সে চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। আজ—আঘাতে দগ্ধ হবার সময় বুঝি।

গত কদিনের ঘটনা তার মনের সমুদ্রে ঢেউ তুলেছে.....কি লাভ হলো

BanglaBook.org

শরীর নিয়ে কুহক খেলায় মেতে ?

এতদিন মিথ্যে গাম্ভীর্যে গ্রেগকে সে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। আজ বুঝেছে, তার জীবনে গ্রেগের স্থান কোথায়। এ সম্পর্ককে সে কি ইচ্ছা মত কাঁচের মিনার করে ভাঙতে পারে ?

জিভে কার লোনা স্বাদ ? চোখ খুলে দেখল, চোখের সামনে নিঃশ্বাস দূরত্বে গ্রেগ দাঁড়িয়ে, ঠোঁটে বিশ্ববিজয়ীর হাসি।

— এসো জেরি, আবার সব নতুন করে শুরু হোক।

আহা, কি উন্মদনা আছে এই নির্লাজ নিমন্ত্রনে। জীবনের সবকিছুকে উপেক্ষা করে নিঃশেষে ভেসে যাবার অদ্ভুত মাদকতা আছে এই আহ্বানে।

—এসো গ্রেগ, আমার সোনা, আমার...

কামনার আশ্লেষে অন্তর্হিত শব্দ। কথা বন্দী ঠোঁটে, শুধু চোখে চোখে অভিসারের আকুতি।

দুটি আত্মহারা শরীর পরস্পরকে আঁকড়ে এগিয়ে চলে সুদূর উপত্যকায়... যেখানে অরণ্য আর চোখ রাঙাবে না।

বিয়ের প্রায় এক বছর বাদে নিজের হাতে জেরিকে উন্মোচিত করতে করতে গ্রেগ ভাবল, কি প্রয়োজন মণিকার স্বৈরিনী ইশারায় সাড়া দিয়ে ? জেরির পুতুল প্রতিমায় প্রাণ দিলেই তো জীবন্ত হবে শরীর।

আর গ্রেগের ঘনিষ্ট আলিঙ্গনে, তার নগ্ন দেহের উত্তাপে নিজেকে সমর্পণ করে জেরিভাবল, ছিঃ, এমন পুরুষ প্রেমিক থাকতে আমি নির্বিধায় সেজেছি বারোবিলাসিনী ?

বাইরে হয়তো বৃষ্টি ঝরছে, অঝোরে, হয় তো উদ্ভাস সূর্যের মুখ। ওরা কেউ জানলো না।

ওদের কাজ এখন, এই মুহূর্তে শরীরে শরীরে রাখলে বেজে ওঠে জলতরঙ্গ।

সহবাসের শীর্ষে পৌঁছবার মুহূর্তে হঠাৎ যেন মনে হল বেল বাজছে।

লরা ফিরে এসেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG